www.AmarIslam.com

القول الجميل

আল-কওলুল জামিল

মূল: শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (র)

ও

فيصله ہفت مسئله

ফয়সালায়ে হাফ্‌তে মাসআলা

মূল: হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র)

বঙ্গানুবাদ : সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল-কওলুল জামিল
ও
ফয়সালায়ে হাফ্‌তে মাসআলা

বঙ্গানুবাদ

সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
(বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা)

প্রকাশনায়
রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল-কওলুল জামিল
ও
ফয়সালায়ে হাফ্‌তে মাসআলা

বঙ্গানুবাদ
সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
☎ 0174 10 10 457

প্রকাশক
আবদুর রব
রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
☎ 01913-493311

প্রকাশকাল
১ নভেম্বর ২০১১ ইং

হাদিয়া ঃ ১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
জে.পি. কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে
মেরাজ প্রিন্টার্স, ঢাকা

Al-Qawlul Zamil & Fayshala-e Hafte Masayel: Translated by Sufi Muhammad Iqbal Hossain Qadri in Bengali & Published by Rashid Book House, 6, Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْقَوْلُ الْجَمِيْلُ

আল-কওলুল জামিল

মূল

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (র)

বঙ্গানুবাদ

সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

(বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজারো শোকর, অগণিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁর অসীম করুণার ফলশ্রুতি স্বরূপ সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের পবিত্র কর কমলে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলবী (র)-এর "আল-কওলুল জামিল" এবং হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (র)-এর "ফায়সালায়ে হাফতে মাসয়ালা" নামক দু'টি সতন্ত্র পুস্তক একত্রে তুলে দিতে পেরেছি।

আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছার ফল অত্র পুস্তক দু'টি। ইতোমধ্যে বন্ধুবর সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী সাহেব পুস্তক দুটি বঙ্গানুবাদ করে আমার সেই ইচ্ছা পূরণের পথকে সুগম করে দিয়েছেন। আমি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁর হায়াতে তাইয়্যেবা কামনা করছি।

সত্যের সন্ধানী প্রতিটি মুসলমানের জন্য পুস্তক দু'টি আলোক বর্তিকার ন্যায় কাজ দিবে। আল্লাহ প্রত্যেককে সত্য কবুল করার তওফিক দান করুন। সেই সাথে মূদ্রণ জনিত কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে তা অবহিত করলে– পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া হবে– ইনশাআল্লাহ।

বিনীত

আবদুর রব

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

বায়আত প্রথা সুন্নতে রাসূল ৯
বায়আত গ্রহণ সুন্নত ১২
বায়আত পূর্ণকারী ও ভঙ্গকারী কারণসমূহ ১৯
একাধিক পীরের হাতে বায়আত করা জায়েজ কি না ১৯
পূর্ববর্তী বুযুর্গদের তরিকা ২০
মুরিদের শিক্ষা-দীক্ষা ২৩
কবীরা গুনাহ্ ২৫
আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা ২৫
অন্যান্য কবীরা গুনাহ্ ২৭
ঈমানের শাখাসমূহ ৩০
মোরাকাবা কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত ৩২
মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ ওয়ার কারণ ৩৪
কাদেরিয়া তরীকার অজীফা ৩৫
কাদেরিয়া তরীকার লতিফাসমূহ ৩৬
ছাওয়াব রেসানীর নিয়ম ৩৬
এক জরবী যিক্‌রের নিয়ম ৩৬
দুই জরবী যিক্‌র ৩৭
নফি এছবাত করিবার কায়দা ৩৮
রহমতের ফায়েজ ৩৮
কাদেরিয়া তরীকার দশ মোকামের মোরাকাবা ৩৯
হাকিকাতের সুলতানান্নাছিরার মোরাকাবা ৪৩
হাকিকাতে মাকামে মাহমুদার মোরাকাবা ৪৩
খাছ তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহের মোরাকাবা ৪৩
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমার খফি নফি এছবাত ৪৪
কাদেরিয়া তরিকার খফি যিক্‌র ৪৪
যিক্‌রের তরতীব ৪৫
কাদেরিয়া তরীকার পাছ আনফাছ ৪৫
যিক্‌রে আছর হলো কিনা, কিরূপে বুঝিবে? ৪৫
মোরাকাবা কাহাকে বলে? ৪৬
আল্লাহ তায়ালার হুজুরী ও মাইআতের মোরাকাবা ৪৬
মাইআতের মোরাকাবা ৪৬

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

কাদেরিয়া তরীকার আয়াতে মোরাকাবা ৪৭
তৌহিদে আফআলীর মোরাকাবা ৪৯
পীড়া দফে, রিজিক বৃদ্ধি ও শত্রু দফের মোরাকাবা ৫০
চিশতিয়া তরীকার বিবরণ ৫১
রাসূল ﷺ'র নিকট হতে হযরত আলী (রা)'র তলকীন লাভ ... ৫১
হযরত হাসান বসরী (র) এর সাথে হযরত আলী (রা) এর নেসবত ... ৫২
সওয়াব রেসানীর নিয়ম ৫৫
চিশতিয়া তরীকার অজীফা ৫৫
চিশতিয়া তরীকার লতীফাসমূহের স্থান ৫৬
চিশতিয়া তরীকার জেহের নফি এছবাতের কায়দা ৫৬
নফি এছবাত যিক্‌রের তরতীব ৫৭
চিশতিয়া তরীকার পাছ আনফাছ ৫৮
মোরাকাবার অর্থ ৫৮
কলবে তওবার মোরাকাবা ৫৯
রূহতে এনাবাতের মোরাকাবা ৫৯
চিশতিয়া তরীকার আয়াতের মোরাকাবা ৫৯
পীরের কলবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ৬০
চিশতিয়া তরিকার মোরাকাবা ৬১
চিল্লার শর্ত ও নিয়ম-কানুন ৬১
কাশফে কুবুর ও তা হতে ফায়েজ লাভ ৬২
কুন ফায়াকুনের নামায ৬২
নকশাবন্দিয়া তরীকার বিবরণ ৬৩
দরূদ শরীফের ফজিলত ৬৫
'লা-হাওলা' পাঠের সওয়াব ৬৫
নকশাবন্দিয়া তরীকার লতীফাসমূহ ৬৬
যিক্‌র করিবার তরতীব ৬৬
সওয়াব রেসানীর নিয়ম ৬৭
যিক্‌র মালুম হওয়ার আলামত ৬৮
একত্রে ছয় লতীফার নিয়ত ৬৮
আরবা আনাসের ৬৯
যিকিরের শুগল ও ওজীফা ৭০
ফাসেদ ওয়াসওয়াসা দূরকারী যিকিরের আলোচনা ৭০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

হাবসে নফী ও ইসবাত নিয়ম ৭১
হাবসে নফী ও ইসবাতের দ্বিতীয় নিয়ম ৭২
কুরব বা নৈকট্য দুই প্রকার ৭২
সুলতানাম মাহমুদা শুগল পদ্ধতি ৭৩
সুলতানুল আযকার শুগল পদ্ধতি ৭৩
সুলতানুল আযকার যিক্‌র পদ্ধতি ৭৩
আনওয়ারাত ও মুরাকাবাসমূহের আলোচনা ৭৪
মুরাকাবা পদ্ধতি ৭৪
মুরাকাবা-এ-রুয়াত বা পরম সত্তার দর্শন ধ্যান ৭৫
মুরাকাবা-এ-মায়িআত বা পরম সত্তার সংসর্গের ধ্যান ৭৫
মুরাকাবা-এ-আকরাবিয়্যাত বা পরম সত্তার নৈকট্যের ধ্যান ৭৬
মুরাকাবা-এ-ওয়াহদাত বা একত্বের ধ্যান ৭৬
মুরাকাবা-এ-ফানা বা স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ধ্যান ৭৬
ফানার বিভিন্ন স্তরের আলোচনা ৭৬
বাকাবিল্লাহ ৮০
ভাল ও মন্দ, নূর বা জ্যোতিরাশির অবস্থাসমূহ ৮০
রূহ ও ফেরেশতাগণের সাক্ষাৎ লাভের যিক্‌র ৮১
ভবিষ্যৎ সংবাদ লাভ করার যিক্‌র ৮১
দুষ্প্রাপ্য বস্তু হাসিল করা এবং ভবিষ্যৎ সংবাদ জানার যিক্‌র ৮১
কাশফে কুবুর বা কবরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার যিক্‌র ৮১
রাসূলে করীম ﷺ-এর রূহ মুবারক অবলোকন করার যিক্‌র ৮২
প্রয়োজন পূরণের যিক্‌র ৮২
নকশাবন্দিয়া তরীকার যিক্‌র শুগলসমূহের বর্ণনা ৮২
ইস্তেখারা করার নিয়ম ৮৩
'লাতায়িফে সিত্তা' এবং এগুলোর যিক্‌র পদ্ধতি ৮৪
ফায়েদা ৮৪
রূহ লতীফার শুগল বর্ণনা ৮৬
যিক্‌রে জারূব পদ্ধতি ৮৬
যিক্‌রের আররো পদ্ধতি ৮৭
সুলতানুল আযকার পদ্ধতি ৮৭
নফী ও ইসবাতের যিক্‌র পদ্ধতি ৮৮
নফী বা ইসবাতের শুগল পদ্ধতি ৮৮
তাওহীদে আফআলীর মুরাকাবা পদ্ধতি ৮৯
মুরাকাবা-এ-নায়াফ্‌ত পদ্ধতি ৯০

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

মোজাদ্দেদিয়া তরিকা ৯৩
হাকিকতে নিসবত ৯৪
মহব্বত ও এশ্‌ক ৯৫
নিসবতে কাসরে নফস ৯৫
নিসবতে মোশাহাদা ৯৫
আমালিয়াত ১০২
জাহেরী ও বাতেনী ধনী হওয়ার আমল ১০২
জরুরী কার্যোদ্ধার; অনুপস্থিত ব্যক্তিকে হাজির ও কঠিন
রোগ হতে মুক্তি লাভ ১০৩
পাগলা কুকুরে কামড়ালে ১০৩
দরিদ্রতা ও উপবাস হতে মুক্তি ১০৩
রাতে জাগ্রত হওয়া ১০৩
শিশুদের রক্ষা কবচ ১০৪
যাবতীয় বিপদাপদ হতে মুক্তি ১০৪
হাকিমের ভয় হতে রক্ষা পাওয়া ১০৫
আয়াতে শেফা ১০৬
বসন্ত রোগের তদবীর ১০৬
চুরি-ডাকাতি, আগুনে পোড়া এবং পানিতে ডুবে যাওয়া ১০৬
মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া ১০৭
উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার নামায ১০৭
ভূত-প্রেত ও শয়তানের আক্রমণ ১০৮
ঘর বন্ধ করার আমল ১০৮
গর্ভপাত নিবারণ ১০৯
প্রসব ব্যথা ১০৯
পুত্র সন্তান লাভ ১১০
দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা ১১১
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার আমল ১১১
এস্তেখারা ১১১
জ্বরের তদবীর ১১২
দৃষ্টিহীনতার তদবীর ১১২
হক্কানী আলেমের শিষ্টতা ১১২
শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি হক্কানী আলেমের দায়িত্ব ১১৫
হজরত শাহ সাহেবের মুরশিদ পরিচয় ১২২
হজরত শাহ সাহেবের জাহেরী ওস্তাদগণের নাম ১২৪

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বায়আত প্রথা সুন্নতে রাসূল ﷺ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ـ

অর্থাৎ, যারা আপনার বায়আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। (সূরা ফাতাহ- ১ রুকু)

বায়আত প্রথা সুন্নত। এই অধ্যায়ে এই সম্বন্ধেই আলোচনা হবে। এই প্রথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র যুগে বিভিন্ন কাজে প্রযোজ্য হলেও বর্তমানে তা শুধু মাত্র একটি কাজই বুঝায়। অবশ্য তা যে সুন্নত বিরোধী নয় বরং সম্পূর্ণ আনুকূল্যে- তা-ই বর্ণিত হবে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন- "হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যারা আপনার হাতে বায়াআত গ্রহণ করছে। এটা প্রকৃত সত্য যে আল্লাহর হাত (শক্তি) তাঁদের হাতের বহু উর্ধ্বে। যেই ব্যক্তি সেই বায়আত ভঙ্গ করে সে নিজের ক্ষতি সাধনেই প্রবৃত্ত হয়। আর যে সেই প্রতিজ্ঞা পালনে সুদৃঢ় হয়, শীঘ্রই আল্লাহ তাঁকে পুরস্কৃত করবেন।"

মশহুর হাদীসে বর্ণিত রয়েছে হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও লোকদের হিজরত করার জন্য, কখনও জিহাদ, কখনও আরকানে ইসলাম অর্থাৎ নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত সঠিকভাবে সমাধা করার লক্ষ্যে বায়আত গ্রহণ করতেন। যেমন বায়আতে রেদওয়ান। আবার কখনও সুন্নতে নববীতে সুদৃঢ় থাকার জন্য, বিদআত হতে দূরে থাকার জন্য ইবাদত-বন্দেগিতে উৎসাহিত করার জন্য বায়আত নিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার মহিলাদের কোন ব্যক্তি মারা গেলে চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়িয়ে বিলাপ না করার জন্য বায়াআত গ্রহণ করলেন। এটি সহীহ হাদীস।

ইবনে মাজাহ হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কিছু দরিদ্র মুহাজির সাহাবা হতে এ ব্যাপারে বায়আত নিলেন যে- তাঁরা কখনও কারো কাছে কিছু চাইবেন না। আবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামদের মধ্যে কোন এক সাহাবি সম্বন্ধে উল্লেখ করে বললেন, ঘোড়ার পিঠে আরোহিত অবস্থায় তাঁর হাত থেকে চাবুক পড়ে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গেলে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে চাবুক তুলে নিবেন। অথচ অন্য কাকেও তুলে দিতে অনুরোধ করবেন না।

অতএব বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে সকল কাজ ইবাদতরূপে এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তা কস্মিনকালেও সুন্নত হয়ে নিম্নস্তর হিসেবে পরিগণিত হতে পারে না। বর্ণিত বায়আত প্রথার প্রমাণসমূহ সবই দৃঢ় এবং ইবাদতস্বরূপ ছিল। তাই বর্তমান বায়আত প্রথা যে সুন্নত এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তায়ালা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সারা বিশ্বের জন্য প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মহান ওস্তাদ, বিশ্ববাসীকে পবিত্রতা শিক্ষা দানকারী। তিনি এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে যা কিছু করেছেন ও বলেছেন তা যে পরবর্তীকালীন জাহেরী ও বাতেনী এলমে পারদর্শী আলেমদের জন্য সুন্নত হবে এতে কারো কোন প্রকার সন্দেহ নেই।

এখন দেখা যাক বর্ণিত বায়আত কোন প্রকারের ছিল। কারো মতে তা শুধু সিংহাসনে আরোহণকালীন সাধারণ বায়আত তথা শপথ বাণী উচ্চারণ মাত্র। সুফীদের চিরাচরিত বায়আত প্রথা কিছুই নয়। তবে এটি ভ্রান্ত মতবাদ। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় সাহাবা কেরামদের নিকট হতে আরকানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য বায়আত বা শপথ গ্রহণ করতেন। আবার কখনও সুন্নত প্রতিপালনে সুদৃঢ় থাকার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছেন।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত জরীর (রা)-কে বায়আত দানকালে শর্তারোপ করলেন– "সকল মুসলমানকেই উপদেশ দান করবে।" অন্যত্র বর্ণিত আছে তিনি আনসারদের একটি সম্প্রদায় হতে এই শর্তে বায়আত গ্রহণ করলেন যে– তাঁরা আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ প্রচারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করবেন না এবং সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলবেন।

অতঃপর তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাজা-বাদশাহ্দের দরবারে অকুতোভয়ে তার মতবাদ প্রকাশ করেছেন। আনসার মহিলাদের নিকট হতেও এই শর্তে বায়আত দান করেছিলেন যে স্বজনের মৃত্যুতে বুক

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চাপড়িয়ে বা মাথার চুল ছিঁড়ে বিলাপ করতে পারবেন না। এরূপ বহু কাজই তাঁর বায়আত প্রথার সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়। উপরোক্ত কার্যাবলী সৎ কাজে আদেশ এবং অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার এবং আত্মশুদ্ধির জন্যই ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে বায়আত শুধু খেলাফত গ্রহণকালীন শপথ বা অঙ্গীকারের নাম নয়।

আবার কেউ কেউ বায়আত প্রথা সম্পর্কে যুক্তি উত্থাপন করে যে যদিও হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে কয়েক প্রকারের বায়আত প্রমানিত হয়েছে বটে, তবে সাহাবা কেরামদের যুগে তো তা দেখা যায় না! কাজেই বর্তমানে প্রচলিত বায়আত হওয়ার কোন ভিত্তি নেই।

এটিও এক প্রকার সন্দিহান মনের অমূলক ধারণা মাত্র। কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যখন কোন কাজ প্রমাণিত হয়ে যায় তখন পরবর্তীকালে অন্য কেউ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, জগৎগুরু ছিলেন সকল যুগের সকল মানুষের জন্য চিরন্তন আদর্শ। সাহাবাগণ বা পরবর্তীকালের যে কোন ব্যক্তিই তাঁর অনুসরণকারী মাত্র; তাঁরা আল্লাহর নবীর ছায়া নয়। বিশ্বনবি সবার জন্য আদর্শ, অন্য কেউ তাঁর আদর্শ নয়। কাজেই এরূপ তর্ক অর্থহীন।

মোট কথা বায়আত বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন– (১) খেলাফতকালীন বায়আত (২) ইসলাম গ্রহণকালীন বায়আত (৩) পরহেযগারীর রজ্জুকে দৃঢ়তার সাথে ধারণের জন্য বায়আত (৪) হিজরত ও জিহাদের মানসে বায়আত এবং (৫) জিহাদে অটুট থাকার জন্য বায়আত।

খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বায়আত গ্রহণ প্রথা ছিল না। কারণ সেই সময় প্রায় লোকই ইসলামের শান-শওকত ও শক্তি-দাপট দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। স্বেচ্ছায় বা ইসলামের নির্মল পবিত্রতা দেখে খুব কম লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। খোলাফায়ে রাশেদীনের পর আব্বাসিয়া ও মারওয়ানী শাসন যুগে বায়আত প্রথা এই কারণে প্রায় বর্জিত ছিল যে অধিকাংশ শাসকই ছিল জালিম, পাপী এবং সুন্নতে নববী প্রতিপালনে উদাসীন।

তদ্রূপ পরহেযগারীর রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ করার বায়আত প্রথা খলীফাদের পবিত্র যুগে বর্জিত থাকার কারণ এই ছিল যে নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সঙ্গ লাভে তাঁদের চরিত্র এমন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মহান এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে তখন বায়আতের কোন দরকারই ছিল না। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী যুগে বায়আত গ্রহণ এই কারণে প্রায় বর্জিত ছিল যে বায়আতকারী ওলামাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির আশংকা বিদ্যমান ছিল। তাই তখনকার বুযর্গগণ বায়আত করার পরিবর্তে খেরকা প্রদান করতেন এবং উত্তম মনে করতেন। রাজা-বাদশাহদের বায়আত প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর মহান বুযর্গগণ সুযোগ বুঝে লুপ্ত সুন্নত বায়আত প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করা অন্যতম কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

এই জন্যই মরহুম মাওলানা শাহ আবদুল আযীয (র) বলেছেন, বুযর্গ সুফী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়আত প্রথাকে পুনঃ প্রচলন করে প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহর হাদীসে মারফুর বর্ণিত ব্যক্তিদের মাঝে পরিগণিত হয়েছেন। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর লুপ্ত সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে তাঁকে (অজস্র) পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যারা সেই সুন্নত মোতাবেক কাজ করবে তাঁদেরকেও (প্রচুর) পুরস্কৃত করা হবে।"

বায়আত গ্রহণ সুন্নত

পাঠকবৃন্দ প্রশ্ন করতে পারেন যে, শরীয়তের বিধানমতে বায়আত গ্রহণ ওয়াজিব না সুন্নত?

উত্তরে বলব: বায়আত গ্রহণ ওয়াজিব নয় বরং সুন্নত। কেননা সাহাবা কেরামগণ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মানসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে শরীয়তের কোন দলিলই এমন নেই যে বায়আত বর্জনকারী গুনাহগার। কোন ইমামই তাঁদেরকে অমুসলমান বলেন নি। কাজেই ইমাম সাহেবানদের না বলাই দলিলে এজমায় পরিণত হয় যে, বায়আত গ্রহণ করা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নত। যদি পরহেযগারীর এই বায়আত প্রতিটি মুসলমানের উপর ওয়াজিব হতো তবে ইমাম সাহেবগণ বায়আত বর্জনকারীদেরকে গুনাহগার বলে উল্লেখ করতেন। অথচ এমন কথা কোন ইমামই উল্লেখ করেন নি। ফলে প্রমাণিত হলো বায়আত করা সুন্নত। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের যাবতীয় কাজে ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ না পাওয়া গেলে তা সুন্নত ব্যতীত আর কী হতে পারে!

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন হতে পারে বায়আত প্রথা শরীয়তে বৈধ হওয়ার কারণ কী?

কারণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের চিরন্তন নিয়ম অনুযায়ী সকল কাজ ও কথা মানুষের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লুকায়িত অবস্থায় থাকে। বাহ্যিক কথাবার্তা ও কর্মকাণ্ড সেই লুকায়িত বিষয়ের প্রকাশ মাত্র। যেমন, আল্লাহ্, রাসূল, ফেরেশতা, কেয়ামত ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন করা অন্তরেরই একটি গোপন বিশ্বাস। শুধু মৌখিক উচ্চারণ করা ওই সকল আন্তরিক বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে। যেমন ক্রেতা-বিক্রেতার উভয়ের সম্মতিতে মালের নির্ধারিত মূল্য ও ক্রেতাকে মাল হস্তান্তর করে দেওয়ার বিষয়টি নিহিত থাকে। তদ্রূপ মৌখিক প্রস্তাব ও সমর্থন উভয়ের আন্তরিক রাজির বিষয়টি প্রকাশ করে।

তেমনি পাপ কার্যসমূহ হতে বিরত থাকার মানসে তওবাহ করা এবং সৎ কার্যাবলি করার আকাঙ্ক্ষা অন্তরে লুকায়িত থাকে। পীর ও মুরশিদের নিকট অন্তরের এই আশা ব্যক্ত করা। তাই কামেল পীরের নিকট বায়আত গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক যাবতীয় দোষ সংশোধন করে যে সৎ গুণাবলি অর্জন করে মহা পণ্ডিত ও জ্ঞানী হয়েও কামেল পীরের কাছে মুরিদ ও তাঁর সাহচর্য ব্যতীত শুধু এলমে তাসাওউফের কিতাব পাঠ করে কখনও কামেল এবং মারেফতে পরিপক্ক এবং অভীষ্ট বস্তু অর্জনে সক্ষম হতে পারে না। আওলিয়া কেরামদের ইতিহাসই তার জীবন্ত প্রমাণ।

এখন প্রশ্ন হতে পারে কামেল পীর হওয়ার জন্য শর্ত কী? কামেল পীর হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। তন্মধ্যে–

প্রথম শর্ত

তিনি এলমে কোরআন ও হাদীসে সুপণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ, পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তাঁর এমন জ্ঞানার্জন করতে হবে যে তাফসীরে মাদারেক, জালালাইন বা এ জাতীয় কোন তাফসীর কোন অভিজ্ঞ আলেমের নিকট পাঠ করতে হবে। তার অর্থ, কঠিন শব্দের অনুবাদ, শানে নুযুল এবং কোরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক কাহিনী সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মুরশিদের এমন গভীর জ্ঞান থাকতে হবে যেন তিনি দুইটি মতানৈক্যের মধ্যে ঐক্য সাধন করতে পারেন। নাসেখ মানসুখ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও পবিত্র কোরআনের অন্যান্য দলিলের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারেন। এর পর হাদীস শাস্ত্রেও তিনি জ্ঞানের অধিকারী হবেন। যেমন মিশকাতুল মাসাবীহ ও মাশারীক নামক হাদীস ভালভাবে পড়িতে ও তার অর্থ বুঝিতে পারেন। অধিকন্তু কঠিন শব্দের অনুবাদ, ব্যাকরণগত তারকীব, ভাবার্থ দ্ব্যর্থবোধক, বিপরীত অর্থবোধক শব্দ যার সাহায্যে ফকীহগণ তাঁদের মাজহাব প্রতিষ্ঠা করে থাকেন এরূপ জ্ঞান, হাদীস সম্বন্ধে তাঁকে জ্ঞান অবশ্যই রাখতে হবে।

পীর ও মুরশিদকে হাফেজে কুরআন না হলেও চলবে এবং হাদীস বর্ণনাকারীদের ইতিহাস জানারও তাঁর কোন দরকার নেই। তুমি কি জ্ঞাত আছ যে তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ হাদীসে মুনকাত ও হাদীসে মুরসালকে শরীয়তের দলিলরূপে গ্রহণ করতেন। এলমে হাদীসের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক স্তরেই বিশ্বস্ত রেওয়ায়েতকারী থাকতে হবে। কারণ তাঁদের বিশ্বাস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত বর্ণনাকারীর ধারাবাহিক সনদ নিশ্চয় পৌঁছেছে। এই সম্পর্কে তাঁরা সন্দেহাতীত।

তবুও যেহেতু তাঁরা সাহাবা, তাবেয়ী এবং খাইরুল কুরুনের যুগে ছিলেন। ফলে অন্য যুগের লোকদের মধ্যে তাঁদের পর্যায়ভুক্ত করা হয় নি। পীরকে উক্ত পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী হলেও চলবে। পীরের পক্ষে উসূলে ফিকাহ, উসূলে হাদীস এবং ফতোয়া ফরায়েজের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় মাসয়ালা-মাসায়েলের জ্ঞান অবশ্যই তাঁর থাকতে হবে।

পীর-মুরশিদকে আলেম হতে হবে– এই শর্ত এজন্য রাখা হয়েছে যে বায়আত দানকালে মুরিদকে শরীয়ত অনুযায়ী কাজ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া, শরীয়তবিরোধী কার্যাবলি হতে বিরত রাখা, অন্তরের সুখ শান্তির পথ দেখানো, কুঅভ্যাসগুলি দূর করে সৎ স্বভাবসম্পন্ন করে তোলা। স্বয়ং মুরশিদ যদি আলেম না হন তবে তাঁর মুরিদকে এইসব গুণে গুণান্বিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

কিন্তু বর্তমান যুগ এর বিপরীত পথের দিকে ধাবিত হচ্ছে। কারণ, এক প্রকার স্বার্থান্বেষী পীরের দলের অভিমত পীর-মুরীদির জন্য এলমের কোন প্রয়োজনই নেই। বরং পীরদের জন্য এলম থাকা অপকারী। কারণ তাঁদের বিশ্বাস শরিয়ত ও মারেফত দু'টি আলাদা ও বিপরীতমুখী বিষয় বস্তু।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিরোমণিদের লিখিত কিতাব যেমন কুওয়াতুল কুলূব, কিমিয়ায়ে সাআদাত, এহ্ইয়া-উল-উলুম, ফতহুল গায়েব, গুনিয়াতুত্তালেবীন ইত্যাদিতে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত আছে এলমে মারেফাত শিখতে হলে এলমে শরীয়তে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।

চিরস্মরণীয় বুযর্গগণ বলেছেন ফকির ও পীর নামধারী মূর্খ ও বিদআতী সম্প্রদায় তা থেকেও বধির এবং অমনোযোগী। এর চেয়ে মূর্খতা এবং অধঃপতনের কারণ আর কী হতে পারে?

বুযর্গগণের ঐক্যবদ্ধ অভিমত এই যে– পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ উস্তাদের কাছে না পড়ে কেউ যেন ওয়াজ না করে। তবে যিনি দীর্ঘদিন পরহেযগার আলেমদের সাহচর্য লাভ করে আদব-কায়দা শিখেছেন এবং নিজে হালাল-হারামে তারতম্য করে চলেন, নিজেকে কুরআন হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করেন– তাঁর পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ এলেম হলেও চলে। পীর হওয়ার জন্য এই পরিমাণ জ্ঞান বা এলম হলেও চলতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

(২) তারীখে মুহাম্মদীতে বর্ণিত রয়েছে– আওলিয়াকুল শিরোমণি, সূফী সম্প্রদায়ের নেতা হজরত জুনায়েদ বাগদাদী (র) বলেন, যে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেন নি এবং ওস্তাদের কাছে হাদীস শিখে নি কোন তরিকতপন্থীই তার অনুসরণ করবে না। কারণ আমাদের মাজহাব কুরআন ও হাদীসভিত্তিক। তাঁর পীর ও মুরশীদ হজরত সাররী সাক্তী (রা) বলেন– তিনটি বস্তুর নাম হলো তাসাওউফ! প্রথমতঃ মারেফাতের জ্যোতিকে পরহেযগারীর জ্যোতি দ্বারা নির্বাপিত না করা। দ্বিতীয়তঃ তরিকতে তোমার এমন কোন বক্তব্য যেন না থাকে যা কুরআনের আদেশের বিপরীতমুখী হয় এবং তৃতীয়তঃ তা যেন কেরামত দেখানো এবং আল্লাহ পাকের রহস্যবিদগণের অপমান করার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ না হয়।

দ্বিতীয় শর্ত

ন্যায়পরায়ণ, পরহেযগার, কবীরা গুনাহ্ হতে আত্মরক্ষাকারী ও সগিরা গুনাহ হটকারী না হওয়া মুরশিদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য বা ওয়াজিব। মাওলানা আবদুল আযীয (রা) বলেন– পীরের জন্য পরহেযগার হওয়ার শর্তারোপ এই জন্য করা হয়েছে যে, বায়আত প্রথা জায়েয হওয়ার কারণ

Banglades Al Jamiul Ashrafiyya Mosjid
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ করা। তাই অন্তঃকরণকে পরিষ্কার করতে হলে কাজ করতে হবে মুখে বললে চলবে না। তাই দেখা গেছে যে পীর সৎস্বভাব ও নেক কাজ দ্বারা নিজকে অলংকৃত করতে পারে নি সে শুধু কথার পণ্ডিত, পীরদের কলঙ্ক।

তৃতীয় শর্ত

পীরকে যাহেদ তথা সংসারের প্রতি উদাসীন, পরকালের প্রতি আসক্ত, সর্বদা ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত থাকা এবং সহীহহাদীস অনুযায়ী আল্লাহ পাকের জিকির-আজকারে লিপ্ত থাকতে হবে। ইয়াদ দাশ্‌তের পরিপূর্ণ অনুসারী তাঁকে অবশ্য হতে হবে।

চতুর্থ শর্ত

পীরকে অবশ্য আমর বিল মারুফ এবং নাহি আনিল মুনকার– তথা সৎকাজে আদেশ এবং অন্যায় কাজে নিষেধকারী হতে হবে। তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে সুদৃঢ় থাকবেন– মুহূর্তে মুহূর্তে মত পরিবর্তন করা তাঁর জন্য অন্যায় হবে। তিনি এমন ধীর স্থির হবেন যেন তাঁর কার্যকলাপে লোকের ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়; তাঁর আদেশ-নিষেধকে অমোঘ হিসেবে গণ্য করে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন– "তোমরা যে সাক্ষীদের পছন্দ কর তাঁদের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ কর।" সাক্ষী হওয়ার জন্য ন্যায়পরায়ণতাকে যেহেতু শর্ত করা হয়েছে সেহেতু আল্লাহর পথ প্রদর্শকারীর জন্য কেন তা শর্ত হবে না। শাহ্ আবদুল আযীয (রা) বলেন– এখন প্রশ্ন হতে পারে যে সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে বাধাদান– দৃঢ় মতামত সম্পন্ন ইত্যাদি গুণাবলি যখন সাক্ষ্য গ্রহণের শর্ত নয়– তখন বায়আত গ্রহণের জন্য শর্ত না হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়

উত্তরে বলব– পবিত্র কুরআনের আয়াত দলিলস্বরূপ পেশা করার উদ্দেশ্য এই যে– আল্লাহ পাক মুসলমানদের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য তাঁদের রায় ও অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছেন। কেননা রায় ও অভিমত একটি গুপ্ত বিষয়বস্তু। কিন্তু প্রকাশ্য কার্যকলাপ বা চিহ্ন দ্বারা তা উপলব্ধি করা যায়। যেমন কবীরা গুনাহ পরিত্যাগকারী ইত্যাদি দিয়ে যখন ভাল-মন্দ লোকের নিশানা প্রকাশ পায়, তখন পীরের কাছে বায়আত গ্রহণের জন্য প্রকাশ্য আলামত নির্দিষ্ট করার শর্তে ওজর আপত্তি উত্থাপনের কোন কারণ থাকতে পারে না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পঞ্চম শর্ত

পীর সাহেবদের জন্য অন্যতম আর একটি শর্ত হলো তাঁকে অবশ্য কোন কামেল পীরের সাহচর্যে দীর্ঘদিন থেকে মারেফতের জ্যোতি এবং বাতেনী নূর হাসিল করতে হবে। কারণ, জগতের চিরাচরিত ও প্রকৃতিক নিয়ম অনুসরণযোগ্য আদর্শ ব্যক্তি ও তাঁর কার্যাবলি প্রত্যক্ষভাবে না দেখে কেউ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না এবং পূর্ণভাবে সফলকামও হতে পারে না। জাহেরী বিদ্যা আয়ত্ব করার জন্য যেমন সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের দরকার তেমনি অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার জন্যও কামেল পীরের সঙ্গ লাভ করতে হবে।

মাওলানা আবদুল আযীয (রা) বলেন– আল্লাহ পাকের নিয়ম হলো এই যে, মানব কখনও অপরের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অতএব খোদাতত্ত্ব জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়ার জন্যও উস্তাদের প্রয়োজন! কিন্তু পশু পক্ষী এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রায়ই পূর্ণতাসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেন। অন্যের নিকট শিক্ষার প্রয়োজন খুবই কম। তারা জন্মলগ্ন হতেই হাঁটতে, উড়তে এবং সাঁতার কাটতে শিখে। কিন্তু মানুষ শিক্ষা ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

পেশা বর্জন করা এবং কারামাত ও অলৌকিক ঘটনাবলি প্রদর্শন করা পীরের জন্য শর্ত নয়। কারণ, অলৌকিক ঘটনাবলি প্রকাশিত হওয়া কৃচ্ছ্রতা ও সাধনার ফল, তা পূর্ণতা বা কামালিয়াতের পরিণতি নয়। হালাল পেশা পরিত্যাগ করা ঐশী প্রেমে এমনই আত্মভোলা হয়ে যান যে স্বীয় জীবিকা অর্জনের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ থাকে না বা রাখতে পারেন না। কিন্তু তাঁদের এই কাজ দেখে তুমি প্রতারিত হবে না এবং তাকে দলিলরূপে গ্রহণ করে স্বীয় জীবিকা অর্জনের উপায় পেশা বর্জন করবে না। কারণ তাঁদের পেশা বর্জনের উদ্দেশ্য অল্পে তুষ্ট থাকা এবং সন্দেহজনক ব্যবসা-বাণিজ্য হতে আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাওলানা বলেন– অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করাও মুরশিদের জন্য শর্ত নয়। যেমন সারা বছর রোযা রাখা, সুখাদ্য পরিহার করা, সারারাত

Bangladesh Anjumane Asheqane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবাদত-বন্দেগি করা, স্ত্রী সম্ভোগ হতে বিরত থাকা এবং সংসার বিরাগী হয়ে বনজঙ্গলে বাস করা। অথচ বর্তমান সময়ে সাধারণ লোকের ধারণা এই সকল কাজ ব্যতীত কেউ কামালিয়াত হাসিল করতে পারে না। মূলতঃ এই সমস্ত কাজ ধর্মে কঠোরতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– ইসলামে বৈরাগ্য নেই। তিনি আরও এরশাদ করেন– "জীবনের প্রতি তুমি কঠোরতা করলে আল্লাহও তোমার প্রতি কঠেরতা দেখাবেন।"

মুরিদকে অবশ্য প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান এবং বায়আতের প্রতি আন্তরিক আগ্রহশীল হতে হবে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– "একদিন একজন বালক দরবারে নববীতে এসে বায়আত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহ ভরে তার মাথার উপর হাত বুলিয়ে তার জন্য দোয়া করলেন। কিন্তু তাঁকে বায়আত করলেন না।"

শাহ্ আবদুল আযীয (র) বলেন– মুরিদকে বালেগ, জ্ঞানবান এই জন্য হতে হবে যে জ্ঞানহীন ও নাবালেগ ঈমানের মুকাল্লাফ নয়। পরহেযগারীর প্রশ্ন তো বহু দূর। তবে কোন কোন পীর সাহেব বালকদের বরকতের জন্য মুরিদ করা জায়েয বলেন। সম্ভবত তাঁরা মুসলিম শরীফে বর্ণিত একখানি হাদীস তার দলিলস্বরূপ গ্রহণ করেছেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে– সাহাবা হজরত জুবায়ের (রা) তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্কে বায়আত গ্রহণের মানসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত করেন। তখন আবদুল্লাহ মাত্র ৭/৮ বছরের বালক। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আগ্রহ দেখে মৃদু হাসলেন এবং তাঁকে বায়আত করলেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বায়আত পূর্ণকারী ও ভঙ্গকারী কারণসমূহ

সুফীদের প্রচলিত বায়আত প্রথা বিভিন্ন প্রকার।

প্রথমতঃ পাপ হতে তওবাহ্‌র বায়আত!

দ্বিতীয়তঃ শুধুমাত্র বরকতের জন্যই বুযুর্গদের তরিকায় অংশ গ্রহণ করা। যেমন অনেকে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এসনাদে হাদীসে ভর্তি হন।

তৃতীয়তঃ শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের নির্দেশিত কাজ করার এবং নিষিদ্ধ কার্যাবলি বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে বর্জন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া এবং আল্লাহ-পাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া। এই প্রকার বায়আতই প্রকৃত বায়আত।

তৎপর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বায়আত তথা কবীরা গুনাহসমূহ পরিত্যাগ এবং সগিরা গুনাহসমূহ হতে আত্মরক্ষা ও উপরে বর্ণিত ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদায় অটল থাকা। এই সমস্ত কিছুতে অবিচল না থাকার নামই বায়আত ভঙ্গ করা। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ আসল বায়আত পূর্ণ করা তথা রিয়াজত ও মুজাহাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত এমনভাবে থাকতে হবে যেন মানসিক প্রসাদ ও নূরের আলোতে তাঁর অন্তরাত্মা আলোকিত হয় এবং উপরোক্ত কার্যাবলী যেন তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়। এই সময় মুরিদ পীর সাহেব কর্তৃক কিছু কিছু নেক কাজ করতে আদিষ্ট হয়। যেমন– তৃপ্তিকর সুখাদ্য গ্রহণ করা এবং কিছু সংখ্যক এমন কাজ যা সম্পাদন করতে প্রচুর সময় ব্যয় হয়। যেমন দ্বীনি খেদমত করা, এলমে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি। নূরের আলোতে কলব আলোকিত হওয়ার পূর্বে তা কোন প্রকার দোষে দোষান্বিত হওয়া বায়আত ভঙ্গেরই নামান্তর।

একাধিক পীরের হাতে বায়আত করা জায়েজ কি না

বিশেষ কারণে বারবার বায়আত করার প্রথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সুফী সম্প্রদায় হতে বর্ণিত রয়েছে। যেমন– প্রথম মুরশিদের যদি কোন প্রকার দোষ প্রকাশ পায়, কিংবা পীর মারা যান, অথবা চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যান– যাঁর সাহচর্য লাভ করার আর কেন সম্ভাবনা না থাকে, তবে দ্বিতীয় পীরের নিকট মুরিদ হওয়া জায়েয। উপরোক্ত কারণ ব্যতীত অন্য

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পীরের নিকট মুরিদ হওয়া ছেলেখেলারই নামান্তর। যেখানে সেখানে বায়আত করলে বরকত থাকে না ও এই জাতীয় মুরিদের প্রতি পীর উদাসীন থাকেন। যার দরুন মুরিদ শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি সাধন করতে পারে না।

পূর্ববর্তী বুযুর্গদের তরিকা

পূর্ববর্তী বুযর্গগণ বায়আত করার সময় মাসনুন খুতবাহ অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ (আলহামদু লিল্লাহি নাহ্মাদুহু) পাঠ করতেন। এর অর্থ: যাবতীয় প্রসংশা আল্লাহর জন্য? আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করছি, তাঁর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। রিপুর তাড়না ও কুকর্মসমূহ হতে তাঁহারই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন, কেউ তাঁকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। পক্ষান্তরে তিনি যাকে গোমরাহ করেন কেউ তাঁকে হেদায়েত করতে পারে না। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং প্রেরিত পুরুষ।

এই খুতবাহ পাঠ করার পর পীর সাহেব মুরিদকে ঈমানে মুজমাল শিক্ষা দিবেন। ঈমানে মুজমালের অর্থ: আমি আল্লাহর প্রতি এবং যা কিছু তাঁর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরই উদ্দেশ্যে তাঁর উপর ঈমান আনলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পক্ষ হতে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে যা যা আমাদের নিকট এসেছে তার উপরও ঈমান আনলাম। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের প্রতি আমি অসন্তুষ্ট, সমস্ত পাপের প্রতিও আমি অসন্তুষ্ট, এখন আমি মুসলমান হলাম। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর পীর সাহেব মুরিদকে উদ্দেশ্য করে বলবেন– বল। আমি রাসূলুল্লাহর কাছে তাঁর খলিফার মাধ্যমে পাঁচটি বিষয়ে বায়আত গ্রহণ করলাম– আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, আমি নামায আদায় করব, রমজানের রোযা রাখব, যাকাত আদায করব, খরচ বহনে সক্ষম হলে হজ্জ করব।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এরপর আবার বলবেন: বল! আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁর খলিফার মাধ্যমে এই বিষয়ে বায়আত গ্রহণ করলাম যে, আল্লাহ সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করব না, চুরি ডাকাতি করব না, ব্যভিচার করব না, নরহত্যা করব না, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ রটাব না এবং শরীয়তের কোন কাজে আল্লাহর রাসূলের অবাধ্যতা করব না। তারপর পীর সাহেব কুরআনের আয়াত তেলওয়াত করবেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهُ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসীলাতা ওয়া জাহিদূ ফী সাবীলিহী লা'আল্লাকুম তুফ্লিহুন- ইন্নাল্লাযীনা ইউবায়িউনাকা ইন্নামা ইউবায়িউনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহি ফাওক্বা আইদীহিম ফামান্ নাকাছা ফাইন্নামা ইয়ান্কুছু 'আলা নাফ্সিহা– ওয়ামান্ আউফা বিমা 'আহাদা আলাইহুল্লাহু ফাছাইউতীহি আজরান আজিমা।

হে বিশ্বাসী সম্প্রাদয়! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকট উপলক্ষ তালাশ কর। তাঁর পথে পরিশ্রম কর– তাহলে তুমি নাজাত পাবে। হে নবি! যারা আপনার নিকট বায়আত করছে, (আসলে) তাঁরা আল্লাহর নিকট বায়আত করছে। আল্লাহর মহান ও শক্তিশালী হাত সকল হাতের উপর। যে বায়আত ভঙ্গ করে সে তার ক্ষতি সাধনের জন্যই করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত বায়আত পালন করে সে অতি শীঘ্রই তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত পাবে।

এখানে وَسِيْلَةَ শব্দের অর্থ মুরশিদের কাছে বায়আত গ্রহণ করা। মাওলানা হাশিয়ায় বলেছেন– আমি আমার বুযর্গ দাদা মারহুম হজরত মাওলানা আবদুর রহীমের কোন এক মুরিদের কাছে শুনেছি তাঁর এক আলেম সহচরের সাথে আলাপ করছিলেন– বায়আত সুন্নত না বিদআত। আমার দাদা বায়আতকে শরীয়তসিদ্ধ বলে তার প্রমাণস্বরূপ কুরআনের উপরোক্ত আয়াত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তেলাওয়াত করেন এবং বলেন– এখানে وَسِيْلَة ঈমান অর্থে প্রযোজ্য নয়। কারণ–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ـ

বাংলা উচ্চারণ: ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ।

দ্বারা মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত এর অর্থ নেক বা সৎ কাজও হতে পারে না। কারণ تَقْوٰى শব্দ (নেক কাজ) উল্লেখ রয়েছে। تَقْوٰى শব্দের অর্থ আদেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা। আবার مَعْطُوْفٌ এবং مَعْطُوْفٌ عَلَيْه বিভিন্ন হতে হবে। তাই وَسِيْلَة শব্দের অর্থ জিহাদও হতে পারে না। কারণ ইহাও تَقْوٰى শব্দের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ফলে وَسِيْلَةْ শব্দের অর্থ মুরশিদ হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তারপর আছে مُجَاهَدَة শব্দ। অর্থা হলো যিকর ও ফিকরের মধ্যে রিয়াজাত ও মুজাহাদা করলেই আল্লাহ প্রেমে মত্ত হয়ে পরকালে মুক্তি লাভ করতে পারবে।

তারপর পীর সাহেব নিজের মুরিদের এবং উপস্থিত সাবার জন্য দোয়া করবেন– "আল্লাহ পাক আমাদের সকলের উপর রহমত নাযিল করুন এবং সকলের মঙ্গল সাধন করুন।

অতঃপর পীর সাহেব মুরিদকে এই বলে সবক দিতে পারেন যে– বল! আমি তরিকায়ে নকশবন্দী কিংবা কাদেরিয়া বা চিশতিয়া অথবা মুজাদ্দেদিয়া গ্রহণ করলাম।

হে পরম করুণাময়! আমাদের এই তরিকাকে জয়যুক্ত করুন; এই তরিকার বুযর্গগণের দলভুক্ত কর এবং তোমার রহমতের সাথে আমাদের হাশর করুন।

আমার বুযর্গ পিতা একদিন এরশাদ করলেন– আমি একদিন স্বপ্ন দেখলাম তিনি তাঁর পবিত্র হাতে আমার হাত ধরলেন এবং আমিও সেই অবস্থায় বায়আত গ্রহণকারীরূপে তাঁর সাথে মুসাফাহা করলাম।

মাওলানা বলেন– কোন বুযুর্গ বলছেন অতঃপর তোমার ডান হাত বিস্তৃত করে দাও। তারপর পীর সাহেব মুরিদের হাতের উপর তাঁর হাত স্থাপন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করবেন। হজরত আমর ইবনে আস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

মহিলাদের নিম্নরপে বায়আত করবে– পীর সাহেব একখানি কাপড়ের এক প্রান্ত এবং বায়আতকারিণী অন্য প্রান্ত ধরবে। মাওলানা বলেন– হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ অনুযায়ী মহিলাদের কাপড় না ধরে মৌখিকভাবে বায়আত করাও জায়েয।

মুরিদের শিক্ষা-দীক্ষা

তরিকতপন্থীদের শিক্ষা-দীক্ষার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট স্তর রয়েছে। প্রথমে ধর্ম বিশ্বাস (আকায়েদ)-কে ঠিক ও সজ্জিত করা প্রত্যেক মুরিদের পক্ষে ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি তরীকতপন্থী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে তাঁর কর্তব্য পূর্ববর্তী বুযর্গানে দ্বীনের মতানুযায়ী স্বীয় আকায়েদ ঠিক করা। তাঁকে সর্বাগ্রে আল্লাহ তায়ালার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে তিনি ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, তিনি যাবতীয় সদগুণে গুণান্বিত; তিনি চিরঞ্জীব, সর্বজ্ঞ এবং সর্ব শক্তিমান।

এই সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা যা এরশাদ করেছেন, মুখবেরে সাদেক (সত্য সংবাদদাতা) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীদের হতে যা বর্ণিত আছে তাহা এই– লা-শারীক আল্লাহ-তাআলা যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি, শরীর বিশিষ্ট, স্থানাবশ্যক, দৈর্ঘ প্রস্থ দিকবিশিষ্ট, রঙ ও আকৃতি বিশিষ্ট হওয়া থেকে পবিত্র। এক কথায় শরীরী ও শারীরিক যাবতীয় আকৃতি ও গুণাবলি হতে পুতঃ পবিত্র ও মহান।

এখন প্রশ্ন হতে পারে পবিত্র কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে– "আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন" "হাস্য করা," হাতদ্বয় ইত্যাদি যা কিছু বর্ণিত আছে তা দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার শরীর, স্থানাবশ্যকতা এবং আকৃতি আছে বলে প্রমাণিত হয়।

এর প্রথম উত্তর এই যে এগুলো পবিত্র কুরআনেরই আয়াত এই সম্পর্কে বিনা দ্বিধায় আমাদের ঈমান আনতে হবে, প্রকৃত ব্যাখ্যা আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ এই সমস্ত আয়াতের অর্থ একমাত্র আল্লাহর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অবগত। আর এটিও অবশ্য বিশ্বাস করতে হবে যে তাঁর উপবেশন, হাস্য করা এবং হাত আমাদের হাসা, বসা এবং হাতের ন্যায় নয়। তিনি অতুলনীয়, তাঁর সাথে কোন কিছুরই তুলনা চলে না। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, সর্বশক্তিমান, সর্ববিষয়ে শ্রোতা এবং সর্বদর্শী। যেহেতু আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে "আরশে সমাসীন" বর্ণনা করেছেন তার উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রকৃত অর্থ কী হবে তা আল্লাহর উপরই ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের কর্তব্য صَدَّقْنَا وَاٰمَنَّا সাদ্দাক্‌না ওয়া আ-মান্না। ঈমান আনলাম এবং সত্য বলে গ্রহণ করলাম বলা।

পূর্ববর্তী বুযর্গগণ "আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন" ইত্যাদি সম্পর্কে এই অভিমত পোষণ করতেন যে মোটামুটিভাবে এই জাতীয় আয়াতের প্রতি আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এর গূঢ় রহস্য এবং প্রকৃত অর্থ কী হবে তা একমাত্র আল্লাহর জ্ঞানের উপরই ন্যস্ত করতে হবে। ইমাম মালেক (রা) বলেন– এই সমস্ত বিষয় আমরা জ্ঞাত কিন্তু অবস্থা অজ্ঞাত! সুতরাং এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত। এটিই সর্বোত্তম পন্থা। অন্যথায় এই সমস্যা সঙ্কুল অবস্থায় গোলক ধাঁধায় পড়ে হককে না হক এবং না হককে হক করার আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে।

মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর বিশেষভাবে বিশ্বনবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়তের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁর প্রত্যেকটি কাজ ও কথা পালন করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। তিনি যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন তা যথাযথভাবে পালন করা ওয়াজিব।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ তাআলার গুণাবলি, হাশর, বেহেশত, দোযখ, হিসাব, আল্লাহর দীদার কিয়ামত, কবর আজাব, মীযান, পুলসিরাত যে সকল বিষয় তিনি বলেছেন এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ওই সম্বন্ধে মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং মুখে স্বীকার করা প্রত্যেক মুরিদের জন্য ওয়াজিব।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবীরা গুনাহ্

উল্লিখিত বিষয়সমূহে ধর্ম বিশ্বাস ঠিক হওয়ার পর সকল মুরিদের কর্তব্য কবীরা গুনাহ্ হতে আত্মরক্ষা করা এবং সগিরা গুনাহ হতে লজ্জা করা। কবীরা গুনাহ কাকে বলে? যে গুনাহ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে অথবা সহীহ হাদীসে ভীষণ শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন এবং যে পাপ কার্যের জন্য কুরআন ও হাদীসে পাপকারীকে কাফের বলা হয়েছে তা-ই কবীরা গুনাহ্। যেমন– ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করে সে কাফের (হাদীস)। অন্য কোন হাদীসে হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে একমাত্র নামাযই ব্যবধান। যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে সে কাফের।

যে দুষ্কর্মকারীর জন্য শরীয়তে হদ্দ বা শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তাকে কবীরা গুনাহ্ বলে। যেমন– চুরি, ডাকাতি করা, মদ্যপান করা, ব্যাভিচার করা ইত্যাদি। সুষ্ঠু জ্ঞান মতে যে সকল কাজ উপরোক্ত কুকার্যাবলি হতে আরও মারাত্মক বা তদনুরূপ তাও কবীরা গুনাহ।

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা

কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাকেও অংশীদার করা জঘন্যতম অপরাধ। তা ইবাদতের মাধ্যমেই হোক বা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমেই হোক কিংবা জীবিকার আশায় অন্যের নিকট প্রার্থনা দ্বারাই হোক তা সবই আল্লাহর সাথে শরীক করা।

এরূপ কবীরা গুনাহ হতে তওবাহ করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা সূরা ফাতেহায়–

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

বাংলা উচ্চারণ ঃ ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তায়ীন। (হে আল্লাহ! আমরা শুধুমাত্র তোমারই উপাসনা করি– এবং শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি) বলে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা আবদুল আযীয (রা) বলেন– এই যুগে আমাদের মধ্যে রোগ মুক্তি ও জীবিকার জন্য

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনার ন্যায় শেরক করা পূজা হতেও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যে কাজ ইবাদতরূপে আল্লাহ বা তাঁর ঘর কাবার জন্য সুনির্দিষ্ট উক্ত কাজ অন্য কারো উদ্দেশ্যে সমাধা করা ইবাদতে শিরক। যেমন কোন পীর পয়গম্বরের নামে রোযা রাখা, কোন মানব দানব কিংবা কবরকে সেজদাহ করা, অথবা আল্লাহ নামের ন্যায় অন্য কারো নামের তাসবীহ পড়া কিংবা কাবা শরীফের ন্যায় অন্য ঘরের প্রদক্ষিণ বা তওয়াফ করা।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ

দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা বা অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা। যে শিরক করা হতে তওবাহর প্রতি ইশারা করা হয়েছে তার কারণ এই যে, আরবি ভাষার ব্যাকারণ অনুযায়ী مَفْعُوْلٌ (কর্ম) কে فِعْل (ক্রিয়ার) পূর্বে প্রয়োগ করলে কর্মকে নির্দিষ্ট করা বুঝায়। ফলে উক্ত আয়াতের অর্থ হবে আমরা শুধুমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য কামনা করি। সুতরাং যখন ইবাদত করা এবং সাহায্য কামনা করা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তখন অন্য কারো ইবাদত করা বা অন্য কারো কাছে সাহায্য কামনা করা কোন মতেই জায়য হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে উপরোক্ত বিষয়বস্তু শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য কেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে?

উত্তরে বলব– ইবাদত বন্দেগি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ সবাই অবগত। তবে সাহায্য প্রার্থনা নির্দিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে বুযর্গগণ বলেন– সাহায্য করা তিনটি গুণের উপরই নির্ভরশীল। এলম বা জ্ঞান, কুদরত তথা শক্তি এবং রহমত বা দয়া। যে ব্যক্তি অন্যের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অজ্ঞাত সে কী করে অভাবগ্রস্তের সাহায্য করবে? আবার যদি জ্ঞান থাকে কিন্তু শক্তি না থাকে তবে সেও সাহায্য করতে পারে না। জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী হওয়ার পরও যদি তাঁর মধ্যে দয়া না থাকে বরং নির্দয় হয় সে কখনও অন্যকে সাহায্য করতে সক্ষম হয় না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পক্ষান্তরে উল্লিখিত তিনটি গুণই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং তাঁর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান এবং সর্বাপেক্ষা দয়ালু। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শিরক এবং কবীরা গুনাহ। কোন কোন কবরপূজারী বলে থাকে যে আল্লাহ তাআলা তাঁর ওলিদের যখন জ্ঞান ও শক্তি দান করেছেন– তবে সাহায্যের জন্য তাঁদের দ্বারস্থ হওয়া জায়েয হবে না কেন?

তার উত্তর এই যে– যদি তোমরা তোমাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে চাও কুরআন, হাদীস কিংবা এজমায়ে উম্মতের কোন একটি হাদীস দলিল দ্বারা প্রমাণ কর যে, ওলীদের জ্ঞান সর্বযুগে, সর্বস্থায় এবং সর্ব বিষয়ে সমান। তাঁরা দুনিয়ার যাবতীয় অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং সর্ব বিষয়ে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন। এটি প্রমাণ করা যখন একেবারেই অসম্ভব। ফলে তাদের এই যুক্তিহীন দাবির প্রতি কর্ণপাত করা অনুচিত। আল্লাহ্ তাঁদের সুবুদ্ধি দান করুন এবং গোমরাহী হতে রক্ষা করুন– আমীন!

অন্যান্য কবীরা গুনাহ্

গণকের কথায় বিশ্বাস করা কবীরা গুনাহ্। তৎকালে আরব দেশে গায়েবী তথা ভবিষ্যৎ সংবাদদাতা ছিল। তাঁরা জিন সম্প্রদায়ের নিকট হতে কোন কোন কথা শুনে লোকদের সেই কথা বলে গোমরাহ করত। তাই ফকীহগণ তারকা দেখে ভবিষ্যত সংবাদদাতা, গণক ও যারা চিরুণি দেখে কিংবা হাত দেখে ভবিষ্যত সংবাদ বলে তাঁদের গণক বলেছেন। গণকের কথায় বিশ্বাস করা কুফরী। কেননা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই গায়েব বা ভবিষ্যতের সংবাদ জানেন। যারা ওই সমস্ত দ্বারা গায়েবের সংবাদ জানার দাবি করে তাঁরা পবিত্র কুরআন, হাদীস ও এজমায়ে উম্মতের রায় মোতাবেক মিথ্যা দাবিদার।

পয়গাম্বরগণ, কুরআন ও ফেরেশ্তাদের গালি দেওয়া, অবিশ্বাস করা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা এবং ধর্মের যে সকল বিষয় কুরআন, হাদীস ও এজমা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে– যেমন, হাশর, নশর, বেহেশত, দোযখ, মীযান, হিসাব কিতাব ইত্যাদিকে অবিশ্বাস এবং অস্বীকার করা কবীরা গুনাহ। নামায, রোযা,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাকাত, পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। অন্যায়ভাবে প্রাণী হত্যা করা কবীরা গুনাহ। তন্মধ্যে স্বীয় সন্তানাদি হত্যা করা জঘন্যতম পাপকর্ম।

চুরি ডাকাতি করা, ব্যাভিচারী করা, মাদক দ্রব্য সেবন করা, পুরুষে পুরুষে ব্যাভিচারি করা, লুটতরাজ করা, গনিমতের মাল আত্মাসাৎ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা শপথ করা, ইয়াতীমের মাল খাওয়া, সতীসাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া, পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, তাঁদের খেদমত না করা, তাঁদের কষ্ট দেওয়া, সুদ খাওয়া, আত্মীয়তার হক আদায় না করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করে ঘুষ গ্রহণ করা, মুহর্‌রম রমণীকে বিবাহ করা, কূটনামী করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করা কবীরা গুনাহ্।

তাছাড়া শাসনকর্তার নিকট কারো অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করা যেন শাসনকর্তা তাঁর প্রতি অবিচার করে, কাফেরের রাষ্ট্র যেখানে স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করা যায় না সেখান থেকে ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত না করা, কাফেরের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া, জুয়া খেলা যাদু টোনা ইত্যাদি করা কবীরা গুনাহ।

মাওলানা বলেন হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে– কবীরা গুনাহ্‌র সংখ্যা সত্তরেরও বেশি। সাউদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন– কবীরা গুনাহ্‌র সংখ্যা সাত শতাধিক। তবে তা নির্ণয়ের উত্তম পন্থা এই যে-যে সকল গুনাহ অকাট্য দলীল দ্বারা পাপ বলে সাব্যস্ত হয়েছে তা-ই কবীরা গুনাহ। তদপেক্ষা নিম্ন শ্রেণির গুনাহ হলে তা সগিরা গুনাহর পর্যায়ভুক্ত।

শায়েখ আবু তালেব মক্কী (রা) বলেন– আমি বিভিন্ন হাদীস হতে কবীরা গুনাহ্‌র সংখ্যা সতেরটি পেয়েছি। তন্মধ্যে তিনটি অন্তরের সাথে সম্পর্কীত: (১) শিরক করা, (২) আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত হতে নিরাশ হওয়া এবং (৩) গুনাহ হতে নির্ভয় হওয়া।

চারটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত: (১) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া (২) সতী সাধ্বী রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া (৩) মিথ্যা কসম খাওয়া এবং (৪) যাদু টোনা করা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনটি পেটের সাথে সম্পর্ক যুক্ত: (১) মদ্য পান করা, (২) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও (৩) সুদ খাওয়া।

দু'টি গুপ্তাঙ্গ সম্বন্ধীয়: (১) ব্যভিচার করা এবং (২) পুং মৈথুন করা।

দু'টি হাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত: (১) অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ও (২) চুরি করা। একটির সম্পর্ক পায়ের সাথে। যথা: ধর্মযুক্ত তথা জিহাদ হতে পলায়ন করা। তবে কাফেরের সংখ্যা দ্বিগুণ বা ততোধিক হলে তখন পলায়ন করায় কোন দোষ নেই। তদপেক্ষা কম হলে কবীরা গুনাহ হবে।

টীকাকার বলেন– শায়খ আবু তালেব মক্কী কবীরা গুনাহ্‌র যে সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন তা ঠিক নয়। কেননা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, গীবত করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা ইত্যাদি ইত্যাদি যে কবীরা গুনাহ– তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অথচ শায়খ আবু তালেব মক্কী (রা) তার উল্লেখ করেন নি। ফলে এর কোন মূল্যই নেই।

শরীয়তে নিষিদ্ধ বিষয়কে সগিরা গুনাহ বলে। তা কবীরা গুনাহ্‌র চেয়ে নিম্নস্তরের গুনাহ। সগিরা গুনাহকারীকে কুরআন ও হাদীস দ্বারা ভীষণ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয় নি বা তাঁকে কাফের বলা হয় নি। অথবা শরীয়তে সগিরা গুনাহ্‌কারীর জন্য হদ্দের ব্যবস্থাও করা হয় নি। শরীয়ত তাকে সাধারন পাপের পর্যায়ভুক্ত করেছে।

কবীরা গুনাহ্ পরিত্যাগ করতে সগিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকার পর প্রত্যেক মুরিদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে আরকানে ইসলামের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি যথা সময যথাযথভাবে আদায় করা এবং শরীয়তের অন্যান্য আদেশ-নিষেধ গুরুত্ব সহকারে পালন করা।

আরকানে ইসলাম মান্য করার পর মুরিদের কর্তব্য স্বীয় জীবিকার প্রতি খেয়াল রাখা। অর্থাৎ খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ করা এবং এই উদ্দেশ্যে লোকজনের সাথে আলাপ-আলোচনা, কথাবার্তা এবং মেলামেশার প্রতি খেয়াল রাখা। তদ্রূপ পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর হক, সন্তানাদির হক এবং দাস-দাসীর হক যথা-রীতি আদায় করতে হবে। ক্রয়-বিক্রয়, দান-খয়রাত ইত্যাদি কার্যাবলি বিনা দ্বিধায় সুন্নত অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এর পর কর্তব্য সকাল সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জিকির-আজকারের প্রতি মনোনিবেশ করা। তারপর স্বীয় চরিত্র সংশোধনে বিশেষ সচেষ্ট হবে। অর্থাৎ হিংসা, বিদ্বেষ, রিয়া, অহংকার, ধ্বংস করে দিবে।

কুরআন তেলাওয়াতে; পরকালের স্মরণে; এলমের মসলিসে জিকিরের মজমায়; মসজিদে এবং ইবাদত-বন্দেগিতে মগ্ন থাকবে। উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ আয়ত্বে আনার পর মুরিদের আন্তরিক জিকির-আজকার ও সর্বক্ষণ আল্লাহ্-পাকের সাথে দিল লাগিয়ে রাখার চেষ্টা এবং মারেফতের চক্ষু দ্বারা তাঁর দিকে তাকানোর সময় হয়।

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কায় আমি ইচ্ছা–পূর্বক উপরোক্ত বিষয়ের বহু কিছু পরিত্যাগ করেছি। যারা কুরআন হাদীস, ফেকাহ ও তাসাওউফের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছেন– যেমন রিয়াদুস সালেহীন ও আকায়েদ সম্পর্কীয় গ্রন্থাদি যেমন আকায়েদে আযদিয়া তাঁরা এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছেন। আর যাঁরা বর্ণিত গ্রন্থাদি পাঠে অসমর্থ তাঁরা কোন বুযুর্গ কিংবা অভিজ্ঞ আলেমের নিকট হতে শিখে নিবেন।

মাওলানা আবদুল আযীয (রা) বলেন– বুযুর্গ গ্রন্থকার যা কিছু পরিত্যাগ করেছেন– আমি অতি সংক্ষেপে তা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করব।

ঈমানের শাখাসমূহ

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– ঈমানের শাখা সত্তরেরও বেশি। কাজেই প্রত্যেক মুরিদের কর্তব্য সেই সমস্ত শাখার আহকামগুলি যথারীতি আন্তরিকতার সাথে প্রতিপালন করা। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হলো–

আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা; আল্লাহ ব্যতীত যাবতীয় কিছুকে নশ্বর জ্ঞান করা; ফেরেশ্‌তা, আসমানী কিতাব, প্রেরিত রাসূলদের উপর ঈমান আনয়ন করা। তকদীর ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ্‌র সাথে মহব্বত রাখা, শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানার্থেই অন্যের সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা পোষণ করা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে মহব্বত করা এবং তাঁর প্রতি সম্মান দেখানো। হুজুর সাল্লাল্লাহু

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করাও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে পরিগণিত।

সুন্নতের আনুগত্য করা; সমস্ত ইবাদত বন্দেগি একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হওয়া, রিয়া ও মুনাফেকি পরিত্যাগ করা। আল্লাহ্‌কে ভয় করা, তাঁর রহমত হতে নিরাশ না হওয়া, গুনাহ হতে তওবাহ করতে থাকা, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের শোকর আদায় করা, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা, রিপুর তাড়না হতে বাঁচিয়া থাকা, বিপদে ধৈর্য ধরা, আল্লাহ্‌র বিধানে রাজি থাকা, নিজকে ছোট জ্ঞান করা, বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করা, অহংকার ও গর্ব-পরিত্যাগ করা, হিংসা বিদ্বেষ না করা, ক্রোধ সংবরণ করা এটিও বিনয়ের অন্তর্গত।

মহান আল্লাহর একত্বের প্রমাণস্বরূপ সবসময় কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা। প্রত্যহ কুরআনের কমপক্ষে পাঁচশত আয়াত তেলওয়াত করা। তা অপেক্ষা বেশি তেলওয়াত করা আরও বেশি সওয়াবের কাজ। এলেম দ্বীন শিক্ষা দেয়া এবং সর্বক্ষণ জিকির-আজকারে লিপ্ত থাকা। জাহেরী ও বাতেনী পাপ কাজ করা হতে বিরত থাকা। যেমন হিজরত করা।

শপথ রক্ষা করা! শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারা প্রদান করা। মান্নত পূর্ণ করা। চরিত্র রক্ষা করার জন্য বিবাহ করা। সন্তানদির হক আদায় করা, পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। সন্তানাদিকে দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া; ভ্রাতৃত্বের হক আদায় করা, দাস-দাসীদের মালিকের অনুগত থাকা, মালিকের দাস-দাসীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া। ন্যায় বিচারের সাথে রাষ্ট্রের অনুগত থাকা। মুসলমানদের সাথে একতা বজায় রাখা। শরীয়ত বিরোধী না হলো মুসলিম বিচারকের বাধ্যগত থাকা।

স্বীয় চরিত্র সংশোধন করা, জিহাদ হতে পলাতক ও খারেজীদেরকে নিহত করা। এ কাজ চরিত্র সশোধনের মধ্যে পরিগণিত! সৎকাজে আদেশ এবং অন্যায় হতে বিরত রাখা, শরীয়তের হদ্দ চালু রাখা। জিহাদের শর্ত পাওয়া গেলে জিহাদে অংশ গ্রহণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা রক্ষা করাও জিহাদে পরিগণিত। আমানত রক্ষা করা। জমির খাজনা আদায় করাও আমানতের মধ্যে গণ্য। ঋণ পরিশোধ করা, প্রতিবেশীর সাথে ন্যায় ও সদ্ব্যবহার করা। অন্যের পাওনা যথা শীঘ্র আদায় করা এবং নিজের পাওনা আদায়ে কঠোর না হওয়া।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হালাল উপার্জন করা, সঞ্চয় করা এবং ব্যয় করা। এটি সদ্ব্যবহারের মধ্যে পরিগণিত। শরীয়ত বিরোধী ব্যয় পরিত্যাগ করা, সালামের জওয়াব দেওয়া। কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা। নিজের কাজ দ্বারা অন্যকে কষ্ট না দেওয়া। খেলাধুলা না করা, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা হতে সরে দেওয়া।

শায়খ জালাল উদ্দীন সুয়ুতী (রা) তাঁর রচিত নেকআতুল উলুমে' ঈমানের শাখাসমূহ বর্ণনা করেছেন।

মোরাকাবা কুরআন শরীফ দ্বারা প্রমাণিত

সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকুতে আছে–

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ـ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الاية *

অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও জমীনের সৃষ্টি কৌশলে এবং দিন রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য (আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের) নিদর্শন সমূহ বিদ্যমান আছে। তাঁরা ঐসকল লোক, যাঁহারা দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা (মোরাকাবা) করে।

খোদা তায়ালা নিরাকার এবং নিরাকারের চিন্তা করতে গেলেই শয়তান অন্তরে অন্যান্য রূপের ওয়াসওয়াসা ও খাতেরা প্রেরণ করে মোরাকাবার সাধনা নষ্ট করে দেয়। সেইজন্য আওলিয়াগণ স্থির করেছেন যে মোরাকাবাতে একাগ্রতা (Concenration of mind) হাসেল করিবার জন্য প্রথম আকারের চিন্তা করার দরকার। তাই নকশবন্দিয়া তরীকা মতে আল্লাহ শব্দ লিখিয়া এর উপর দৃষ্টি জমাইয়া, কিংবা আল্লাহ শব্দ চিন্তার বলে কলবের উপর (হৃদয়পটে) অঙ্কিত করে নিয়ে এরই ধ্যান করার নিয়ম আছে। কিন্তু অন্যান্য তরীকে একটা বরযখের (মধ্যবর্তী) সুরতে ধ্যান করার নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বরযখ শব্দের অর্থ আড়াল; যথা-কাঁচের লণ্ঠনের ভিতর বাতি জ্বলিতে থাকে, এর আলো কাচের স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া বাহির হয়ে বাহিরের স্থান আলোকিত করে, কিন্তু বাতির শিখা ধরিতে হলে কাচ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ না করলে শিখা ধরা যেতে পারে না। অতএব এস্থলে লণ্ঠনের কাঁচের আবরণটা বরযখ। সেই প্রকার সূর্যের আলো সাত প্রকার রঙের মিশ্রণ। সেই সাত রঙের পরীক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা আমরা নির্ণয় করতে পারি যে, সূর্য কি কি ধাতু বা বস্তু দ্বারা নির্মিত, কিন্তু সূর্যের আলো সাত রঙে পৃথক (Analyse) করে দেখিতে হলে একটা বিশ্লেষণ যন্ত্রের দরকার। সে যন্ত্রকে ইংরেজীতে প্রিজম (Prism) বলা হয়। এটি মাত্র একটা ত্রিভুজাকার কাঁচখণ্ড, যাহা ঝাড়ফানুসের অলঙ্কারস্বরূপ ঝুলিতে থাকে ও যার কলম বলা হয়ে থাকে। সূর্যের আলোর একটি কিরণ বা রশ্মি প্রিজমের স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া ফাঁকা হয়ে প্রিজমের অপর দিকে সাত রঙে রঞ্জিত আলো পড়ে। সৃষ্ট ধাতু সকলকে আগুনে পুড়িলে এক এক বস্তু বা ধাতু এক এক রঙ ধারণ করে কিংবা এর প্রজ্বলিত শিখা এক এক রঙের হয়ে থাকে। এই প্রকার রঙের পরীক্ষা দ্বারা সূর্যের আলো রঙের সাথে প্রজ্বলিত ধাতু বা বস্তুর রঙের পরীক্ষা দ্বারা সূর্যের আলো রঙের সাথে প্রজ্বলিত ধাতু বা বস্তুর রঙের মিল করে সূর্য কি কি ধাতু বা বস্তু দ্বারা নির্মিত তা নির্ণয় করা হয়েছে। এই স্থলে বহু দূরস্থ সূর্যের সৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা প্রিজম। অতএব এই প্রিজমকে বরযখ বলা যেতে পারে।

নিরঞ্জন নিরাকার আল্লাহ তায়ালার যাত ও সেফাতের মাযহার (আবির্ভাব) তাঁর সৃষ্টি। অতএব তাঁর তত্ত্বাজ্ঞান লাভ করতে হলে তাঁর প্রিজমস্বরূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া করতে হবে। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রধান সৃষ্টি মানব। অতএব খোদা তায়ালাকে চেনার জন্য মানুষই প্রধান প্রিজম বা বরযখ।

মানুষের মধ্যে আমাদের রসূলে আকরম আহমদ মোজতবা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রধান ও সর্বশেষ্ঠ। তাই তিনি বরযখে কোবরা এবং তাঁর নায়েব পীর ও মোরশেদগণ বরযখে সোগরা। এই কারণে তরীকতের মোজতাহেদ বুজুর্গগণ পীর ও মোরশেদের বরযখ ধরাকে খোদাপ্রাপ্তির প্রধান উপায় নির্ধারণ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পীরের বরযখ ধরার নিয়ম এই যে, সদা-সর্বদা বিশেষত মোরাকাবার শোগল আযকার মধ্যে পীরের সুরত ধ্যান করতে থাকবে এবং তাঁহাকে সর্বগুণে গুণান্বিত জ্ঞানে অতি ভক্তি ও সম্মানের সাথে মনে স্থান দিবে। এইভাবে-সদা-সর্বদা পীরের সুরত ধ্যান করে পীরের প্রতি ভালবাসা ও প্রেম জন্মে এবং পীরের সুরত হৃদয়ের ভিতর দৃঢ়ভাবে বসিয়া যায়। তা হলে মোরাকাবার ভিতর সুরত ভুল হয় না। মোরাকাবার ভিতর পীরের সুরত ধ্যান করতে করতে মোরাকাবার সপ্তম মোকাম মোহযাতুল কলবে পৌঁছিলে "ফানা-ফিশ-শেখ" হবে। ফানা ফিশ শেখ হতে পারিলে পীরের সাহায্যে আধ্যাত্মিকভাবে রাসূলের সুরতও ধরিতে পারিবে এবং রাসূলের সুরতকে বরযখ ধরিয়া মোরাকাবা করলে "ফনা ফির-রাসূল" হাসেল হবে। উপরিউক্ত দুই স্তর অতিক্রম না করে ফানা-ফিল্লাহ হাসেল হওয়া অসম্ভব।

মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ ওয়ার কারণ

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة *

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে– হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ষাট বৎসর নফল ইবাদতের চেয়ে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্বন্ধে এক ঘণ্টা মোরাকাবা বা গভীর চিন্তা করা উত্তম।

তাফসীরে রূহুল মায়ানীতে আবু হোরায়রা (রা) হতে অন্য এক হাদীস বর্ণিত আছে–

بينما رجل مستلق ينظر الى النجوم والى السماء فقال والله انى اعلم ان لك ربا وخالقا اللهم اغفر فنظر الله تعالى له فغفرله *

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করতেছেন যে, এক ব্যক্তি শায়িত অবস্থায় আকাশ ও নক্ষত্রের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিকে মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করে বলিল, আল্লাহর কসম আমি জানি, তোমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। এতে ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে ভক্তিভাবের উদয় হওয়াতে সে আল্লাহ তায়ালার সমীপে প্রার্থনা করিল– "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর"। এতে আল্লাহ তায়ালা তার উপর প্রসন্ন হয়ে তাহাকে ক্ষমা করলেন।

কাদেরিয়া তরীকার অজীফা

হজরত আবদুল কাদের জিলানী (রা) প্রবর্তিত এবং কাদেরিয়া তরিকার মাশায়েখ কর্তৃক বর্ণিত আশ্‌গাল এই অধ্যায়ে বর্ণিত হবে। হজরত গাওসে আযম গুনিয়াতুত্তালেবীন এবং ফতহুল গায়ব নামক কিতাবে কাদেরিয়া তরিকার মূল বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করেছেন।

ফজরের নামাযের বাদ নিম্ন দরূদ শরীফ একশত বার পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন সাইয়্যেদিল মোরছালিনা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈনা বেআদাদি কুল্লি মা'লুমিল লাকা।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলায় হযরত নবী করীম

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কলব মোবারক হতে মহব্বাত ও নূরের ফায়েজ আমার কলবে আসে, তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত আমার নছিব হয়।

কাদেরিয়া তরীকার লতিফাসমূহ

কলব ঃ বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নীচে। রূহ-ডান স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচে। ছের -বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী উপরে (বক্ষের দিকে ঝুকান)। খফি-কপালের মধ্যভাগে ছেজদার স্থানে। আখফা– মাথার তালুতে নরম স্থানে। নফস-নাভিস্থলে।

ছাওয়াব রেসানীর নিয়ম

নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া বিসমিল্লাহসহ তিনবার সূরা ফাতেহা, দশবার সূরা এখলাছ ও এগারবার দরূদ শরীফ পড়িয়া সওয়াব রেসানী করবে। সওয়াব রেসানী করতে মোনাজাতে বলিবে– ইয়া আল্লাহ! আমি যাহা পড়িলাম, তার সওয়াব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আল-আছহাব ও সকল ওলি আউলিয়াদের রূহ মোবারকে পৌঁছে দিন। খাছ করে হযরত বড় পীর সাহেব ও তার তরীকার ওলি আওলাদগণের রূহের পৌঁছে দিন। তাঁহাদের অসীলায় আল্লাহ পাকের মহব্বত ও নূর মালুম হউক।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার নিকট মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক এক জরবী যিক্‌রের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এক জরবী যিক্‌রের নিয়ম

চিশতিয়া তরীকার উল্লিখিত নিয়মানুসারে সওয়াব রেসানী করে নিম্নরূপ যিক্‌র করবে। 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠাইয়া। মুখ হতে 'হু' শব্দ ছাড়বে বা শ্বাসের সাথে বাহির করবে। এইরূপ যথারীতি ফজর ও মাগরেবের বাদ এক ঘণ্টা যিক্‌র করবে। ওজরে না পারিলে অন্ততঃ অর্ধ ঘণ্টা যিক্‌র করবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই দুই সময় ব্যতীত যদি অন্যান্য সময়ে যিক্‌র করতে পার, তবে উক্ত নিয়মে দোয়া দরূদ পড়িয়া করবে ও খেয়াল রাখিবে যেন সমস্ত লতীফা হতে যিক্‌র বহির্গত হতেছে। যিক্‌র করতে করতে যখন লতীফার নূর প্রকাশ হবে অথবা যিক্‌রের সময় মহাব্বত মালুম হবে, তখন দুই জরবী জেকরে বসিবে

দুই জরবী যিক্‌র

উক্তরূপ সওয়াব রেসানী করতঃ নামাযের বৈঠকের অনুরূপ বসবে। 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠিয়ে প্রথমবার 'হু' শব্দ কলবে সজোরে ছাড়বে। দ্বিতীয় বার দেল ও গলা হতে 'আল্লাহ' শব্দ উঠাইয়া "হু" শব্দ সজোরে ডান রানের দিকে ছাড়বে।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলা হয়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক দুই জরবী যিক্‌রের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই জেকেরে আসন পাতিয়া (চারিজানু) বসিয়া উক্তরূপ দোয়া দরূদ পড়িয়া সওয়াব রেসানী করতঃ নিয়তে 'দুই জরবী' স্থলে 'তিন জরবী' যিক্‌রের ফায়েজ আসুক বলবে।

দেল ও গলা হতে 'আল্লাহ' শব্দ উঠাইয়া 'হু' শব্দ ডান রানে ছাড়বে। দ্বিতীয় বার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ বাম রানে ছাড়বে। তৃতীয় বার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ কলবে ছাড়বে। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় বার হতে তৃতীয় বার কিঞ্চিৎ উচ্চরবে হওয়া চাই। প্রকাশ থাকে যে, সকল লতিফার দিকেই খেয়ার রাখিবে।

উক্তরূপ দোয়া দরূদ পাঠ করে সওয়াব রেসানী করতঃ তিন জরবীর স্থলে চারি জরবীর নিয়ত করবে।

চারিজানু বসিয়া 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ প্রথমবার ডানে রানে ছাড়বে। দ্বিতীয়বার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠিয়ে 'হু' শব্দ বাম রানে ছাড়বে। তৃতীয়বার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠিয়ে 'হু' শব্দ সম্মুখের দিকে ছাড়বে। চতুর্থবার 'আল্লাহ' শব্দ দেল ও গলা হতে উঠাইয়া 'হু' শব্দ সম্মুখের দিকে ছাড়বে। কিন্তু ১ম, ২য়, ও ৩য় বারের চেয়ে চতুর্থবারে কিছু জোরে হওয়া প্রয়োজন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশ থাকে যে, পীর সাহেব সাক্ষাতে না থাকলে অসীলা আবশ্যক করে না। কিন্তু যদি যিক্‌র আলস্য হয় ও মহব্বত কম মালুম হয় তবে পীরের অসীলা দিলে সহজে মহব্বত মালুম হয়ে থাকে। সেই জন্য পীরের অসীলা দেওয়া ভাল।

হযরত পীর সাহেব কেবলা বলেছেন যে, মোজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া ও কাদেরিয়া সকল তরীকায় অসীলা দেওয়ার একই নিয়ম।

নফি এছবাত করিবার কায়দা

কেবলামুখী হয়ে নামাযের ন্যায় বসে চক্ষু বন্ধ করতঃ 'লা' শব্দ নাভিমূল হতে উঠাইয়া ডান স্কন্ধ পর্যন্ত নিয়া তথা হতে 'ইলাহা' শব্দ মস্তক (আখফা) পর্যন্ত পৌঁছাইবে, তথা হতে ইল্লাল্লাহ শব্দ (খফি ও ছেরের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে সজোরে কলবে ছাড়বে ও এইরূপ মনে করবে যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত প্রেমাস্পদ আর কেহই নেই। মধ্যম শ্রেণীর তরীকতপন্থী মনে করবে যে আল্লাহ ব্যতীত আর কিছু চাইনা। উচ্চ তরীকতপন্থী মনে করবে যে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কিছুই নেই অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই নেই।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত অনুযায়ী নফি ও এছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

রহমতের ফায়েজ

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব মোতাওয়াজ্জেহ আছে আল্লাহ তায়ালার আরশে মোআল্লাহর তরফ। আরশে মোআল্লাহর তরফ হতে 'ইয়া আল্লাহু' 'ইয়া রাহমানু' 'ইয়া রাহিমু' 'ইয়া হাইউ' 'ইয়া কাইউমু' এই নাম সমূহের রহমতের ফায়েজ কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক আমার কলবে আসে।

নামাযের বৈঠকের ন্যায় মোরাকাবায় বসিয়া দেলে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাদেরিয়া তরীকার দশ মোকামের মোরাকাবা

১। কলবে তওবার মোরাকাবা ২। রূহতে এনাবাতের মোরাকাবা ৩। ছেরে জোহদের মোরাকাবা ৪। খফিতে আরার মোরাকাবা ৫। আখফা শোকরের মোরাকাবা ৬। নফছে তাওয়াক্কুলের মোরাকাবা ৭। আতশে তাসলিমের মোরাকাবা ৮। বাদে সবরের মোরাকাবা ৯। আবে কানাআতের মোরাকাবা ১০। খাকে রেদার মোরাকাবা।

১। তওবার মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি, আমার কলব আরশে মোআল্লার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে, আরশে মোআল্লা হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। হযরত আদম আলাইহিচ্ছালামের যেরূপ তওবা নছিব হয়েছিল আমার সেইরূপ তওবা নছিব হয়।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ *

এই আয়াতের মতলবের দিকে খেয়াল করবে, যেরূপ মোজাদ্দেদিয়া তরীকার মধ্যে লিখিত আছে। এই মোরাকাবার কবলে নিম্নে স্বরে আল্লাহু যিক্‌র করবে ও গুনাহ সমূহ মনে করতে থাকবে এবং ভীত হয়ে আল্লাহর নিকট কাঁদবে। এই ফায়েজে আল্লাহর রহম হলে হযরত আদম আলাইহিস সালামের সাথে মোলাকাত হতে পারে।

২। মোকামে এনাবাতের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি রূহের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমরা রূহ আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে, আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক এনাবাতের ফায়েজ আমার রূহে আসে।

রূহ মোকামে আস্তে আস্তে 'আল্লাহ' যিক্‌র করবে। এই মোরাকাবা করতে করতে আল্লাহ তায়ালার প্রতি সর্বদা খেয়াল থাকার শক্তি জন্মিবে। যদি কখনও আল্লাহর স্মরণ করতে ভূল হয় কিংবা আলস্য হয়, তবে পুনঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তওবা করে আল্লাহর ইয়াদে মনোযোগ দিবে। যদি সর্বদা আল্লাহর স্মরণ থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালার শোকর করবে। এই ফায়েজে হযরত আদম (আ) ও হযরত নূহ (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভবনা আছে।

৩। মোকামে জোহ্‌দের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার ছেরের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ছের আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক জোহাদের ফায়েজ আমার ছেরে আসে।

এই মোরাকাবায়ও ঐরূপ নিম্ন স্বরে 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' যিক্‌র করবে। এতে বসিতে বসিতে আবশ্যকীয় জিনিস ব্যতীত অতিরিক্ত কাজ ও দ্রব্যের প্রতিলিপ্সা থাকবে না। খাছ করে গুনাহের কাজ হতে দেল ফিরাইয়া রাখার ক্ষমতা জন্মিবে।

৪। মোকামে অরার মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার খফির দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার খফি আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক অরার ফায়েজ আমার খফিতে আসে।

এই মোরাকাবায় খফি মোকামে আস্তে আস্তে 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' যিক্‌র করবে। এই মোরাকাবা করতে করতে সন্দেহমূলক কাজ ও খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি হতে পরহেজ থাকিবার ক্ষমতা জন্মিবে ও আল্লাহর আদেশ প্রতিপালনের শক্তি জন্মিবে। এই মোরাকাবার মধ্যে হযরত ঈসা (আ) এর সাক্ষাত নছিব হতে পারে।

৫। মোকামে শোকরের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ উক্তরূপ নিয়ত করবে। কিন্তু 'খফি' স্থানে 'আখফা' ও 'অরা' স্থানে শোকর বলিতে হবে।

এই মোরাকাবায়ও আখফা মোকামে আস্তে আস্তে আল্লাহু যিক্‌র করবে। এই মোরাকাবা করতে করতে আল্লাহর তায়ালার দানসমূহের উপকারিতা স্বীকার করার ক্ষমতা জন্মিবে ও আল্লাহ তায়ালাকে মেহেরবান জেনে তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতি ভক্তি দৃঢ় হতে থাকবে ও মহব্বত জন্মিবে। এই মোরাকাবায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দর্শন লাভ হতে পারে।

৬। মোকামে তাওয়াক্কুলের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ উক্তরূপ। শুধু'আখফা' স্থানে 'নফছ' ও 'শোকর' স্থানে 'তাওয়াক্কুল' বলিতে হবে। এই মোরাকাবায় নফছে আস্তে আস্তে 'আল্লাহ' যিক্‌র করবে। এই মোরাকাবায় বসিতে বসিতে যাবতীয় কাজ আল্লাহ তায়ালা উপর ন্যাস্ত করে স্থির চিত্তে থাকিবার ক্ষমতা ও আল্লাহর প্রতি মহব্বত জন্মিবে। এতে হযরত আদম (আ) এর সাক্ষাৎ নছীব হতে পারে।

৭। মোকামে তছলিমের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার লতীফায়ে আতশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার লতীফায়ে আতশ আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক তছলিমের ফায়েজ আমার আতশ লতীফায় আসে।

এই মোরাকাবায় হযরত বড় পীর সাহেবের আতশের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে বলিলেও হবে।

এই মোরাকাবায়ও নিম্ন স্বরে আতশ লতীফায় 'আল্লাহু' যিক্‌র করবে। এই মেরাকাবায় বসিতে বসিতে আল্লাহ তায়ালার আদেশ নিষেধ বিনা আপত্তিতে পালন করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। যাবতীয় ভাল মন্দ যাহা কিছু নিজের উপর আসিবে, তা আল্লাহর উপর সমর্পণ করতঃ মানিতে সক্ষম হবে। এই মোরাকাবায় হযরত ইব্রাহীম (আ) ও হযরত ওমর (রা) এর সাক্ষাৎ নছীব হতে পারে।

৮। মোকামে ছবরের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার লতীফায়ে 'বাদের' দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার 'বাদ' আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক ছবর মোকামের ফায়েজ আমার 'বাদে' আসে। এতে নছিব হলে হযরত আইউব আলাইহিচ্ছালামের সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৯। মোকামে কানাআতের মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করবে। কিন্তু 'বাদ' স্থলে 'আব' ও 'সবর' স্থলে 'কানাআত' বলিতে হবে এবং লতীফায়ে আবে আস্তে আস্তে 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' যিক্‌র করবে।

এই মোরাকাবায় বসিতে বসিতে অল্পে সন্তোষ লাভ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। ভবিষ্যতে বহু ধন-দৌলতের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে না। নসিব হলে হযরত মূসা (আ) ও হযরত ওমর (রা) এর সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে।

১০। মোকামে রেদার মোরাকাবা

নিয়ত ঃ উক্তরূপ। কিন্তু 'আব' স্থলে 'খাক' ও 'কানাআত' স্থলে 'রেদা' বলিবে। এই মোরাকাবায় ঐরূপ আস্তে আস্তে 'আল্লাহু' যিক্‌র করবে। মোরাকাবায় বসিয়া আল্লাহ তায়ালার নিকট বলিতে থাকবে, "হে আল্লাহ! আমাকে অদৃষ্টের প্রতি রাজী থাকিতে ক্ষমতা দান কর।" এতে যাবতীয় আদেশ আল্লাহর তরফের বলে মান্য করার ক্ষমতা জন্মিবে। এই মোরাকাবায় হযরত ইদ্রিস (আ) এর সাক্ষাৎ লাভ হওয়ার আশা আছে।

উপরিউক্ত মোরাকাবাসমূহের নিয়তে 'বড় পীর সাহেবের অসীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে' এইরূপও বলিতে পারে। যেমন আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলায় আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। এইরূপ রূহ, সের খফি, আখফা, নফস, আব, আতশ, খাক, বাদ ইত্যাদি নিয়ত করবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাকিকাতের সুলতানান্নাছিরার মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক হাকিকতে সুলতানান্নাছিরার ফায়েজ আমার কলবে আছে।

এই মোরাকাবায় হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ নছিব হতে পারে।

হাকিকাতে মাকামে মাহমুদার মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর সাহেবের কলবের অসীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক হাকিকতে মাকামে মাহমুদার ফায়েজ আমার কলব লতীফায় আসে।

খাছ তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত বড় পীর সাহেবের কলবের অসীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক হাকিকতে খাছ তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবার মধ্যে হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কালেমার খফি নফি এছবাত

জলি যিক্‌রের পূর্বে যে নিয়মে নফি-এছবাতের কায়দা লিখা হয়েছে তদ্রূপ করবে। কিন্তু নিজে শুনিতে পায় মাত্র এরূপ শব্দ করবে এই যিক্‌র অন্ততঃ ১ ঘণ্টা বা অর্ধ ঘণ্টা করবে।

কাদেরিয়া তরিকার খফি যিক্‌র

اَللّٰهُ سَمِيْعٌ ـ اَللّٰهُ بَصِيْرٌ ـ اَللّٰهُ عَلِيْمٌ ـ اَللّٰهُ قَدِيْرٌ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহ ছামিউন, আল্লাহু বাছিরুন, আল্লাহ আলিমুন, আল্লাহু কাদিরুন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যিক্‌রের তরতীব

নামাযের ন্যায় বসিয়া "আল্লাহু ছামিউন" এই কালাম অন্তরে চিন্তা করে নাভি হতে ছিনা পর্যন্ত; পুনঃ "আল্লাহু বাছিরুন' অন্তরে বলে ছিনা হতে মাথা পর্যন্ত; পুনঃ "আল্লাহু আলিমুন" মাথা হতে আসমানের কিনারা পর্যন্ত "আল্লাহ কাদিরুন" আসমানের কিনারা হতে আরশ পর্যন্ত খেয়ালের সাথে টেনে নিবে। পুনঃ "আল্লাহ কাদিরুন" বলে আরশ হতে আসমানের কিনারা পর্যন্ত, তথা হতে "আল্লাহু আলিমুন" খেয়ালের সাথে মস্তিষ্কে আনবে, মাথা হতে "আল্লাহ বাছিরুন" টেনে ছিনা পর্যন্ত তথা হতে "আল্লাহু ছামিউন" টেনে নাভিমূল পর্যন্ত আনবে। উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী এই যিক্‌র করতে হয় বলে ইহাকে দাওরে কাদেরী বলা হয়। এইরূপ অন্ততঃপক্ষে ১ ঘণ্টা বা অর্ধ ঘণ্টা করবে।

উক্ত যিক্‌রের উরূজ ও নুঝুল দ্বারা দেল ছাপ হয়ে থাকে এবং আম্বিয়া আলাইহিমুচ্ছালামদের রূহ ও ফেরেশতাদের সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে। এমন কি বেহেশত ও দোজখের ছায়ের হতে পারে। এটি ব্যতীত যে সকল অবস্থা দৃষ্ট হবে তা পীর হতে জানিয়া লইবে।

কাদেরিয়া তরীকার পাছ আনফাছ

শ্বাস ছাড়িবার সঙ্গে "লা ইলাহা" ও শ্বাস টানিবার সঙ্গে সঙ্গে "ইল্লাল্লাহ" খেয়াল সহকারে শ্বাস প্রশ্বাস করবে। কিন্তু মুখে কিছু বলিতে হবে না। ইহাকে পাছ-আনফাছ বলে।

এই পাছ-আনফাছ দ্বারা দেলের কুচিন্তা ও বাজে খেয়াল দূর হয়ে থাকে। উক্ত যিক্‌র সমূহ করতে করতে যখন আছর বা নূর প্রকাশ হবে, তখন পীর সাহেব অন্যান্য মোরাকাবা করতে হুকুম দিবেন।

যিক্‌রে আছর হলো কিনা, কিরূপে বুঝিবে?

যখন আল্লাহর প্রতি বিশেষ মোহাব্বত হবে, আল্লাহ তায়ালার আদেশ পালনের জন্য দেল অগ্রবর্তী হবে ও দুনিয়ার বাজে কাজ ও বাজে কথা বলিতে বিরক্তি বোধ হবে ও চুপ থাকিতে বিশেষ শান্তি বোধ করবে, তখনই বুঝিবে যে, যিক্‌র আছর হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোরাকাবা কাহাকে বলে?

আল্লাহ তায়ালার নাম ও কালাম মুখে উচ্চারণ করতঃ কিংবা দেলের খেয়াল দ্বারা উক্ত বিষয়ের মর্ম অবগতির আশায় এমনভাবে ডুবিয়া যাওয়া, যাতে ঐ কালাম ও নামের মর্ম ব্যতীত অন্য কিছু দেলের মধ্যে না আসে, তার নাম মোরাকাবা।

আল্লাহ তায়ালার হুজুরী ও মাইআতের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওাজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক "আল্লাহু হাজেরী" "আল্লাহু নাজেরী" "আল্লাহু শাহেদী" "আল্লাহু মায়ী" এই মজমুনের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

মোরাকাবার মধ্যে উক্ত কালাম সমূহ মুখে বলিতে কিংবা অন্তরে খেয়াল করতে পারে কিন্তু এর মতলবের প্রতি খেয়াল জমাইতে হবে।

মাইআতের মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওাজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক "ওয়া হুয়া মাআকুম আইনামা কুঁনতুম" এই আয়াতের মজমুনের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

এই মোরাকাবায় وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ এই আয়াতের অর্থের দিকে খেয়াল রাখিবে। আয়াতের মতলব এই আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা যখন যে অবস্থায় থাক, আমি তোমাদের সাথে আছি। অতএব এই মোরাকাবায় বসিয়া মনে করতে থাকবে যে, আল্লাহ তায়ালা শয়নে, চলনে, ফিরনে, নির্জনে ও সভায় সকল অবস্থাতে আমাদের সঙ্গে আছেন। সাবধান! আল্লাহ কেমন ভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন, হাজের আছেন ও সকলকে দেখেন তার অনুসন্ধান করবে না। যেহেতু আল্লাহ বেচুঁবে মানান্দ। তাঁর কুদরতের দ্বারা ঐ সকল কার্য সম্পাদন করেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাদেরিয়া তরীকার আয়াতে মোরাকাবা

* اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আইনামা তুওয়াল্লু ফাছম্মা ওয়াজহুল্লাহ।

অর্থাৎ, "যে দিকে তাকাও সেই দিকেই আল্লাহ তায়ালার প্রমাণ পাবে।"

নিয়ত ঃ আমি মোতাওয়াজ্জেহ আছি আমার কলবের দিকে। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে কাদেরিয়া তারীকার নেসবত মোতাবেক আইনামা তুওয়াল্লু ফাছাম্মা ওয়াজহুল্লাহ এই আয়াতের মর্মের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

* اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

উচ্চারণ ঃ আলাম ইয়ালাম বিয়ান্নাল্লাহা ইয়ারা।

অর্থাৎ -আল্লাহ বলেছেন সে (মানুষ) কি জানে না যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকলকে দেখিতেছেন।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেবের কলবের অসীলা হইয়া আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে উক্ত আয়াতের মর্মের ফায়েজ কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক আমার কলবে আসে।

* نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

ভাবার্থ ঃ আল্লাহ বলেছেন, "আমি মানুষের ঘাড়ের শাহরগ হতে সন্নিকটে আছি।"

উক্তরূপ নিয়ত করবে। আয়াতের উল্লেখ করত ঃ তার মর্ম অনুধাবন করতে থাকবে।

* اَللّٰهُ بِكُلِّ شَيْئٍ مُّحِيْطٌ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু বেকুল্লে শাইয়িম মুহিৎ।

ভাবার্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় দ্রব্যকে বেষ্টন করে আছেন। (কুদরত দ্বারা)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উক্তরূপ নিয়ত করবে। আয়াতের উল্লেখ করতঃ তার মর্ম অনুধাবন করতে থাকবে।

اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ سَیَهْدِیْنِ *

উচ্চারণ ঃ ইন্না মায়িয়া রাব্বি ছাইয়াহদীন।

ভাবার্থ ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে আছেন। তিনি আমাদিগকে অতি শীঘ্রই হোদায়াত করবেন।

উক্তরূপ নিয়ত করবে। মাত্র আয়াত পরিবর্তন করে পড়বে।

هُوَالْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ *

উচ্চারণ ঃ হুয়াল আউয়ালু, ওয়াল আখেরু, ওয়াজ্জাহেরু, ওয়ালবাতেন।

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা প্রথম হতেই আছেন, সর্বশেষেও থাকবেন। তার সৃষ্ট জিনিস দর্শন দ্বারাই অনুভব হয় যে, তিনি প্রকাশ্য এবং আল্লাহ তায়ালার জাত হিসাবে তিনি অপ্রকাশ্য।

উক্তরূপ নিয়ত করবে। কেবল আয়াত পরিবর্তন করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তায়ালার দিকে মনোনিবেশ হওয়ার জন্য এই মোরাকাবা বিশেষ ফলপ্রদ।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

উচ্চারণ ঃ কুল্লুমান আলা ইহা ফানেও ওয়াইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা জুল জালালে ওয়াল ইকরাম।

ভাবার্থ ঃ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বিনষ্ট হবে। কিন্তু মহিমান্বিত গৌরবান্বিত জগত প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাই চিরস্থায়ী থাকবেন।

নিয়ত একই প্রকার। তবে উক্ত আয়াতের মর্মের দিকে লক্ষ্য করতঃ এইরূপ ধ্যান করবে যেন নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে ভস্মে পরিণত হয়েছে ও উক্ত ভস্ম বায়ু কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়াছে, আকাশমণ্ডল খণ্ড বিখণ্ড হয়েছে এবং আল্লাহ তায়ালাকে নিত্য অস্তিত্বশীল ধারণা করবে। অনেকক্ষণ এইরূপ ধ্যানে মনোনিবেশ করবে। এতে আত্মবিস্মৃতি ও ফানা লাভ হবে। কওলুল জামিল কেতাবে এইরূপ আছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ ـ اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدٍ *

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল মাওতাল্লাজি তাফিররূনা মিনহু ফাইন্নাহু মোলাকীকুম আইনামা তাকুনু ইয়ুদরিককুমূল মাওতু ওয়ালাও কুঁনতুম ফি বুরূজিম মোশাই ইয়াদীন।

ভাবার্থ ঃ অবশ্য তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করতেছে, নিশ্চয় উহা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তোমরা যে স্থানে থাক, যদিও তোমরা সুরক্ষিত দুর্গসমূহে থাক, অথচ মৃত্যু তোমাদিগকে ধরিবে।

নিয়তঃ পূর্বোল্লিখিত রূপ। মাত্র আয়াতের মর্ম ধারণা করতে থাকবে। অনেকক্ষণ উক্ত প্রকার খেয়াল করতে থাকবে। এতে সম্পূর্ণ ফানা ও আত্মবিস্মৃতি লাভ হবে।

فَاذْكُرُوْنِىْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِىْ وَلَاتَكْفُرُوْنَ *

উচ্চারণ ঃ ফাজকুরূনী আজ কুরকুম ওয়াশকুরূলী ওয়ালা তাকফুরূন।

ভাবার্থ ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর। আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব এবং আমার শোকর কর, নাফরমানী করিও না।

উক্তরূপ নিয়ত করে আয়াতের মর্মের দিকে খেয়াল করতে থাকবে উক্ত মোরাকাবা সমূহে যখন পূর্বোক্তরূপ নূর বা আছর প্রকাশ হবে, তখন তৌহিদে আফয়ালীর ফায়েজে বসিবে।

তৌহিদে আফআলীর মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করবে। কেবলমাত্র তৌহিদে আফআলী বলিতে হবে। এই মোরাকাবার মধ্যে নিম্নলিখিত মর্ম খেয়াল করবে–

لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ *

এই মোরাকাবাতে যখন মনে হবে যে, যাবতীয় ভালমন্দ আপদ বিপদ সকলই আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে আসে তখন মনে করবে যে, এই ফায়েজ অর্জন হয়েছে। এই ফায়েজে আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপর ভরসা থাকবে না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তরীকত পন্থীদের জন্য হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ তাগিদ করেছেন। একটি আল্লাহ তায়ালার মৌখিক যিক্‌র। দ্বিতীয়টা খেয়াল দ্বারা আল্লাহর যিক্‌র করা অর্থাৎ মোরাকাবা।

মরহুম হযরত পীর সাহেব কেবলার এইরূপ এজাজত আছে যে, মোজাদ্দেদিয়া তরীকার দায়েরা সমূহ কাদেরিয়া তরীকায় মশক করলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হবে। স্মরণ রাখিবে, নিয়তের মধ্যে দায়েরা স্থলে হাকিকাত ও কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক আমার কলবে আসে বলিতে হবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে হাকিকাতে এমকানে ফায়েজ কাদেরিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক আমার কলবে আসে।

যথা হাকিকতে আনওয়ারে ছায়েরে আফাকী, হাকিকাতে তাজাল্লীয়ে আফয়ালী ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, এই তরীকার মধ্যে অন্যান্য আরও ছবক আছে পীরের নিকট জানিয়া লইবে। এটি ছাড়া কোরআন শরীফের আয়াত সমূহের ঐরূপ মোরাকাবা করতে পারে।

পীড়া দফে, রিজিক বৃদ্ধি ও শত্রু দফের মোরাকাবা

আল্লাহ তায়ালার খাছ নামসমূহ হতে যে যে নাম আপন মকছুদ মোতাবেক হবে, সেই নাম কাদেরিয়া তরীকার ১/ ২/ ৩/ ৪ জরবী যিক্‌রের ন্যায় যিক্‌র করবে। পরে মোনাজাতে নিজের হাজত পূর্ণের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া চাহিবে।

যথা ঃ পীড়া, দফের জন্য বলিবে, ইয়া শাফী يا شافى দুর্ভিক্ষ দফের জন্য, ইয়া ছামাদু يا صمد রিজিক বৃদ্ধির জন্য ইয়া রাজ্জাকো يا رزاق শত্রু দফের জন্য , ইয়া মোজেল্লু يا مذل এর তরতীব ও ফায়েদা এবং কাহার জন্য করা উচিত, তা পীরের নিকট এজাজত লইবে। সাবধান! বিনা এজাজতে কেউ করবে না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চিশতিয়া তরীকার বিবরণ

চিশতিয়া তরিকার বুযর্গগণ হজরত খাজা মুঈনউদ্দীন চিশতী (রা)-এর ভক্ত ও মুরিদ। হজরত শাহ আবদুল আযীয (রা) বলেন– চিশতী (রা) সে যুগের অন্যতম ওলী ছিলেন। তাঁর নিকট হাজার হাজার কাফের ইসলাম গ্রহণ করেছে। কথিত আছে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ললাটদেশে "আল্লাহ প্রেমিক খোদা প্রেমে মারা গিয়েছেন" এই বাক্যটি দেখা গিয়েছিল!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে হযরত আলী (রা)-এর তলকীন লাভ

চিশতিয়া তরীকার মাশায়েখগণ বলেছেন, ইমামুল আওলিয়া হযরত আলী মোরতাদা (রা) হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলিলেন– "আল্লাহকে পাওয়ার সর্বাপেক্ষা সহজ ও আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় একটি রাস্তা আমাকে শিক্ষা দান করুন।"

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন– "নির্জ্জনে সর্বদা যিক্‌র করা"

হযরত আলী বলিলেন– "তা কীরূপে?"

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন– "চক্ষু বন্ধ কর এবং আমার নিকট তিনবার শ্রবণ কর।" অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ করলেন ও হযরত আলী (রা) শুনিয়া রহিলেন। অতঃপর হযরত আলী (রা) ঐ যিক্‌র তিনবার হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনাইলেন। এই তরীকা আলী (রা) হযরত হাসান (রা)-কে শিক্ষা দেন।

অতঃপর ক্রমাগত ঐ তরীকা প্রচলিত ইহয়া আসিতেছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত হাসান বসরী (র) এর সাথে হযরত আলী (রা) এর নেসবত

কতিপয় লোক হযরত হাসান বসরী (র) সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তিনি হযরত আলী (রা) হতে হাদীস ও তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করেন নেই। এই মন্তব্য ঠিক নহে। অধিকাংশ বিজ্ঞগণের মতে হযরত হাসান বসরী (র) হযরত আলী (রা) হতে হাদীস ও তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

নিম্নে দলীল প্রদত্ত হলো–

وفى النبراس الحسن البصرى هو ابو سعيدن الامام الجليل التابعى شيخ المحدثين والفقهاء والمتورعين والبكائين والصوفية لقى عليا واخذ منه الحديث وطريق التصوف على الصحيح خلافا لبعضهم وقد الف شيخ مشائخنا محب النبى العلامة المحدث فخر الدين الدهلوى كتابا سماه فخر الحسن فى رد المخالف *

অর্থাৎ হযরত আবু সাইদ "হাসান বসরী" (র) শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মোহাদ্দেছ, ফকীহ, সন্দেহ বর্জনকারী, রোদনকারী এবং সূফী মহোদয়গণের অভিজ্ঞ ওস্তাদ ও শায়খ ছিলেন। ইনি হযরত আলী (রা) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং হাদীস ও তাসাউফের তরীকা অর্জন করেছেন। অবশ্য কেউ কেহ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। ইহাদের বর্ণনা খণ্ডন করিয়া পীরানে পীর, আশেকে রাসূল আল্লামা মোহাদ্দেছ ফখরুদ্দিন দেহলভী (র) فخر الحسن فى رد المخالف নামক কিতাবে লিখেছেন, খাতেমুল মোফাচ্ছেরীন, খাতেমুল মোহাদ্দেসীন আল্লামা জালালুদ্দিন ছুইয়ুতি (র) বলেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فى الحاشية قال السيوطى رح فى رسالة انحاف الفرقة ـ ومن المعلوم ان الحسن البصرى من حين بلغ سبع سنين امر بالصلواة وكان يحضر الجماعة ويصلى خلف عثمان رضى الله ـ تعالى عنه الى ان قتل عثمان رضى الله ـ تعالى عنه فى المدينة فانه لم يخرج منها الى الكوفة الايعد قتل عثمان رضى الله ـ تعالى عنه فكيف ينكر سماعه من على كرم الله تعالى وجه ـ وهو كل يوم يجتمع به فى المسجد خمس مرات من حين الى ان بلغ اربع عشر سنة وزيادة على ذالك ولاشك ان علي رضى الله تعالى عنه كان يزور امهات المؤمنين ومنهن ام سلمة رضى الله تعالى عنها والحسن فى بيتها هو وامه انتهى قال ابوزرعة رح كان الحسن البصرى يوم بويع على بو ابى طالب اربع عشرة سنة فرأى علي رضى بالمدينة وقال الحسن البصرى رأيت الزبير يبايع علي رضى الله تعالى عنه منها فى شرح الترمذى قد ادرك الحسن علي رضى الله تعالى عنه وفى هذا الباب روايات كثيرة مذكورة فى قول المستحسن

অর্থাৎ আল্লাম জালালুদ্দিন ছুইয়ুতি (র) বলেছেন যে, হাদীসের আদেশ অনুযায়ী হাসান বসরী সাত বৎসর বয়সেই নামায পড়া আরম্ভ করে প্রতিদিন (পাঁচ ওয়াক্ত) নামাযের জামায়াতে হাজির হতেন এবং হযরত ওসমান (রা) এর শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পিছনেই মসজিদের নববীতে নামায পড়িতেন। (তখন হযরত আলী (রা) ঐ মসজিদেই নামায পড়িতেন) হাসান বসরী মদীনাতে থাকিতেন, হযরত ওসমান (রা) এর শাহাদাতের পর তিনি মদীনা ত্যাগ করে কুফায় চলিয়া আসেন। এহেন অবস্থায় কি করে হাসান

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বসরী ছোট বেলা হতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত রোজ পাঁচ বার হযরত আলী (রা)-এর সাথে একত্রে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করতেন। এটি ছাড়াও হযরত হাসান বসরী ও তার মাতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবি উম্মে ছালমা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করতেন। হাসান বসরীর মাতা উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে ছালামা (রা)-এর খাদেমা ছিলেন। হাসান বসরী শিশু অবস্থায় কাঁদা কাটির সময় হযরত উম্মে ছালমা (রা) শিশু হাসান বসরীকে মাঝে মাঝে তাঁর বুকের দুধ পান করাইতেন। তাহাছাড়া হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিগণ উম্মাহাতুন 'মো'মেনীনদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁহাদের গৃহে যেতেন তম্মধ্যে হযরত উম্মে ছালমাও (রা)ও ছিলেন। হাসান বসরীর সাথে হযরত আলী (রা)-এর সাথে সাক্ষাত হয় নাই কিভাবে বলা যেতে পারে? মোহাদ্দেস হযরত আবু জুরয়া (র) বলেছেন– যেইদিন হাসান বসরী মদীনায় হযরত আলী (রা)-এর হাতে বাইয়াত হন তখন হাসান বসরীরর বয়স ছিল চৌদ্দ বৎসর। হাসান বসরী (র) বলেছেন, মদীনাতে বসিয়া আমি যোবায়েরকে হযরত আলী (রা) এর হাতে বাইয়াত হতে দেখিয়াছি। তিরমিজী শরীফের হাদীছের শরাহতে আছে, হাসান বসরী (র) হযরত আলী (রা)-কে পাইয়াছেন।

এই সম্বন্ধে আরও অনেক রেওয়ায়েত আছে। যাহা শাজরার সংক্ষিপ্ত কিতাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ ছারছীনা হতে প্রকাশিত তা'লীমী জলসা সংকলন "রাহবর" পাঠ করলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাছান চিশতী সাহেবের পীর সাহেবের গ্রামের নামানুযায়ী এই চিশতিয়া তরীকার নাম হয়েছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে ইনিও একজন প্রধান আউলিয়া। তাঁর হাতে হাজার হাজার বিধর্মী মুসলমান হয়েছে। ঐ কিতাবে আরও আছে যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন হাছান চিশতী (র) বেসালের পর তাঁর কপালে–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

حبيب الله مات فى حب الله *

অর্থাৎ, "খোদার দোস্ত, খোদার মহব্বতেই বেসাল বরণ করেছেন" এইরূপ লেখা দেখা গিয়াছে। হযরত মুঈনুদ্দীন চিশতী সাহেবের জীবনী পাঠ করলে তাঁর পরিচয় অবগত হতে পারিবেন।

সওয়াব রেসানীর নিয়ম

মোরাকাবা কিংবা যিক্‌র করার আগে সমস্ত বুজুর্গানে দীনের রূহে সওয়াব রেসানী করা ভাল। প্রথমে তিনাবার সূরা ফাতেহা দশ বার সূরা এখলাছ ও এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করে সমস্ত পয়গম্বর ও অলি আল্লাহগণের রূহে বখশিয়া দিবে। তৎপর নিয়ত করতঃ মোরাকাবা কিংবা জেকের আজকার করবে।

চিশতিয়া তরীকার অজীফা

এশার নামাযের বাদ একশত বার নিম্ন দরূদ শরীফ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدَنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ও আলিহি অছাল্লিম।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলব মোবারক হতে মোহাব্বত ও নূরের ফায়েজ আমার কলবে আসে। তাওয়াজ্জুহ ও জিয়ারত আমার নছিব হয়।

এই নিয়তে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে স্থলে হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র) এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে, বলিবারও বিধান আছে।

দরূদ শরীফ পাঠকালে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলব হতে মহাব্বত ও জ্যোতি আগমনের ধারণা করবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফজরের নামায বাদ উক্তরূপ নিয়ত করে একশত বার নিম্ন দরূদ শরীফ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحِيِ سُنَّتِهِ الشَّيْخِ وَالْخَوَاجَهْ مَعِيْنُ الدِّيْنِ الْچِشْتِيْ اِمَامِ الطَّرِيْقَةِ وَالْاَوْلِيَاءِ الْكَامِلِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মোহাম্মাদিন ছাইয়েদিল মোরছালিন অ-আলা মুহিয়ে ছুন্নাতিহিশ শায়েখ ওয়াল খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী ইমামিত্তরিকাতে ওয়াল আওলিয়ায়িল কামেলীনা রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহু।

এই তরীকা মশককালে যথারীতি ফজর ও এশার বাদে দরূদ পড়িতে থাকবে। যখন দুই বা ততোধিক তরীকা শেষ হয়ে যাইবে তখন পীরের আদেশানুসারে ফজর ও এশার বাদে দরূদ পড়বে। আজীবনকাল দরূদ পড়া ছাড়বে না।

চিশতিয়া তরীকার লতীফাসমূহের স্থান

কাদেরিয়া তরীকার মোতাবেক কলব, রূহ, ছের, খফি, আখফা, নফস, আব, আতশ, খাক, বাদ।

চিশতিয়া তরীকার জেহের নফি এছবাতের কায়দা

কেবলার দিকে ফিরিয়া চারি জানু হয়ে বসিবে। ডান পায়ের বৃদ্ধা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা বাম পায়ের কিছাম নামক রগ টিপিয়া ধরিয়া যিক্‌র করবে। তা হলে দেল হতে নানাবিধ চিন্তা দূর হবে এবং কলবে শান্তি ও গরমী অনুভূত হবে। এটি ব্যতীত নামাযের ন্যায় বসিবারও হুকুম আছ। বাম পায়ের হাটুর গিটের পিছন দিকে যে দুইটি রগ আছে তার সম্মুখ দিকের উপরের রগের নাম কিছাম।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে চিশতিয়া তরীকার নেসবত অনুযায়ী নফি এছবাতের ফায়েজ আমার কলবে আসে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি মহব্বত কম মালুম হয় তবে পীর সাহেবের অসীলা দিয়া বসিবে। সব সময় পীর সাহেবের অসীলা দেওয়া ভাল।

নফি এছবাত যিক্‌রের তরতীব

চারী জানু কিংবা নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসিয়া চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতঃ "লা" শব্দ নাভিমূল হতে আরম্ভ করে ডান স্কন্ধ পর্যন্ত পৌছবে, তা হতে 'ইলাহা' শব্দকে মাথা পর্যন্ত পৌছবে, মাথা হতে "ইল্লাল্লাহু' টেনে কলবের উপরে সজোরে ছাড়বে। দৈনিক ১ ঘণ্টা, কমপক্ষে অর্ধ ঘণ্টা এইরূপভাবে যিক্‌র করবে।

এই যিক্‌রকালে ছয় লতিফার দিকে খেয়াল করবে ও আল্লাহ ব্যতীত কেহই নেই, আল্লাহ তায়ালাই মকছুদ, এইরূপ খেয়াল করতে থাকবে। যিক্‌রকাল নিতান্ত কম আহার করবে না বা বেশী পেট ভরিয়া খাইবে না। যাতে মাথা সবল হয় এমত পুষ্টিকর খাদ্য খাইবে। নচেৎ মাথায় শুষ্কতার ভাব জন্মাতে পারে।

পাঠকগণ জানিয়া রাখুন! কলবের দুইটি দরওজা আছে। একটি উপরে, তা শরীরের সাথে। উপরের দরওয়াজা জেকেরে জেহের দ্বারা এবং নীচের দরওয়াজা খফি যিক্‌র দ্বারা খুলে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, জলি যিক্‌র এমন জোরে করবে না, যাতে অন্যের নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও নামায বা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ব্যাঘাত ঘটে। তা হলে মাকরূহ তাহরীম বা হারামের গুনাহ হবে।

জলি জেকেরে আছর বা নূর মালুম হলে পীর সাহেব খফী যিক্‌র করতে হুকুম দিবেন। নূর বা আছর সম্বন্ধে কাদেরিয়া তরীকার মধ্যে উল্লেখ আছে খফি যিক্‌রের নিয়মও ঐরূপ তবে মাত্র চুপে চুপে নফি এসবাত করবে, যেন নিজে শুনিতে পায়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

চিশতিয়া তরীকার পাছ আনফাছ

শ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে "লা-ইলাহা" ও শ্বাস টানিবার সময় "ইল্লাল্লাহ খেয়ালের সাথে শ্বাস প্রশ্বাস করবে। 'লা-ইলাহা' খেয়াল করবে। 'ইল্লাল্লাহ' খেয়াল কালে আল্লাহ তায়ালার মহব্বতের ধারণা করবে।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত পীর সাহেব কেবলা বলেছেন, চিশতিয়া তরীকার পাছে -আনফাছ প্রথমেই করবে, তা হলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হবে। যখন যিক্‌রের আছর বা নূর জারী হবে, তখন মোরাকাবা করবে।

মোরাকাবার অর্থ

আল্লাহ তায়ালার নাম ও কালাম সমূহ মুখে উচ্চারণ করতঃ কিংবা দেলের দ্বারা উক্ত বিষয়ের মর্ম অবগতির আশায় এমন ডুবিয়া যাওয়া, যাতে ঐ কালাম ও নামে মর্ম ব্যতীত দেলের মধ্যে অন্য কিছু না আসে, ইহাই মোরাকাবা।

প্রকাশ থাকে যে, পীরের সাথে এইরূপ মহব্বাত ও ভালবাসা রাখিতে হবে যেন ক্ষণিকের তরেও বিস্মরণ না হয় এবং সব সময় পীরের আদেশ ও নিষেধ সম্মান ও তাজিমের সাথে মান্য করে চলিবে। পীরের মহব্বতে এইরূপ মগ্ন হওয়ার নাম ফানা-ফিশ্‌শায়েখ। পীরের প্রতি ফানা হতে পারিলে এই তরীকায় বিশেষ উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবে।

চিশতিয়া তরীকার দশ মোকামের মোরাকাবা

১। **কলবে**- তওবার মোরাকাবা।
২। **রূহতে**- এনবাতের মোরাকাবা।
৩। **ছেরে**- জোহদের মোরাকাবা।
৪। **খফিতে**- অরার মোরাকাবা।
৫। **আখফায়**- শোকরের মোরাকাবা।
৬। **নফছে**- তাওয়াক্কুলের মোরাকাবা।
৭। **আতশে**- তছলিমের মোরাকাবা।
৮। **বাদে**- ছবরের মোরাকাবা।
৯। **আবে**- কানাআতের মোরাকাবা।
১০। **খাকে**- রেদার মোরাকাবা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কলবে তওবার মোরাকাবা

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলা হয়ে আরশে মোয়াল্লার তরফ হতে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আরশে মোয়াল্লার তরফ হতে চিশতিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক তওবার ফায়েজ আমার কলবে আসে। হযরত আদম (আ) এর যেইরূপ তওবা নছিব হয়েছিল আমার সেইরূপ তওবা নছিব হয়।

এই মোরাকাবায় বসে নিম্ন আয়াতের মর্ম খেয়াল করবে।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা জালামনা আনফুছানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাছেরীন।

রূহতে এনাবাতের মোরাকাবা

উক্তরূপ নিয়ত করবে।

মোটকথা জোহদ, অরা, শোকর, তাওয়াক্কুল, তসলিম, সবর, কানাআত, রেদা ইত্যাদি বিষয় কাদেরিয়া তরীকার রীতি মোতাবেক মোরাকাবা করবে।

চিশতিয়া তরীকার আয়াতের মোরাকাবা

اَللّٰهُ حَاضِرِىْ ـ اَللّٰهُ نَاظِرِىْ ـ اَللّٰهُ شَاهِدِىْ ـ اَللّٰهُ مَعِىْ

আল্লাহ হাজেরী, আল্লাহ নাজেরী, আল্লাহ শাহেদী, আল্লাহ মায়ী।

নিয়তঃ আমি আমার কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমর কলব হযরত পীর সাহেবের কলবের অসীলা হয়ে আল্লাহ তায়ালার তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে চিশতিয়া তরীকার নেসবত মোতাবেক আয়াতের মর্মের ফায়েজ আমার কলবে আসে। এই মোরাকাবায় আল্লাহ দেখিতেছেন, আল্লাহ আমার বিষয় দর্শন করতেছেন ও আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন, এইরূপ খেয়াল অন্তরে বসাইবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিয়তে উক্ত মজমুন খেয়াল করবে। হযরত বড় পীর সাহেব কেবলা বলেছেন যে, এই তরীকায় নিম্ন আয়াত সমূহের মোরাকাবা করলে বিশেষ ফায়েদা অর্জন হয়।

اَلَآ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْطٌ *

উচ্চারণ ঃ আলা ইন্নাহু বেকুল্লি শাইয়িম মুহিত।

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় বস্তু বেষ্টনকারী।

পীরের কলবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

চিশতিয়া তরিকার বুযর্গগণ বলেছেন– নিজের পীরের গুণাবলির প্রতি খেয়াল করে মহব্বত ও স্নেহের সাথে তাঁর আকৃতির ধ্যান করে তার সাথে নিজের অন্তরকে সংযুক্ত করতে হবে। এটি চিশতিয়া তরিকার একটি প্রধান স্তম্ভ।

আমি বলি-পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের প্রকাশের বহু জায়গা আছে। আবেদ অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন হোন বা তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন তাঁর সম্মুখ মর্যাদা মোতাবেক আল্লাহ তাআলা উপাস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এই রহস্যের সমাধানের জন্যই শরীয়ত কেবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ার জন্য এবং আল্লাহর আরশে কায়েম হওয়ার কথা বলেছেন। এই কারণেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– যখন তোমাদর কেউ নামায পড়ে তখন তার সম্মুখে থুথু ফেল না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর ও কিবলার মধ্যে বিদ্যমান থাকেন। অন্য একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন কৃষ্ণবর্ণ দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বলত আল্লাহ কোথায় আছেন? দাসী আকাশের প্রতি ইঙ্গিত করল। আবার জিজ্ঞাসা করলেন–বলত আমি কে? দাসী আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করে বলল– আপনি আল্লাহর রাসূল। একথা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– এই দাসী ঈমানদার বটে।

হে সালেক! আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিক মুখ করা তোমার পক্ষে উচিত নয় এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয নয়। যদি তোমার মুখমণ্ডল আরশের দিকে কর কিংবা যদি তুমি আরশস্থিত নূরের ধ্যানে আকৃষ্ট হয়ে পড় তবুও তোমার কর্তব্য আল্লাহর দিকের মুখ রাখা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একথা ইশারা করেছেন। অতএব এটিও হাদীসের মোরাকাবা সদৃশ হবে।

অবশেষে গ্রন্থকার বলেন– আলমে মেসালে আল্লাহ তাআলার তাজাল্লী বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের অনুভূতি শক্তি অনুযায়ী তা বুঝতে পারে। তাজাল্লী এবং আলমে মেসালের রহস্য সম্পর্কে আমার প্রণীত হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগার প্রথম খণ্ডে আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

চিশতিয়া তরিকার মোরাকাবা

তালেব যখন জিকিরের নূর দ্বারা আচ্ছাদিত হবে তখন মুরশিদ তাকে মোরাকাবার আদেশ দিবেন। মোরকাবা রকীব (রক্ষক) ধাতু হতে উদ্ভূত। এর নাম মোরাকাবা রাখার কারণ এই যে– সালেক কোন কোন মোরাকাবা দ্বারা অন্তরের হেফাজত করেন। আবার কোন কোন মোরাকাবা দ্বারা আল্লাহ পাককে অন্তরের মাঝে রক্ষা করেন। যেমন আল্লাহ পাক তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেন। অতএব মোরাকাবার সময় সালেক মুখে বলবে বা মনে মনে বলবে, আল্লাহু হাজেরী, আল্লাহু নাজেরী, আল্লাহু মায়ী, আল্লাহ শাহেদী, অথবা আলা ইন্নাহু বিকুল্লি শাইয়িম মুহীত। কিংবা এই মোরাকাবা করবে যেন আল্লাহ তোমার এবং কেবলাহর মধ্যে বিদ্যমান এবং তুমি তাঁকে দেখছ।

চিল্লার শর্ত ও নিয়ম-কানুন

চল্লিশ দিন পর্যন্ত পীর সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক আমল করে স্বীয় নফসকে দমন করার চেষ্টার নাম চিল্লাহ। চিশতিয়া তরিকার বুযর্গগণ বলেন– যে ব্যক্তি চিল্লাহ করতে আগ্রহী তাঁকে নিম্নলিখিত কয়েকটি কাজ করতে হবে– দিনে রোযা, রাতে নফল তাঁহাজ্জুদ নামায পড়া, নিদ্রিত ও জাগ্রতাবস্থায উযূ রাখা, কলবকে সর্বদা মুরশিদের সাথে সংযুক্ত রাখা এবং হারাম মনে করে অলসতা পরিত্যাগ করা, হুজরায় ডান পা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহসহ সূরা নাস তিনবার পাঠ করবে। বাম পা প্রবেশ করানোর সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ وَلِيِّ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ كُنْ لِىْ كَمَا كُنْتَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ وَارْزُقْنِىْ مَحَبَّتَكَ ـ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَاَشْغِلْنِىْ بِجَمَالِكَ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُخْلِصِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ اَمْحِ نَفْسِىْ بِجَذْبَاتِ ذَاتِكَ يَا اَنِيْسَ مَنْ لاَ اَنِيْسَ لَهُ رَبِّ لاَتَذَرْنِىْ فَرْدًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা ওয়ালিয়্যীফিদ্ দুন্ইয়া ওয়াল আখিরাতি কুনলী কামা কুন্তা লিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়ারযুকনী মাহাব্বাতাকা, আল্লাহম্মার যুক্নী হুব্বাকা, ওয়াশগিলনী বিজামালিকা, ওয়াজ'আলনী মিনাল মুখলিসীন। আল্লাহুম্মামহু নাফ্সী বিজায্বাতি যাতিকা ইয়া আনীসা মান লা-আনীসা লাহু, রাব্বি লাতাযারনী ফারদাঁও ওয়া আন্তা খাইরুল ওয়ারিসীন।

অতঃপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে একুশবার ইন্নিওয়াজ্জাহ্তু পাঠ করবে। অতঃপর দুই রাকাআত নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী এবং শেষ রাকআতে আমানার রাসূলু পড়বে। তারপর দীর্ঘ সময় সেজদায় থাকবে। অতঃপর কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করবে। এর পর পাঁচশত বার ইয়া ফাত্তাহু বলবে। অতঃপর জিকিরে জলী, পাস আনফাস, মোরাকাবা ইত্যাদিতে লিপ্ত হবে।

কাশফে কুবুর ও তা হতে ফায়েজ লাভ

চিশতিয়া তরিকার বুযর্গগণ বলেন– কোন করবস্থানে প্রবেশ করে প্রত্যেক রাকআতে ইন্না ফাতাহনা সূরা দ্বারা দুই রাকআত নামায পড়বে। তারপর মৃত ব্যক্তির সামনে কাবার দিকে পিঠ দিয়ে বসিবে। অতঃপর সূরা মূলক পড়বে এবং আল্লাহু আকবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বে। তারপর এগারবার সূরা ফাহেতা তেলাওয়াত করবে। তারপর মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী হয়ে একুশবার ইয়া রাব্বি ইয়া রাব্বি বলিবে। এরপর ইয়া রূহু বলে আকাশের দিক যরব দিবে। যতক্ষণ না কলবে নূর ও প্রশস্ততা অনুভব করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে যরব দিতে থাকবে। তারপর মৃত ব্যক্তির ফয়েজ কলবে আসার অপেক্ষায় থাকবে।

কুন ফায়াকুনের নামায

চিশতিয়া তরিকার বুযর্গগণ কুন ফায়াকুন নামক এক ধরনের নামায পড়েন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই নামায খুবই উপকারী। এই তরিকার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুযুর্গগণ বলেন– যদি কারো জরুরী কঠিন কাজ এসে যায় তবে সে বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার এই তিন রাত্রির প্রত্যেক রাত্রিতে দুই রাকআত করে নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে সূরা ফাহেতা একবার এবং সূরা এখলাস তিন বার; দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাহেতা একশত বার এবং সূরা এখলাস একবার তেলাওয়াত করবে। নামায শেষে বলবে– "আয় আসান কুনানদা দেশওয়ারিহা ওয়া আয় রওশন কুনানদা তারিকিহা।"

তারপর একশতবার আসতাগফিরুল্লাহ এবং একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করে একাগ্রতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। সর্বশেষ তৃতীয় রাতে পূর্বের মত আমল করে মাথা হতে পাগড়ি ও টুপি ফেলে দিয়ে আস্তিন স্বীয় কাঁধের উপর ফেলে কান্নাকাটি করে আল্লাহর নিকট পঞ্চাশবার দোয়া করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর দরবারে দোয়া কবুল হবে।

মাওলানা শাহ আবদুল আযীয দেহলবী (রা) বলেন– কোন কোন মূর্খ লোক প্রশ্ন করে থাকে– আস্তিন ঘাড়ের উপর ফেলে দেয়া কিভাবে জায়েয? অথচ কোন দোয়ায়ে মাসুরায় এর প্রমাণ নেই। উত্তরে আমি ও বলব যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসতেসকা নামাযে চাদর ওল্টিয়ে দিয়েছিলেন যেন পৃথিবীর অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যায়। তদ্রূপ গোপন বিষয় অবগত হওয়া বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিংবা বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য আস্তিন ঘাড়ে ফেলে হীনতা প্রকাশ করা কেন জায়েয হবে না?

নকশাবন্দিয়া তরীকার বিবরণ

এই তরিকার প্রবর্তক হজরত বাহাদউদ্দীন নকশবন্দী বুখারী (রা)-এর মুরিদগণ বলেন– আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার পন্থা তিনটি– (১) জিকির (২) মোরাকাবা ও (৩) পীরের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক এবং বিশ্বাস রাখা। আবার জিকির দুই প্রকার– (১) নফী ইসবাত এবং (২) ইসবাতে মুজাররদ। নফী ইসবাত জিকিরের নিয়ম: পার্থিব সকল কথাবার্তা কাজ-কর্ম হতে মুক্ত হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করে অবসর সময়কে খুবই মূল্যবান মনে করবে।

নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ এশা ও বেতের নামায শেষ করতঃ পাঁচশত বার পড়তে হবেঃ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ سِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিও ওয়াসীলাতী ইলাইকা অ-আলেহী অ-সাল্লেম।

ফজরের নামাযের বাদ নিম্নে দরূদ শরীফ একশত বার পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى مُحْىِ سُنَّتِهٖ مُجَدِّدِ اَلْفِ ثَانِىْ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ *

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যেদিল মুরছালীন অ-আলা মোহিয়ে সুন্নাতিহী মোজাদ্দেদে আলফেসানী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে।

এর পরে নিম্ন দোয়া পাঁচশত বার বা কমপক্ষে তিনশত বার পড়বে–

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ *

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

পরে ফজরের প্রথমোক্ত দরূদ একশত বার পড়বে।

দ্রষ্টব্য ঃ তরীকতপন্থীগণ নিয়মিত সময়ে হামেশা দরূদ শরীফ রীতিমত আদায় করবে। এতে কখনও অবহেলা করবে না। কেননা দরূদ শরীফ অন্তরকে গুনাহ হতে পবিত্র করিবার রেত স্বরূপ। অধিক মাত্রায় দরূদ পাঠ করলে অন্তর গুনাহের কার্য হতে ফিরিয়া থাকে। যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক দরূদ পাঠ করতে অসমর্থ হয় তবে পীরের অনুমতি নিয়া তদনুসারে আমল করবে।

দরূদ শরীফ পাঠ করিবার সময় যখন 'আল্লাহ' শব্দ বলিবে তখন আল্লাহ পাকের জাতের দিকে খেয়াল করবে এবং 'মোহাম্মদ' শব্দ বলিবার সময় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে খেয়াল করবে। দরূদ শরীফ পড়িবার সময় দুই জানু হয়ে নামাযের বৈঠকের ন্যায় বসবে এবং চোখ দুটো বন্ধ করে কলবের দিকে মনোযোগ দিয়া দরূদ শরীফ পাঠ করবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি, আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলা হয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। তার কলব

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হতে মোহাব্বত ও নূরের ফায়েজ আমার কলবে আসে এবং তায়াজ্জুহ ও জিয়ারত নছিব হয়।

ফজরের দরূদ শরীফের নিয়তে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবের দিকের পরিবর্তে "হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী" (র)-এর কলবের দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হয়ে বলার বিধান আছে। এটি ছাড়া 'হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী" (র)-এর কলবের অসীলায় হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কলবের তরফ মোতাওয়াজ্জেহ আছে বলিতে পারে।

দরূদ শরীফের ফজিলত

দরূদ শরীফ অন্তরকে গুনাহ হতে পবিত্র করিবার রেত স্বরূপ। হাদীস শরীফে আছে– "একবার দরূদ শরীফ পাঠ করলে দশটি নেকী পাঠকারীর আমলনামায় লিখিত হয় এবং দশটি গুনাহ আমলনামা হতে মুছিয়া ফেলা হয় ও তার দশটি সম্মান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এটি ব্যতীত দরূদ শরীফ পাঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ওলী আল্লাহগণের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি হয়।

'লা-হাওলা' পাঠের সওয়াব

হাদীসে শরীফে 'লা-হাওলা... পাঠের বহু ফজিলত লিখিত আছে। শীত ঋতুতে যেরূপ বৃক্ষের পাতা ঝরিয়া যায় সেই রূপ 'লা-হাওলা' পাঠ করলে শরীরের গুনাহসমূহ ঝরিয়া পড়িয়া যায়। একবার মাত্র 'লা-হাওলা'.... পাঠ করলে ৯৯ প্রকার পীড়া হতে মুক্তি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চিন্তাই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রোগ।

সূতরাং তরীকতপন্থীগণ জীবনকাল তরীকার অজীফা অর্থাৎ দরূদ শরীফ ও 'লা-হাওলা' রীতিমত আদায় করবে।

অজীফা ও দরূদ শরীফ দৈনিক ঔষধ স্বরূপ। এটি রীতিমত আদায় করিবার মধ্যে এর উপকারিতা নিহিত রহিয়াছে। যদি অজীফা দরূদ শরীফ পাঠ করেও হারাম বা সন্দেহের খাদ্যাদি খাওয়া ত্যাগ না করে ও অন্যান্য গুনাহ হতে নিজকে না বাঁচায়, তবে এর সুফল লাভ করিবার আশা বৃথা। অতএব তরীকা শিক্ষার্থীগণ সর্বদা সাবধানে আমল করবেন ও গুনাহের কার্য ও হারাম খাদ্য হতে বাঁচিয়া থাকবেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নকশাবন্দিয়া তরীকার লতীফাসমূহ

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (র) তদীয় মোকামাতে ইমাম রব্বানী নামক কেতাবের ১০২ পৃষ্টায় যেরূপভাবে লতীফা সমূহের স্থান নির্দেশ করেছেন, এখানে সেই অনুযায়ী লিখিয়া দেওয়া হলোঃ

১. **কলব**- বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচে।

২. **রূহ**- ডান স্তনের দুই অঙ্গুলী নীচে।

৩. **ছের**- বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী উপরে।

৪. **খফি**- ডান স্তনের দুই অঙ্গুলী উপরে।

৫. **আখফা**- বক্ষস্থলের মধ্যে কড়ির হাড়ের নীচে।

৬. **নফস**- কপালের মধ্যভাগে অবস্থিত।

কোন কিতাবে 'নফছ' কপালের উপরিভাগে সেজদা দিবার স্থানে এবং কোনও কিতাবে কপালের উপরিভাগে চুল উঠিবার স্থানের নিম্নে অবস্থিত বলে লিখিত আছে।

উল্লেখিত এই ছয় লতীফা ছাড়া আরও চারটি লতীফা আছে। এতে মানব শরীরের মৌলিক উপাদান। এই চারটি উপাদানে মানব শরীর গঠিত। আরবীতে এই চারি মৌলিক পদার্থকে আরবা আনাছের বলে। ইহাদের নাম আব, আতশ, খাক, বাদ।

আব-পানি, আতশ-অগ্নি, খাক-মাটি, বাদ-বায়ু। এই চারটি পদার্থে মানবের দেহ গঠিত। ইহাকে আরবা-আনাছের বা চারি মৌলিক উপাদান বলে। এই চারটিকে আহলে তরীকত চারটি লতীফা বলে থাকেন। সুতরাং এই চারটি ও উক্ত ছয়টি নিয়া লতীফার সংখ্যা মোট দশটি।

যিক্‌র করিবার তরতীব

মানব শরীরে যে সকল লতীফার কথা উল্লেখ করা হলো, সেগুলো এক একটি প্রাণীর ন্যায় যিক্‌র করে থাকে। সিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবের ১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উল্লিখিত লতীফা সমূহে যিক্‌র জারী করে লওয়াই তরীকতপন্থীর প্রথম কর্তব্য।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তরীকা শিক্ষার্থীগণ প্রথমত ঃ মনে যাবতীয় পার্থিব চিন্তা দূর করতঃ অতিশয় মনোযোগ ও আদব সহকারে পীরের সম্মুখে চক্ষু ও মুখ বন্ধ করে উপবেশন করবে। আল্লাহর প্রেম লাভ করাই যেন মনের উদ্দেশ্য থাকে।

শরীর যথাসম্ভব ধীর স্থির ও মন একাগ্রতা পূর্ণ রাখিয়া বসিবে।

সওয়াব রেসানীর নিয়ম

আমার পীর সাহেব কেবলা মরহুম এরশাদ করেছেন যে, যিক্‌র করতে বসিবার পূর্বে ওজু করতঃ একাগ্রতার সাথে কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং বিসমিল্লাহসহ তিনবার সূরা ফাতেহা, দশবার সূলা ইখলাস, এগারবার দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ মোনাজাত করে বলিবে, "হে আল্লাহ! আমি যা কিছু পাঠ করলাম এর সওয়াব হযরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার আল আসহাবগণের মোবারক রূহের উপর এবং যাবতীয় অলি, দরবেশ, গাওছ কুতুব বিশেষ করে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (র) ও তার তরীকার যাবতীয় ওলি আওলাদগণের রূহের উপর বখশিশ করে দিলাম।

হে আল্লাহ, তাদের অসীলায় আমাকে তরীকা নছীব কর। অতঃপর নিম্নরূপ নিয়ত করে মোরাকাবায় বসিবে।

নিয়ত ঃ আমি আমার কলবের দিকে মোতাওযাজ্জেহ আছি। আমার কলব হযরত পীর সাহেব কেবলার কলবের অসীলায় আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে মোবারক "আল্লাহ" "আল্লাহ" লফজের ফায়েজ আমার কলবে আসে, যিক্‌রও মহব্বতের ফায়েজ আমার নছীব হয় ও আমার কলবে 'আল্লাহ' শব্দ জারী হয়।

দ্রষ্টব্য ঃ তরীকা শিক্ষার্থী এই প্রকার প্রস্তুত হয়ে বসিলে পীর সাহেবও তখন অতিশয় মনোযোগ সহকারে মুরীদকে ফায়েজ পৌঁছাবার জন্য মোতাওয়াজ্জেহ হন এবং নিজ লতীফায় যিক্‌র জারী করে পূর্ণ মনঃযোগ সহকারে শিক্ষার্থীর লতীফায়ে নিক্ষেপ করতে থাকেন। অতঃপর মুরীদ পীরের নির্দেশ অনুসারে ফজরের নামাযের বাদ ফজরের অজীফাসহ অন্ততঃ একঘণ্টা কাল যথারীতি মোরাকাবা করবে। এরূপ মাগরেবের নামাযের পরেও কমপক্ষে একঘণ্টা মোরাকাবা করবে। এটি ছাড়া যে কোন অবসরের সময় মোরাকাবা করবে। এই প্রকার নিয়মিত অজীফা ও মোরাকাবা করতে করতে আল্লাহর মহব্বত ও নূর মালুম হতে থাকবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পীর যদি সম্মুখে থাকেন, তবে তার অসীলা দিয়া মোরাকবায় বসবে। আর যদি পীর সম্মুখে নাও থাকেন এবং যিক্‌র মোহাব্বত কম অনুভব হয় তবেও পীরের অসীলা দিয়া বসিতে পার। এইরূপ ভাবে যিক্‌র করতে করতে এক লতীফায় যিক্‌র জারী হলে পীরের নিকট অবস্থা জ্ঞাপন করবে। পীর আবশ্যক বোধ করলে অন্য লতীফায় ছবক দিবেন।

লতীফা সমূহের যিক্‌রের নিয়তের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। মাত্র যে লতীফায় ছবক লইবে সেই লতীফার নাম মনে করে সেই দিকে মোতাওয়াজ্জেহ হবে।

যিক্‌র মালুম হওয়ার আলামত

লতীফায় যিক্‌র পৌঁছিয়াছে কিনা তা বুঝিবার কয়েকটি চিহ্ন আছে–

ক. লতীফায় নাড়ীর স্পন্দনের ন্যায় স্পন্দন অনুভব করবে। হাতে অনুভব হওয়া কোন শর্ত নহে।

খ. শরীরে স্পন্দন অনুভব হবে।

গ. কেউ নিজ কানেও যিক্‌রের শব্দ শুনিতে পাইবে, অবশ্য সাধারণের এইরূপ হয় না। এইরূপ না হলে তাতে কারো ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। যে কোনও প্রকারে যিক্‌র অনুভব হোক, আল্লাহর শোকর করবে। এইরূপ রফিকুচ্ছালেহীন কিতাবে উল্লেখ আছে। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ছয় লতীফায় একত্রে মোতাওয়াজ্জেহ হয়ে বসিবে। তখন এইরূপ নিয়ত করবে।

একত্রে ছয় লতীফার নিয়ত

আমি আমার ছয় লতীফায় দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছি। আমার ছয় লতীফা হযরত পীর ছাহেব কেবলার ছয় লতীফার অসীলা হয়ে আল্লাহ তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জেহ আছে। আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে আমার ছয় লতীফায় আল্লাহ আল্লাহ যিক্‌র ও মোহাব্বতের ফায়েজ আসে ও যিক্‌র মালুম হয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরবা আনাসের

উপরিউক্ত ছয় লীতফা একত্রে জারী হইলে ক্রমান্বয়ে আব, আতশ, খাক, বাদ এই চারি লতীফায় বসিবে। এই চারি লতীফাকে আরবা আনাছের বলে। এই লতীফা সমূহের যিক্‌রের মধ্যে কেবল নিয়তে নাম পরিবর্তন করে বলিবে। আর সবই এক প্রকার থাকবে। এই চারি লতীফার যিক্‌র জারী হলে শরীরের সর্বস্থানে যিক্‌র মালুম হবে। এমন কি প্রত্যেক লোমকূপে আল্লাহ আল্লাহ যিক্‌র মালুম হবে। উল্লিখিত চারি লতীফার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুভব হবে। আব অর্থ পানি, এই লতীফায় যিক্‌র জারী হলে পানির প্রকৃতি হিসাবে শরীর শীতল বোধ হবে। আতশ অর্থ অগ্নি, এই লতীফায় যিক্‌র জারী হলে শরীর কিঞ্চিৎ গরম অনুভব হবে।

খাক অর্থ মাটি, এটি জারী হলে শরীর কিছু ভারী বোধ হবে। বাদ অর্থ বায়ু, এটি জারী হলে বায়ুর প্রকৃতি হিসাবে শরীর কিছু হালকা বোধ হবে। আল্লাহর মেহেরবাণী হলে দুনিয়ার যাবতীয় আব, আতশ, খাক, বাদ যিক্‌র অনুভব করবে। এমনকি গাছ-পালা, নদী, মাঠ, পাহাড়, পর্বত ইত্যাদিতেও আল্লাহ যিক্‌র মালুম হবে।

কোরআন পাকের আয়াত দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ *

অর্থাৎ, "আল্লাহ বলিতেছেন যে আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলেই আল্লাহর যিক্‌র করতেছে।"

বণী ঈসরাঈল ৪৩ নং আয়াতে আছে–

وَاِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ *

অর্থাৎ এবং এমন কোনও পদার্থ নেই যাহা আল্লাহর প্রশংসার তাছবীহ পাঠ না করে, কিন্তু তোমরা তাদের তাছবীহ বুঝিতে পার না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যিকিরের শুগল ও ওজীফা

দিলের মধ্যে দুটি ছিদ্র রয়েছে। একটি নিচের দিকে। এর সম্পর্ক রূহের সাথে। অপর ছিদ্রটি হচ্ছে উপরের দিকে। যিক্‌রকারী যখন সফলভাবে যিকিরে লিপ্ত হয় তখন দিলের ঐ উপরের দরজাটি খুলে যায়। নিচের দরাজাটি শুধু যিকিরে-খফীর সাহায্যেই খোলা সম্ভব হয়। যিক্‌রসমূহের মধ্যে মূল হলো এ হাবসে দম। চিশতীয়া ও কাদরিয়া তরীকার বুযুর্গগণ যিকিরের মধ্যে তাকে শর্ত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নকশবন্দিয়া তরীকার শায়খগণ তাকে শর্ত হিসেবে ঘোষণা না করলেও তার মর্যাদা ও প্রাধান্যকে তাঁরাও অস্বীকার করেন নি। এর বহু উপকারিতার মধ্যে একটি হলো তাতে ভেতরের উষ্ণতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং চর্বি ও অতিরিক্ত মেদ কমে আসে। কলবের সাথে যে সমস্ত রগ মিশে রয়েছে এগুলো চর্বিদার হয়ে থাকে। এ চর্বিকে বাহন বানিয়ে শয়তান মানুষের দিলে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি করে। শ্বাস বন্ধ করার মাধ্যমে তার উষ্ণতায় চর্বি গলে গিয়ে দিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। ফলে শয়তানের যাবতীয় প্রচেষ্টা তখন ব্যর্থ হয়ে যায়

খাতরাতে ফাসেদা বা ফাসেদ ওয়াসওয়াসা দূরকারী যিকিরের আলোচনা

শয়তান অজগর সাপের ন্যায়। এর ফণা অতি বিষাক্ত। মুরীদ যখন গুনায় লিপ্ত হয় বা হারাম খাদ্য খায় তখন এর শক্তি আরো বৃদ্ধি পায় এবং তার ফণাটি দিলের চুতষ্পার্শ্ব ঘুরতে থাকে। তাতে তার বিষক্রিয়া কলবের মধ্যে গিয়ে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে কলবে অন্ধকার এবং কালিমার সৃষ্টি হয়। আর মুরীদ যখন সকল গুনাহ থেকে তওবা করে পাস-আনফাস যিকিরে মশগুল হয়, তখন শয়তান দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কলবে নূর এবং ছাফায়ি ও পরিচ্ছন্নতার সৃষ্টি হয়।

কোন মন্দ খেয়াল যদি দিলে মজবুত হয়ে বসে আর কোন ক্রমেই তা দূরীভূত না হয় তা হলে তা দূর করার উপায় হলো শ্বাস নাভি টেনে কালবে এনে থামবে এবং দিল হতে কামিলা 'লা ইলাহা' বের করবে। ধারনা করবে, দিলের উপর বসা আযদাহারূপী শয়তানের লেজ আমি এ 'লা ইলাহা'-এর কাঁচি দ্বারা ধরলাম। অতঃপর সে ডান কাঁধ পর্যন্ত ঐ শ্বাস টেনে নিবে এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দিলের ওপর সজোরে 'ইল্লাল্লাহ' -এর জরব লাগাবে। খেয়াল করবে, এ মার শয়তানের মাথায় মেরে এর মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলাম এবং তা আমার দিল থেকে এথন বের হয়ে গেছে। বিরামহীনভাবে একের পর এক এই ধরনের জরব লাগাতে থাকবে। খোদা চাহেন ত অতি সত্বর ফাসিদ এবং বদখেয়ালসমূহ বিদূরিত হয়ে যাবে। শয়তানও বিতাড়িত হয়ে যাবে। মন যিকিরের নূরে আলোকিত হয়ে উঠবে।

এই যিকিরের সময় হাবসে দম এর প্রতি খুবই সতর্ক লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন। হাবসে দম ছাড়া এ যিক্‌র উপকার যে করে না তা নয়, তবে হাবসে দম থাকা এর একটি শর্ত।

হাবসে নফী ও ইসবাত নিয়ম

এ যিক্‌রকে অনেকেই শুগলে নফী ও ইসবাত বলে থাকেন। এর তরীকা হলো চক্ষু বন্ধ করে জিহ্বাকে তালুর সাথে লাগিয়ে নাভিমূল হতে শ্বাস টেনে দিলের কাছে আনবে। এবং 'লা ইলাহা' শব্দটি বাম হাঁটুর নিকট হতে ডান হাঁটুর দিকে টেনে কাঁধ পর্যন্ত গিয়ে দিলের উপরে সজোরে ইল্লাল্লাহর জরব লাগাবে। প্রথম দিন দশ বার শ্বাস নিবে এবং প্রতি শ্বাসে তিনবার করে ঐরূপ করবে এরপর প্রতিদিন এক এক শ্বাস করে বাড়াতে থাকবে। আল্লাহ বেজোড়। সুতরাং তিনি বেজোড় সংখ্যা পছন্দ করেন– বৃদ্ধি করার সময় উক্ত নীতিটির প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তাতে ভেতরে উষ্ণতার সৃষ্টি হবে এবং চর্বি গলে যাবে। ফলে শয়তানী আশংকা ও ওয়াসওয়াসা দূর হবে এবং শয়তানও পরাজিত হবে।

শ্বাস টেনে এই ধরনের যিকিরের অভ্যাস যখন হবে তখন মনের মাঝে বিশেষ এক আত্মবিমোহনতার সৃষ্টি হতে দেখা যাবে। ইলাহী ইশক ও মহব্বতের আগুনে তার সবকিছু আলোকিত হয়ে যাবে। তবে ওয়াসওয়াসাসমূহের বিদূরণ এবং হাবসে-দমের এই অনুশীলনে উদর খালি রাখা একান্ত জরুরি। প্রাথমিক অবস্থায় তো এর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

হাবসে-দম যিকিরের সময় ঠাণ্ডা এবং শীত হতে খুবই বেঁচে থাকা উচিত। ঠাণ্ডা পানি, বাতাস ইত্যাদি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। কেননা শীতলতার প্রভাবে কলবের উষ্ণতা বিদূরিত হয়ে যাওয়ার খুবই আশংকা রয়েছে। অসুস্থতা ও স্বাস্থ্যহীনতান আশংকা বিদ্যমান থাকায়

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গরম জিনিস ব্যবহার করা থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। এত বেশি আহার করবে না যে শরীর অলস ও ভারী হয়ে পড়ে এবং কমও আহার করবে না, যা দিয়ে শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

হাবসে নফী ও ইসবাতের দ্বিতীয় নিয়ম

একান্ত নির্জনে চার জানু হয়ে বসে চক্ষু বন্ধ করে নিবে। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং এর পার্শ্ববর্তী অঙ্গুলীর সাহায্যে হাঁটুস্থিত কিমাস নামক রগটি চেপে ধরে হাত হাঁটুর উপর রাখবে। অতঃপর নাভিমূল হতে শ্বাস টেনে দিলের দিকে নিয়ে আসবে এবং উম্মুদ্দিমাগ অর্থাৎ মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে কিছু অবস্থান করার পর জিহ্বা না নাড়িয়ে ধ্যান সহকারে 'লা' শব্দটি নাভি হতে টেনে রূহ পর্যন্ত নিয়ে এবং 'ইলাহা' শব্দটি মস্তিষ্কে পৌঁছিয়ে পুনরায় বের করবে আর দিলে ইল্লাল্লার জরব লাগবে। এমনিভাবে একই শ্বাস বের করার সময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ) এ কথার ধ্যান করবে এবং চক্ষু খুলে লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন বন্ধু নেই)-এ ধ্যান করবে। পরে ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করবে। এভাবে দিনে দশবার শ্বাস টানবে এবং পরে প্রতি -শ্বাসে একবার করে তা বৃদ্ধি করতে থাকবে। যাতে ক্রমে সে এক শ্বাসে একশত একুশবার করে উক্ত যিক্‌র করতে পারে। এ পর্যায়ে পৌঁছতে পারলে তার কলবের দ্বার খুলে যাবে এবং নূরে মুশাহাদার (পরমতকে সমক্ষে প্রত্যক্ষ করা) আলোকে তার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠবে।)

কুরব বা নৈকট্য দুই প্রকার

কুরবে-নাওয়াফেল ও কুরবে ফারায়েয। কুরবে নাওয়াফেলের অর্থ হলো মানবিক গুণসমূহ অবলুপ্ত হয়ে সালেক বা আল্লাহ অন্বেষী ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর গুণাবলি ও শক্তির সৃষ্টি হওয়া। যেমন– 'কুম বি ইযনিল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি উঠে দাঁড়াও) বলে মুর্দাকে জীবিত করা এবং পরে আবার একে মেরে ফেলা (কোন যন্ত্রের মাধ্যম ব্যতিরেকে), দূরের কথা শোনা বা দূরের জিনিস দেখা ইত্যাদি।

কুরবে ফারায়েযের অর্থ হলো আল্লাহ ছাড়া আর সকল কিছুর অস্তিত্বের উপলব্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এবং সালিকের অন্তরে আল্লাহর অস্তিত্ব ভিন্ন অন্য কিছুর অস্তিত্বের ধ্যান না থাকা। সূফীগণের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ' কথাটির মর্ম তাই। আর এটাই হচ্ছে কুরবে ফারায়েযের ফল।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সুলতানাম মাহমুদা শুগল পদ্ধতি

'সুলতনান নাসীরা' পদ্ধতিতে নাকের ডগার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয় আর এ পদ্ধতিতে ভ্রুর মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। এই শুগলের ফল হলো, এর মাধ্যমে যিক্‌রকারী ব্যক্তির সামনে স্বীয় গোপন ভেদ উন্মোচিত হয়ে উঠে, আর যখন নিজের ভেদ উন্মোচিত হয়ে উঠে তখন ক্রমে ঊর্ধ্ব জগতেরও সকল অবস্থা সম্পর্কে সে অবগত হতে পারে।

সুলতানুল আযকার শুগল পদ্ধতি

সংকীর্ণ এবং অন্ধকার এমন একটি ক্ষুদ্র কুঠুরী নির্বাচন করবে, যেখানে বাইরের শোরগোলের আওয়াজ প্রবেশ করতে না পারে। পরে দরূদ, ইস্তিগফার এবং আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর একাগ্রচিত্তে তিনবার

اَللّٰهُ اَعْطِنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا

এ দু'আ পাঠ করবে। এর পর শুয়ে বা বসে বা দাঁড়িয়ে থেকে সম্পূর্ণ শরীর ঢিলা ও অসাড় করে রাখবে এবং নিজেকে মৃত বলে ধ্যান করবে। পরে আপাদমস্তক ধ্যানস্থ হয়ে শ্বাস গ্রহণের সময় 'আল্লাহ'এবং শ্বাস ত্যাগের সময় 'হু' বলার ধ্যান করবে। শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের সময় প্রতিটি লোমকূপ হতে 'হু' -এর যিক্‌র হচ্ছে বলে খেয়াল করবে। তাতে এমনভাবে সে নিজেকে নিমগ্ন করে রাখবে যেন স্বীয় অস্তিত্বও তার নিকট বিলুপ্ত হয়ে যায়। 'হুওয়াল হায়্যুল কায়্যুম' সতত এই খেয়াল ও ধ্যান নিজের মধ্যে জাগ্রত রাখবে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এর এমন অবস্থা হবে যে, প্রতিটি চুল এবং লোমকে সব সময় যিক্‌র করতে দেখা যাবে এবং তার সর্বাঙ্গ আল্লাহর তাজাল্লীর নূরে সমুজ্জল হয়ে উঠবে।

সুলতানুল আযকার যিক্‌র পদ্ধতি

পঞ্চইন্দ্রিয় (যথা-চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক) তুলা বা অঙ্গুলীর সাহায্যে বন্ধ করে নাভির তল থেকে শ্বাস টেনে উম্মুদিমাগ অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে নিয়ে গিয়ে থামবে এবং সেখান হতে দিলের মাঝে টেনে নিয়ে কালবী যিক্‌রসহ বস্তু উপাদানে গঠিত মনের কথন শ্রবণের সাথে উম্মুদ্দিমাগে এবং দিলে মুদাওয়ারে অবস্থিত উজ্জ্বল নুকতাটিকে অনেকে 'লতীফা-এ-আখফা' (অধিক গোপন লতিফা) নামেও অভিহিত করেন। উক্ত যিক্‌র এমনভাবে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মশগুল হয়ে থাকবে যেন ক্রমে ঐ নুকতাটি বিস্তৃত হবে বিস্তৃততর হতে থাকে আর তার সমস্ত শরীর এর প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে। এরপর আল্লাহর আরশ হতে হীন এ জগৎ পর্যন্ত সকল কিছুই নূরে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টিগোচর হতে থাকবে এবং এই নূরের মাধ্যমে আল্লাহ ও ফেরেশতাগণের সুরত দৃশ্যমান হয়ে উঠবে।

সালেক বা আল্লাহর অন্বেষী ব্যক্তি যদি এ স্তর ও পদ্ধতি অর্জন করতে পারে তা হলো স্বীয় সত্তাকে নিখিল বিশ্বের নিয়ন্তা বলে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এ স্তরের সালেককে স্বীয় গুণসমূহকে আল্লাহরই গুণ বলে ভাবতে হবে। যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন অদৃশ্য সম্মানে বিভূষিত করে থাকেন।

আনওয়ারাত ও মুরাকাবাসমূহের আলোচনা যেগুলো যিক্‌র ও ধ্যানের সময় প্রকাশ পেয়ে থাকে

মুরাকাবা পদ্ধতি

সালেক যখন জাহেরী ও বাতেনী, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল ধরনের নূরে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং তার শিরা-উপশিরায় যিকিরের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিমোহনের এক দশার সৃষ্টি হয়। আর এই সময়ই তাকে মুরাকাবা ও ধ্যান পদ্ধতির প্রশিক্ষণ দেয়ার শ্রেষ্ঠ সময়।

মুরাকাবা কয়েক প্রকার। তালিব বা খোদা প্রত্যাশী ব্যক্তি যে পদ্ধতিতে উপকার পায় এবং যে পদ্ধতি গ্রহণ করলে সে শীঘ্র মনজিলে মাকসুদ ও অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হতে পারে, সে পদ্ধতি অনুসারেই তার কাজে লেগে যাওয়া উচিত। মুরাকাবার কতিপয় পদ্ধতির বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

প্রথম পদ্ধতি ঃ নামাযের তাশাহহুদেরমত বসে দু হাঁটুতে মাথা ঠেকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সব কিছু থেকে মনকে মুক্ত করে একান্ত ধ্যানে আল্লাহর দরবারে নিজেকে হাজির করে 'আউযুবিল্লাহ' ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর اَللّٰهُ حَاضِرِیْ اَللّٰهُ نَاظِرِیْ اَللّٰهُ مَعِیْ পাঠ করবে এবং একাগ্র চিত্তে তার মর্ম ধ্যান করবে। ধারণা করবে, আল্লাহ তায়ালা সর্বক্ষণ হাযির আছেন, সতত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তিনি আমার সঙ্গী। এই ধ্যানে এত মগ্ন হবে যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু এমন কি স্বীয় অস্তিত্বের খেয়ালও যেন তার বিলুপ্ত হয়ে যায়। অল্পক্ষণের জন্য ও যদি উক্ত ধ্যানে ব্যাঘাত হয় বুঝবে মুরাকাবা এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। শুরুতে অবশ্য এই মুরাকাবায় কষ্ট হয় কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোন কষ্টবোধ থাকে না। অধিকন্তু এই ধ্যান হতে বিরত থাকাই বরং মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই স্তর পর্যন্ত পৌছান ক্রমান্বয়েই সম্ভব হয়ে থাকে। সুতরাং শুরুতেই অক্ষম হয়ে তা পরিত্যাগ করতে নেই।

দ্বিতীয় মুরাকাবা ঃ যে সমস্ত পীড়ার দরুন মানুষের মন আল্লাহবিমুখ হয় এর প্রধান কারণ তিনটি। এক, হাদীসের নাফস অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কাল্পনিক আলোচনায় বিভোর রাখা। দুই, নাফসী খাতারাত বা মনে অনিচ্ছাকৃত সৃষ্ট ধারণা ও আশংকাসমূহ। তিন, অন্য জিনিসের প্রতি লক্ষ্য প্রদান বা জাগতিক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগতি। বাতেনী শুগল আশগাল হলো এ সমস্ত রোগের মূল চিকিৎসা। তবে এই চিকিৎসাও কয়েক ধরনের হয়ে থাকে। হাদীসে নাফসের বেলায় ইসমে যাত (অর্থাৎ আল্লাহ) আর নাফসানী খাতরাতের বেলায় আল্লাহর মৌলিক গুণবাচক নামসমূহের ধ্যান করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদের প্রতিও দিলের তাওয়াজ্জুহ রাখতে হবে।

মুরাকাবা-এ-রুয়াত বা পরম সত্তার দর্শন ধ্যান

এতে আল্লাহর দর্শনের ধ্যান করবে اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى (অর্থাৎ, সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখছেন) এ আয়াতের উপর গভীর লক্ষ্য নিবদ্ধ করবে। সব সময় এই ধ্যান অন্তরে জাগরুক রাখবে, যেন ক্রমে তার মধ্যে ঐ পরম সুরতকে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

মুরাকাবা-এ-মায়িআত বা পরম সত্তার সংসর্গের ধ্যান

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ (যেখানেই তোমরা থাক না কেন আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সঙ্গে আছেন) এই আয়তটির মর্ম ধ্যান করবে। দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে, গোপন ও প্রকাশ্য, সুস্থতা ও অসুস্থতা সকল অবস্থায়ই আল্লাহ আমার সঙ্গ রয়েছেন। আর এই ধ্যানেই সর্বদা বিভোর হয়ে থাকবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুরাকাবা-এ-আকরাবিয়্যাত বা পরম সত্তার নৈকট্যের ধ্যান

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (শাহরগ হতেও আল্লাহ অধিক নিকটবর্তী) এই আয়াতটির অর্থ ও মর্মের প্রতি ধ্যান করবে এবং ধ্যান করবে যে, তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। আর এই ধ্যানেই আত্মবিভোর হয়ে থাকবে।

মুরাকাবা-এ-ওয়াহদাত বা একত্বের ধ্যান

সবকিছুতেই তিনি (আল্লাহ) এবং 'হুয়াল আওয়ালু হুয়াল আখির' বা আদি ও অন্তেও কেবলমাত্র তিনি (আল্লাহ) এই কথা মুখে বলবে এবং ধ্যান করবে যে, তিনি ছাড়া কোথাও কিছু নেই। আর এই ধ্যানেই আত্মবিভোর হয়ে থাকবে।

মুরাকাবা-এ-ফানা বা স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্তির ধ্যান

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

অর্থাৎ, "জগতের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে শুধুমাত্র মহাপরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী আপনার প্রভুই বিরাজমান থাকবেন।"

এই আয়াতটির মর্ম খেয়াল করে এ ধ্যান করবে যে, সবকিছুই একদিন ফানা হয়ে যাবে আর সকল ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দোষ হতে মুক্ত আল্লাহ তায়ালা কেবল সর্বদা বিরাজিত থাকবে। মানসচক্ষে এ অবস্থাটি অবলোকন করবে এবং এই ধ্যানেই নিমগ্ন হয়ে থাকবে। তাতে উক্ত বিষয়টি মর্ম তার নিকট আরো সুস্পষ্ট, আরো উদঘাটিত হয়ে উঠবে। স্বীয় অস্তিত্বের অনিত্যতা এবং স্বীয় জ্ঞান এবং বুদ্ধির অক্ষমতা ও বিলুপ্তি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ফানার বিভিন্ন স্তরের আলোচনা

ফানার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরেরও আবার নির্দিষ্ট সীমারেখা বিদ্যমান। যিকরে জিসিম (শরীরী যিক্‌র) নাফস (নাফসের যিক্‌র) যিকরে দিল (দিলেন যিক্‌র) যিকরে রূহ (রূহের যিক্‌র) যিকরে সির এই পাঁচটি স্তর যেমন যিকিরের রয়েছে তেমনি ফানার পাঁচটি স্তর রয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম স্তর ঃ যিকরে রব্বানীর প্রাধান্য স্তর। একে যিকরে জিসমীও বলা হয়ে থাকে। এর প্রধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নাফসে আম্মারার বৈশিষ্ট্য চারিত্রিক দোষসমূহ শরীয়ত নির্দেশিত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণরাজিতে বিলীন হয়ে যায়।

দ্বিতীয় স্তর ঃ যিক্‌র ও ধ্যানের প্রাধান্য স্তর। একে যিকরে নাফসীও বলা হয়ে থাকে। এর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে নাফসে লাওয়ামার বৈশিষ্ট্য নাফসান খাহিশাত বা জৈবিক লিপ্সাসমূহ ইমকানী খাহিশ বা সম্ভাব্য প্রয়োজনের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। ফলে শরীয়তের নির্দেশসমূহের উপর দৃঢ়ভাবে পাবন্দ থাকা সম্ভব হয় এবং নাফসে মুলহিমের স্তরে মুকাশাফা ও ইলহাম, অদৃশ্য রহস্য উদঘাটন ও অদৃশ্য শক্তির নির্দেশ প্রাপ্তির পদ্ধতিসমূহ তার নিকট উন্মোচিত হয়ে উঠে।

তৃতীয় স্তর ঃ যিকরে কলবীর প্রাধান্যের মাধ্যমে অস্তিত্বশীল বস্তুসমূহের কাজ ও গুণাবলি প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী সত্তা আল্লাহর কাজ ও গুণাবলিতে বিলুপ্ত হওয়া। যাতে প্রতিটি বস্তুকে এবং প্রতি কাজে কেবলমাত্র আল্লাহরই তাজাল্লী সালিকের দৃষ্টিগোচর হতে পারে এবং সে নাফসে মুতমাইন্নার স্তর ইতমিনানে কলবী বা মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

চতুর্থ স্তর ঃ যিকিরে রূহের প্রাধান্য স্তর। তাকে মুশাহাদাও বলা হয়ে থাকে। এর প্রাধান্য বিস্তারের মাধ্যমে সকল ধরনের আধিক্য আল্লাহর একত্বে যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়। এমনকি সালিকের সামনে আল্লাহর যাত প্রত্যক্ষ করা ভিন্ন আর কিছুই যেন না থাকে এই স্তর 'মাকামে মুশাহাদা' নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

পঞ্চম স্তর ঃ যিকিরের স্বাদ গ্রহণ করার প্রতি লক্ষ্য না থাকা এবং সমস্ত সৃষ্টির প্রতি বিরাগের নাম হচ্ছে যিকরে সিররী। এ যিকিরে সিরীর বৃদ্ধির মাধ্যমে সালিকের স্বীয় সত্তাকে অনন্ত সত্তার মাঝে লীন করে দেয়াই হচ্ছে এ স্তর। সালিকের তুষ্টিই এর মধ্যে নিহিত যে, স্বীয় সত্তার অস্তিত্ব -উপলব্ধি যেন তার না থাকে। কারণ, নিজের উপলব্ধি যদি তার থাকে তবে ফানাইয়্যাত বা আত্মলীন হওয়ার ধ্যান তার বিনষ্ট হয়ে যাবে। যা হোক, এই স্তরে সালিক বা আল্লাহ অন্বেষী ব্যক্তি 'ফানা উল-ফানা' বা আত্মলীনের ধারণা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ও লীন হওয়ার স্তরে যাইয়া উপনীত হয়। তখন স্বীয় জ্ঞান বা অস্তিত্ব ইত্যাদির কোন বোধ আর বাকি থাকে না। 'লীমা' আল্লাহি ওয়াকতুন' অর্থাৎ আল্লাহর সাথে আমার বিশেষ এক সময় রয়েছে-এ বাক্যটির দ্বারা ঐ স্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পর সালিকের মধ্যে "মন রা'আনী ফাকাদ রাআল 'হাক্কা'" অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করল সে অনন্তময়কেই দর্শন করল এ প্রবচনটির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

এ পর্যায়ে সালেক স্বীয় লক্ষ্য 'সায়র ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহর দিকে যাত্রা) এবং স্বীয় ধ্যান 'সায়র ফীল্লাহ' (অনন্ত সত্তায় পরিভ্রমণ) সব পরিসমাপ্তি করে পরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়ে তার প্রকাশই সকল সৃষ্টির মূল কার্যকারণ-এই কথার জ্ঞান লাভ করতে পারে। সালিকের স্বীয় অস্তিত্ব একেবারে বিলীন হয়ে যায় তখন। এ স্তরে গিয়ে হযরত বায়েযীদ বোস্তামী বলেছিলেন, যতদিন আমি অদৃশ্য ছিলাম, দূরে ছিলাম, পরমময়কে অনুসন্ধান করে ফিরতাম কিন্তু কেবল নিজেকেই দেখতে পেতাম; এখন ত্রিশ বছর ধরে নিজেকে তালাশ করি কিন্তু পরমময়কেই কেবল দেখতে পাই।

এ মরতবার তাজাল্লী একবার মাত্র যদি কোন সালিকের উপর পড়ে তবে সে ওলীয়ে কামিলে পরিণত হয়। কিন্তু এ মরতবার প্রকাশ খুব কমই ঘটে থাকে। কেউ কেউ বলেন, সপ্তাহে এক দুই মুহূর্ত বা দিনে দুই এক মুহূর্ত বা দুই তিন দিনে দুই এক মুহূর্ত অথবা কম বেশি এ অবস্থার প্রকাশ হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা, তা আরিফবিল্লাহ বা আল্লাহর মারিফাত হাসিলকারী ব্যক্তির অবস্থা ভেদের উপর নির্ভরশীল। যে পর্যায়ের অবস্থা তার হবে সে অনুসারেই তার মাঝে ফানাইয়াত বা সত্তালীন হওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হবে। যে কোন ব্যক্তি তা উপলব্ধি করার বিষয় নয়। ذَالِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ তা শুধু আল্লাহরই অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি তা দান করেন। এ 'ফানা' ও স্বীয় সত্তা বিলীনের স্তরে আল্লাহ যখন তার প্রিয় বান্দাকে স্থায়িত্ব দিতে চান তখন স্বীয় নূর ও জ্যোতিরশ্মির মাধ্যমেই তাকে স্থায়িত্ব দেন। এ স্তরকে বলা হয় 'জমউল-মাজ' বা একত্রিত্বের একত্রিত স্তর। আর এ স্তর হচ্ছে সর্বশেষ স্তর।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাকাবিল্লাহ

বাকাবিল্লাহ হচ্ছে অন্ত হতে আদির দিকে প্রত্যাবর্তনের নাম। আদিতে শিষ্যের দৃষ্টি বস্তুসমূহের উপর খুবই ভাসা ভাসা ধরনের হয়ে থাকে। যা হোক, বাকাবিল্লাহর স্তর মারাত্মক বিভ্রমের স্তর। সত্তালীন ও বস্তুর নির্ধারণ উপলব্ধি খতম হওয়ার পর এ স্তরে পুনরায় বস্তু নির্ধারণের দিকে ফিরে আসতে হয়। এই সময় সর্বপ্রথম দৃষ্টিতে পড়ে প্রকৃত অস্তিত্বশীল সত্তা আল্লাহ পাকের ওপর। অতঃপর অনন্ত সত্তার নুর ও জ্যোতিরশ্মিতে সে বাহ্যিক বস্তু নির্ধারণ প্রক্রিয়া অবলোকন করে। নির্ধারণ বিষয়ে যদিও উভয় অবস্থা দৃশ্যত এক, কিন্তু এতদুভয়ের মৌল স্বাতন্ত্র্য অপ্রকাশ্য নয়। একজন আরিফ বা আল্লাহর সম্যক মারিফাত হাসিলকারী ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে, প্রতি অবস্থায় আল্লাহর অস্তিত্বের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কোন বস্তুরই আল্লাহকে দর্শন করার পথে বা আল্লাহ দর্শন অন্যান্য দ্রব্য দর্শন করার পথে তার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা, এ আরিফ, 'হাকীকতে ইনসানী' মানুষের প্রকৃত তাৎপর্য স্তর 'উলুহিয়্যাত'-এ গিয়ে উপনীত হতে পেরেছি। ঈশ্বরত্বের জন্য যেমন 'উজুবও ইমকান' অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ও সম্ভাব্য সকল কিছু সমান তেমনিভাবে প্রকৃত আরিফের নিকট পরম সত্যময় সৃষ্টি উপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ান না। 'ওয়ামা রাআইতু শায়্যান ইল্লা রাআইতুল্লাহা ফিহী' অর্থাৎ, যে বস্তুর দিকেই তাকিয়েছি সে বস্তুতেই কেবল আল্লাহকে দর্শন করেছি- এর পর্যায় হয় তার। সকল সৃষ্টির অস্তিত্বহীন আর আল্লাহ কেবলমাত্র প্রকৃত অস্তিত্বশীল কথার নিশ্চিত জ্ঞান হয় তার। আল্লাহর জ্ঞানেই নিজেকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আবদ্ধ দেখতে পায় সে। আর এ আবদ্ধতার কারণেই সে নিজেকে একজন দাস, একজন বান্দা বলে ভাবতে পারে। আর তখনই সে বলতে পারে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ বা মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল বা বার্তাবহ। এ পর্যায়ে সে আল্লাহর প্রতিনিধি হয়ে মানুষ-জনকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে থাকে। বাহ্যত সে বান্দা, আভ্যন্তরীণভাবে সে আল্লাহর প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। তখন এই স্তরকে বলা হয় 'বায়যাখুল-বারাযিখ'। সাম্ভাব্য ও অবশ্যম্ভাবী সকল কিছুই এখানে সমান। কারোর উপর কারোর কোন প্রাধান্য নেই।

Boi Collection of Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ *

অর্থাৎ, দুই সমুদ্রের একত্রে মিলছে অথচ এতদুভয়ের মাঝে অনতিক্রমণীর এক বাধা বিদ্যমান। এই স্তরে উপনীত হওয়ার পর আরিফ বা মারিফতের অধিকারী ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়ার উপর কর্তৃত্বের অধিকারী হয়।

سَخَّرَ لَكُمْ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

অর্থাৎ, "আকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের বাধ্য অনুগত করে দেয়া হয়েছে।"

এ আয়াতটির মর্ম তার নিকট উদঘাটিত হয়ে উঠে। সে ক্ষমতার অধিকারী হয়। আল্লাহ পাকের যে কোন তাজাল্লী ও জ্যোতিরশ্মিকে নিজের উপর আপতিত করে নিতে পারে। আল্লাহর যে কোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করে তার তাছীর ও প্রভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলি বিদ্যমান এবং যেহেতু সে আল্লাহর চরিত্রে বিভূষিত এবং اَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَهٗ ظَاهِرَه وَبَاطِنَه বাহিক্য ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার নিয়ামত যেহেতু সে প্রত্যক্ষ করেছে সেহেতু সে'নূরুর আলা নূর' (জ্যোতির উপর জ্যোতি)-এর পর্যায়ে উপনীত হয়ে যায় এবং সকল হাল ও অবস্থা তার অনুগত হয়ে যায়। কবি বলেন ঃ

এই রোগের (আল্লাহর প্রেম) ওষুধ পায় নি কেউ
এ পথের শেষ দেখে শেষ
ভাই ওহে আমার, এই দরবারের কোন কেউ
যে পর্যায় তোমার আরোহণ হউক না তবু
যাত্রা বিরতি হয় না যেন কভু।

ভাল ও মন্দ, নূর বা জ্যোতিরাশির অবস্থাসমূহ

সালেক বা খোদান্বেষী ব্যক্তির মন যখন যিক্‌র করা শুরু করে, সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে যখন এর বিস্তার হয় আর আল্লাহ ভিন্ন অন্য সবকিছু থেকে তার মন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ও নির্মল হয়ে যায় এবং রূহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতার সাথে তার পরিপূর্ণ সম্পর্ক যখন কায়েম হয়ে উঠে, তখন তার মাঝে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আনওয়ারে ইলাহী বা ঐশী জ্যোতিরাশির প্রকাশ ঘটিতে থাকে। কখনো কখনো সে এ নূর বা জ্যোতিরাশির প্রকাশ নিজের অভ্যন্তরে দেখতে পায়। আবার কখনো বা নিজের বাইরে এটা তার প্রত্যক্ষ হয়।

রূহ ও ফেরেশতাগণের সাক্ষাৎ লাভের যিক্‌র

ডান দিকে سبوح 'সুব্বুহুন', বাম দিকে قدوس 'কুদ্দুসুন' আকাশের দিকে رب الملئكة 'রব্বুল মালায়িকাতি' এবং কলবের উপর الروح 'আররূহ'-এর এক হাজার জরব লাগাবে এবং মূল মকসুদের প্রতি ধ্যানস্থ হয়ে থাকবে। যে কোন রূহের সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা হয় জাগ্রত বা নিদ্রায় সে তার সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে। উপরোক্ত যিকিরের দুই হাজার জরব লাগালে অতি শীঘ্রই মাকসুদ হাসিল হয়।

ভবিষ্যৎ সংবাদ লাভ করার যিক্‌র

ডান দিকে ياحد 'ইয়া আহাদু' বাম দিকে ياصمد 'ইয়া ছামাদু', কাঁধের দিকে মাথা ফিরিয়ে ياحى 'ইয়া হায়্যু' এবং অন্তরে يا قيوم 'ইয়া কায়্যুম'-এর জরব লাগাবে। বালা-মুসিবত দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এই যিক্‌র উল্লিখিত তরীকায় করা পরীক্ষিত একটি আমল।

দুষ্প্রাপ্য বস্তু হাসিল করা এবং ভবিষ্যৎ সংবাদ জানার যিক্‌র

তাহাজ্জুদের নামাযের পর এক হাজার বার করে ডান দিকে ياحى 'ইয়া হায়্যু', বাম দিকে يا قيوم 'ইয়া কাইয়্যুম', আকাশের দিকে ياوهاب 'ইয়া ওয়াহ্‌হাবু) এবং অন্তরের উপর يا الله 'ইয়া আল্লাহু'-এর জরব লাগাবে।

কাশ্‌ফে কুবুর বা কবরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার যিক্‌র

প্রথমে একুশ বার يا رب বলবে। পরে আকাশের দিকে يا روح 'ইয়া রূহ', কবরে يا روح 'ইয়া রূহ' এবং অন্তরে ياروح الروح 'ইয়া রূহুররূহ' এর জরব লাগাবে। জাগরণেই হোক বা নিদ্রায় ইনশাআল্লাহ সে কবরের মৃত ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ কবরের পার্শ্বে বসে মৃতের ওপর ফাতিহা পড়বে। পরে আকাশের দিকে চেয়ে اكشف لى يانور। 'উকশুফ লী ইয়া নুরু' অন্তরের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওপর اكشف لى يانور। 'উকশুফ লী ইয়া নুর' এবং কবরের উপর عن حاله 'আন্ হালিহী'-এর জরব লাগাবে ও কালবের দিকে ধ্যানস্থ হয়ে থাকবে।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূহ মুবারক অবলোকন করার যিক্‌র

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুরাতে মিছালী (রূপক অবয়ব)-এর ধ্যান করে দরূদ শরীফ পড়বে। আর ডান দিকে يا احمد 'ইয়া আহমাদু', বাম দিকে يا محمد 'ইয়া মুহাম্মাদ' এবং অন্তরের ওপর يا رسول الله 'ইয়া রাসূলুল্লাহ' এক হাজার বার করে জরব লাগাবে। শোয়া কিংবা জাগ্রত যে কোন অবস্থায় হোক না কেন ইনশাআল্লাহ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারত নসীব হবে।

প্রয়োজন পূরণের যিক্‌র

কোন মুশকিলে পড়লে বা প্রয়োজন দেখা দিলে 'আসমা-উল-হুসনা' অর্থাৎ আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ থেকে উক্ত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল কোন একটি নাম নিয়ে তিন জরবী বা চারজরবী যিক্‌র করবে। যেমন অর্থকষ্ট থাকলে يا رزاق 'ইয়া রায্‌যাকু', রোগমুক্তির জন্য يا شافى 'ইয়া শাফীয়ু', কষ্টদায়ক জন্তু-জানোয়ার হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য يا حفيظ 'ইয়া হাফীযু', দুশমনের দুশমনী প্রতিহত করার জন্য يا مذل 'ইয়া মুযিল্লু' বালা-মুসিবত দূর করার জন্য يا حى يا قيوم 'ইয়া হায়্যু ইয়া কায়্যুম'। মোটকথা তার প্রয়োজনের সাথে খাপ খায় এমন কোন নাম নিয়ে উল্লিখিত পদ্ধতিতে যিকর করবে।

নকশাবন্দিয়া তরীকার যিক্‌র শুগলসমূহের বর্ণনা

আল্লাহর পথ অনুসন্ধানী কোন ব্যক্তি পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে এ তরীকার কোন বুযুর্গকে যখন আল্লাহ তায়ালাকে পাওয়ার ওসীলা হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তখন সে ইস্তিখারা করবে। ইস্তিখারা করার পর যদি অনমতি হয় তবে সে এ পথে এগিয়ে আসার প্রয়াস পাবে। আর অনুমতি না

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হলে অন্য চেষ্টা করবে। কারণ, তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে অন্য কোন স্থানে হয়ত তার ভাগ্য জড়িত রয়েছে। পীর ও মুর্শিদের তওবাহও অনেক সময় ইস্তেখারার স্থানে গণ্য হয়।

ইস্তেখারা করার নিয়ম

ইশার নামায শেষে পুনরায় ওযু করে আন্তরিকতার সাথে একশত একবার তিলাওয়াত করতে হবে–

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّاهُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ *

অতপর সকল প্রকার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ হতে তাওবাহ করবে। মনে করবে, আমি আজ যেন নতুন করে পুনরায় মুসলমান হলাম। পরে এই উদ্দেশ্যে দুই রাকাত ইস্তিখারার নফল নামায পড়বে যে, মুর্শিদের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীয়তের যথার্থ অনুগামী করে দিন এ কামনা আমি করি।

পরিপূর্ণ মনোযোগী হয়ে খুশু-খুজু তথা বিনয় ও ধ্যানের সাথে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করতে হয়, আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠান্তে সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করতে হয়। অতঃপর আল্লাহর দরবারে কান্না করতে হবে নতুবা কান্নার অভিনয় করতে হবে। সালাম ফিরানোর পর একশত একবার কালিমা-এ তামজীদ পড়ার পর হাত উঠিয়ে দোয়া করবে। পরে ঘুম পেলে ঐ স্থানেই ঘুমিয়ে যেতে হবে। যদি সে স্থানে শোয়ার অসুবিধা বা ওজর থাকে তবে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই শোয়া যাবে। স্বপ্নে যা তার দৃষ্টিগোচর হবে পীর ও মুর্শিদের নিকট তা বর্ণনা করবে।

ইস্তিখারার সময় মনের ভাবের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। মনে যদি পূর্বের ন্যায়ই ঐ বিষয়ে মজবুত ও দৃঢ়তা থাকে তাহলে ভাববে এটাই তার জন্য পরম এক সুসংবাদ। মুর্শিদ তখন 'লাতায়িফে সিত্তা' অর্থাৎ ছয় লতীফার মাধ্যমে তাকে 'ইসমে যাত' তথা আল্লাহ'র যিক্‌রের এভাবে তালীম দিবেন যে, সে তালুর সাথে জিহ্বা মিশিয়ে, চোখ বন্ধ করে দুনিয়াবী যাবতীয় উপাদানে গঠিত তার অন্তর হতে মনে মনে তা উচ্চারণ করবে। আল্লাহর নাম ভিন্ন অন্য কিছু যেন তার ধ্যানে না আসে। উঠা বসা এবং যথাসম্ভব সকল অবস্থায়ই ঐ ধ্যান বজায় রাখবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'লাতায়িফে সিত্তা' এবং এগুলোর যিক্‌র পদ্ধতি

মানুষের শরীরে ছয়টি স্থান নূর ও বরকতের। এই ছয়টি স্থানকেই 'লাতায়িফ' এবং একবচনে লতীফা নামে অভিহিত করা হয়।

১. লতীফা-এ কালবী। বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে হল এর অবস্থান। এর নূর বা জ্যোতি লাল রঙের।

২. লতীফা-এ রূহী। ডান স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে হলো এর অবস্থান। এ নূর সাদা রঙের।

৩. লতীফা-এ নাফ্‌স। নাভির নিচে এর অবস্থান। এর নূর হলুদ রঙের।

৪. লতীফা-এ-সিররী। বুকের মাঝে এর অবস্থান। এর নূর সবুজ রঙের।

৫. লতীফা-এ খফী। ভ্রুর উপরে এর অবস্থান। এর নূর নীল রঙের।

৬. লতীফা-এ-আখফা। 'উম্মুদ্দিমাগ' এর অবস্থান। এর নূর হচ্ছে চোখের মত কালো রঙের।

ফায়েদা

এই ছয় লতীফা সম্পর্কে সালিকের এত পরিমাণ যিক্‌র হওয়া উচিত, যাতে সে এ যিক্‌রসমূহ সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল হয়ে উঠতে পারে। পীর ও মুর্শিদ উক্ত লতীফাসমূহে ঐ যিক্‌রের প্রভাব সৃষ্টি করার প্রতি বিশেষ তাওয়াজ্জুহ দিবেন। এই উদ্দেশ্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। জিহ্বাকে মুখের তালুর সাথে মিশিয়ে এবং উহা না নেড়ে কলবের মাধ্যমে ইসমে যাতের যিক্‌র আদায় করার নির্দেশ দিবেন। নিজেও এর প্রতি অবিচল একাগ্রতাসহ তাওয়াজ্জুহ দিবেন। স্বীয় কালবের মুখ মুরীদের কালবের প্রতি নিবদ্ধ ধ্যান করে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছুর খেয়াল তার (মুরীদের) অন্তরে আসতে বাধা প্রদান করার ধারণা নিয়ে কালবকে ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে নিজের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে, যেন এই তাওয়াজ্জুহ প্রদানের প্রবল ক্রিয়ায় মুরীদের লতীফাসমূহ আলোড়িত হয়ে উঠে এবং এগুলোর যিক্‌র পূর্ণভাবে চালু হয়ে যায়। এভাবে কম বেশি ঘণ্টাখানেক মুরীদের উপর তাওয়াজ্জুহ দিবেন। এই তাওয়াজ্জুহ প্রদানের শক্তি এ সিলসিলার বুযুর্গ ও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওলীদের অনুগ্রহ এবং তাওয়াজ্জু হতেই তার হাসিল হয়েছে– এ কথার ধারণা যেন তার মনের জাগরুক থাকে।

জীবাত্মা হলো আল্লাহ তায়ালার আলমে আমর বা নির্দেশ জগৎ থেকে উদগত কালবে হাকীকী বা মানবাত্মার আবাসস্থল। একে 'হাকীকতে জামে'ও বলা হয়ে থাকে। আল্লাহর নিয়ম। হল, মুরীদ যখন স্বীয় কালবের প্রতি ধ্যানস্থ হয় তখন কালবে হাকীকী বা মানবাত্মার মাধ্যমে তা ফরজ ও গুণাবলির মূল উৎস হতে ফরজ লাভ করতে পারে।

লতীফা-এ-কালবীর পুরোপুরি মশক ও প্রশিক্ষণ লাভের পর এবং ফানা-এ-কালবী বা আত্মার বিলীনতা অর্জিত হওয়ার পর অন্যান্য লতীফা আলাদা আলাদা মশ্‌ক করা কর্তব্য। ফানা-এ-লাতায়িফ বা লতীফাসমূহের লীনতার অর্থই হচ্ছে লতীফার মধ্যে আত্মনিমগ্ন হয়ে যাওয়া এবং এই বিষয়ে কোনরূপ জড়তা ও ক্লেশ বাকি না থাকা।

লতীফাসমূহের মধ্যে মুরীদ কোন কোন সময় বিভিন্ন নূর ও তাজাল্লী প্রত্যক্ষ করে থাকে। কিন্তু এতে তার আত্মহারা হতে নেই। বরং আল্লাহ তায়ালাকে সব সময়ই পবিত্র এবং দোষমুক্ত বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে।

লতীফা-এ-কালবীর বেলায় নফী ও ইসবাতে সগীর-এরও শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এর পদ্ধতি হলো চক্ষু ও ওষ্ঠ বন্ধ করে নাভির নিচ হতে শ্বাস নিয়ে কালবের মাঝে আনিয়া গতিরুদ্ধ করবে। 'লা' শব্দটি নাভি হতে বের করে গলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে 'ইলাহা' শব্দটি গলদেশ হতে 'লতীফা-এ-রূহী' পর্যন্ত নিয়ে দিলের উপর এমনভাবে ইল্লাল্লার জরব লাগাবে, যেন সব কয়টি লতীফাতে এর আছর অনুভূত হয়। সাথে সাথে আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর অবলুপ্তি এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বশীলতার ধ্যান করবে। প্রথম প্রথম প্রতি শ্বাসে একবার করে এটি করতে চেষ্টা করবে। পরে ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতি শ্বাসে একশ বার করে এটি আদায় করার প্রয়াস পাবে। বেজোড় সংখ্যা হিসেবে এটা আদায় করার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। যিক্‌র আদায় করার সময় এর জোয়ার ভাটার প্রতিও খেয়াল করবে। এতে এই যিক্‌রের প্রভাব পরিলক্ষিত হতে পারবে। যিক্‌রের যদি কোন আছর না প্রভাব পরিলক্ষিত না হয় তবে বুঝা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যাবে যে এতক্ষণের যিক্‌রে তার কোন ফলোদয় হয়নি। এ অবস্থায় পুনরায় তার এ যিক্‌র শুরু করা উচিত।

যিক্‌রের প্রভাব হলো যে, নফী করার সময় (لَآ اِلٰهَ 'লা-ইলাহা' বলার সময়) যিক্‌রকারীর নিকট সকল মানবীয় অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যায় আর ইসবাতের সময় (اِلَّا اللّٰهُ 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময়) 'জযবাতে-ইলাহী' বা খোদায়ী প্রেরণা যেন তার মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এমন একাগ্র চিত্তে এই যিক্‌রে লিপ্ত হওয়া উচিত যে, আল্লাহর যিক্‌রের যেন মনের মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য লাভ ঘটে এবং প্রেমাস্পদের নাম বিস্মৃত হয়ে তার অনন্ত জালওয়ার মধ্যেই যেন সে আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকে।

ছয় লতীফার শুগল বর্ণনা

নাভি হতে শ্বাস নিয়ে যে লতীফার যিক্‌র করতে তার বাসনা হয়, সে লতীফার কাছে এসে গতিরুদ্ধ করবে এবং যতটুকু সম্ভব ইসমে যাত তথা আল্লাহর অর্থ ঐ স্থানের নূর ও ওয়াসিতার মাধ্যমের ধ্যানসহ اللّٰه، اللّٰه، 'আল্লাহ, আল্লাহ' যিক্‌রে মশগুল হয়ে যাবে। এই ইসম বা নামকে আল্লাহর সত্তা বহির্ভূত বলে ধারণা করবে না। কেউ কেউ এ মাকামসমূহের যিক্‌র 'হাবসে-দম' পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়াই করে থাকেন।

তবে তারাও ঐ ইসমে-যাত তথা আল্লাহ'র যিক্‌র করে থাকেন।

যিক্‌রে জারূব পদ্ধতি

লতীফাসমূহের মাধ্যমে এ যিক্‌র করার পদ্ধতি হলো যে লতীফা হতে এই পদ্ধতির যিক্‌র করতে বাসনা হবে সেই লতীফা হতে ইসমে যাত আল্লাহর ধ্যানসহ সজোরে শ্বাস নিয়ে এবং এ শ্বাস কোথাও রুদ্ধ না করে পুনরায় ঐ লতীফার উপরই ১ 'হু' শব্দটির জরব লাগাবে। যেমন কেউ যদি লতীফা-এ-কলবের জারূব পদ্ধতির যিক্‌র করতে চায় তবে ইসমে যাত اللّٰه 'আল্লাহ' শব্দটির ধ্যান করে কালব হতে সজোরে শ্বাস নিয়ে রূহ পর্যন্ত টেনে আবারো কালবের উপরই ১ 'হু' শব্দটির জরব লাগাবে। এমনিভাবে অন্যান্য লতীফার বেলায়ও তাই করবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যিক্‌রের আররো পদ্ধতি

এ লতীফাসমূহের মাধ্যমে এর পদ্ধতি হলো– যে লতীফা হতে তা করার বাসনা হয়, ইসমে যাতের ধ্যানসহ ঐ লতীফা থেকে সজোরে উল্‌টা শ্বাস নিয়ে তাতেই পুনরায় ، 'হু' শব্দটির জরব লাগাবে। লতীফা-এ-কালবের যিক্‌রে জারুব পদ্ধতি বর্ণনাকালে উপরে এর উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ছয় লতীফার প্রত্যেকটির মশ্‌ক হওয়ার পর এবং এতে পূর্ণতা প্রাপ্তির পর মুরীদের সবগুলো লতীফার উপর একই সাথে স্বীয় তাওয়াজ্জুহ প্রদানের অনুরোধ করা কর্তব্য। নিজেরও এই দিকে খুবই তাওয়াজ্জুহ দান করা উচিত। এতে অতি সহজে লতীফাসমূহ জারী হয়ে যাবে। লতীফাসমূহের এই মশক করার পথে যদি কিছু তাজাল্লী ও নূর প্রকাশ পায় তবে এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বেপরোয়া হয়ে যাওয়া সালিকের জন্য উচিত নয়। বরং সব সময়ই তার মধ্যে উন্নতির তীব্র আগ্রহ থাকতে হবে।

সূফীগণের পরিভাষায় লতীফাসমূহের এই মশক পথকে সায়র-এ-লাতায়িফ বা লতিফাসমূহের যাত্রাপথ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আর এই মশক যখন পূর্ণাঙ্গ হয় তখন একে 'সুতনুয্ যিক্‌র' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

সুলতানুল আযকার পদ্ধতি

মুরীদ পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি লোমকূপের প্রতি তাওয়াজ্জুহ করে ইসমে যাতের ধ্যান করবে। পীর সাহেবও প্রতিটি অঙ্গের প্রতি তাওয়াজ্জুহ প্রদান করবেন। পরে এমনভাবে যিক্‌রে লিপ্ত হবে যে, শরীরের প্রতিটি লোম যেন যিক্‌রে মাতোয়ারা হয়ে উঠে। তার এমন অবস্থা হবে যে, এ দিক হতে ধ্যান সরাতে চাইলেও যেন সে এর শক্তি না পায়।

'ছয় লতিফার' সাথে সংশ্লিষ্ট আলোচনা এতক্ষণ চলছিল। কাদরিয়া সিলসিলার মাশায়েখ বুযুর্গগণের নিকট এই পথে মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে হলে শুধুমাত্র সাতটি কদমের দরকার। এরা কালব, রূহ, সির, খফী, আখফা এই পাঁচটি হচ্ছে 'আলমে আমর বা নির্দেশ জগতের জিনিস আর নফস এবং কালিব শারীরিক কাঠামো' এ দুটি হচ্ছে 'আলমে খালক' বা সৃষ্টি জগতের জিনিস। কালিব বা মানুষের শারীরিক কাঠামো চারি উপাদানে (আগুন, পানি,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাটি ও বাতাস) গঠিত। এই হিসাবে লতীফা হচ্ছে সর্বমোট দশটি। এই তরীকার পীর বুযুর্গগণ সর্ব প্রথম 'আলমে আমরের জিনিস কালব হতে সালেক বা মুরীদের যাত্রা শুরু করে থাকেন। আর লতীফা-এ-কালিব অর্থাৎ, শরীরের চারটি মৌল উপাদানকে নফ্সের সাথে সমাধা করে দেন। এর পর তারা মুরীদকে নফী ও ইসবাত (لا اله الا الله 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ') এর যিক্র শিক্ষা দেন।

নফী ও ইসবাতের যিক্র পদ্ধতি

বেলায়েত ও কামালাত এবং এ তরীকার মূল ভিত্তিই হচ্ছে এ নফী ও ইসবাত যিক্র। ছয় লতীফার মাধ্যমে ইসমে যাতের তথা আল্লাহর যিক্র করার প্রচলন হযরত মুজাদ্দিদে আলেফসানী (খাজা আহমাদসির হিন্দ) কর্তৃক প্রবর্তিত একটি তরীকা।

নফী বা ইসবাতের শুগল পদ্ধতি

চক্ষু বন্ধ করে জিহ্বাকে তালুর সাথে মিলিয়ে নাভির নিচ থেকে শ্বাস টেনে মস্তিষ্ক পর্যন্ত নিয়ে আসবে। لا 'লা' শব্দটি নাভি হতে টেনে 'উমুদ্দিমাগ' (মস্তিষ্কের মধ্য) পর্যন্ত টেনে সেখান হতে اله 'ইলাহা' শব্দটি 'লতীফা'-এর সময় আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল কিছুর নফী (অস্তিত্বহীনতার)-এর ধ্যান করবে আর الا الله 'ইল্লাল্লাহ্' বলার সময় আল্লাহর ইসবাতের (অস্তিত্বশীলতার) খেয়াল করবে। প্রাথমিক স্তরের সালেক 'লা মাবুদা ইল্লাল্লাহ্' (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই) মাধ্যমিক স্তরের সালিক 'লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কিছু মাকসূদ বা উদ্দেশ্য নেই), আর শেষ স্তরের সালেক 'লা মওজুদা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই)-এর ধ্যান করবে। প্রতি শ্বাসে অনধিক একুশ বার এই যিক্র করবে। এই যিক্রের আছর অর্থাৎ, আল্লাহ ভিন্ন সকল কিছু হতে সম্পর্কহীনতা যদি তার মনে সৃষ্টি হচ্ছে দেখতে পায়, তবে আল্লাহর শুকর আদায় করবে। যাতে সে এর প্রভাব প্রত্যক্ষ করতে পারে।

নকশবন্দীয়া তরীকার অধিকাংশ মাশায়েখের নিকট এ পর্যন্তই হলো সুলুকের সীমা। এর পর হচ্ছে মুরাকাবা (ধ্যান)-এর স্তর। এখন এর বর্ণনা করার ইচ্ছা রাখি। প্রথমে মুরীদকে ফানা-এ আফআলা-এর শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাওহীদে আফআলীর মুরাকাবা পদ্ধতি

এর পদ্ধতি হলো মুরীদ বা সালেক স্বীয় কর্মাবলি এবং সকল সৃষ্টিকে আল্লাহর কর্মেরই প্রকাশ বলে ধারণা করবে। আল্লাহকে সকল কর্মের মূল কর্মকর্তা বলে ভাববে। এতে সে– كنت له سمعه وبصره (আল্লাহ বলেন, আমিই নৈকট্য লাভকারী বান্দার কান ও চক্ষু হয়ে যাই) এ হাদীসটির বাস্তব নিদর্শন হবে।

এরপর-এ-যাতী-এর মুরাকাবা বা ধ্যান শিক্ষা দেয়া হয়। এর পদ্ধতি হলো– সর্বতোভাবে নূর-ই নূর বলে পরিজ্ঞাত কালবে– হাকীকীকে প্রত্যক্ষ করে নিজেকে এবং সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ সত্তার প্রকাশ বলে ধ্যান করবে। আল্লাহ ভিন্ন কোথাও আর কিছুই যেন সে প্রত্যক্ষ না করে। এ ধ্যান হতে মুহূর্তের জন্যও সে যেন গাফিল না হয়, অমনোযোগী না হয়। যদি কখনো ধ্যান সরে যায় তবে তৎক্ষণাৎ সতর্ক হয়ে যাবে এবং পুনরায় এই দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করবে। আল্লাহর মুশাহাদা ও প্রত্যক্ষ নূর দর্শনে সে যেন তখন মগ্ন হয়ে যায় এবং স্বীয় সত্তা ও সকল সৃষ্টি যেন তার নিকট বিলুপ্ত হয়ে যায়।

জানা ভাল যে, এই নিসবত বা রূহানী সম্পর্ককে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ করার পথে পীর ও বুযুর্গগণের কেউ কেউ 'যিক্‌রে কাওয়ারীর' এর শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তা হলো সকল কিছুর আঁধার মূল সত্তা আল্লাহ তায়ালাকে সূর্যের ন্যায় আর সকল সৃষ্টিকে কাঁচের মত মনে করবে এবং এ ধ্যান করবে যে, কাঁচ সদৃশ এই সৃষ্টি ঐ সূর্যের মুখোমুখি প্রতিষ্ঠিত এবং এর আলোতেই এই (সৃষ্টি) আলোকিত। এই সৃষ্টিতে ঐ নূর ও আলো ভিন্ন অন্য কিছু নেই। এ মুরাকাবা পদ্ধতিতে পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে সে সকল সৃষ্ট বস্তুতেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে ব্যাপ্ত দেখতে পাবে এবং এগুলোর (সৃষ্টি বস্তুসমূহের) প্রকৃত কোন অস্তিত্ব নেই বলে মনে করবে।

* من عرف نفسه فقد عرف ربه

অর্থাৎ, "যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সে তার প্রভুকেও চিনেছে।"

অত্র বাণীটিও ঐ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। এ পর্যায়ে সালেক পরম প্রিয় সত্তার প্রত্যক্ষ দর্শন এবং সংসর্গে অবস্থানের দরুন প্রতিটি জিনিসেই পরম হককে দেখতে পায়। সূফীগণের পরিভাষায় এই অবস্থাকে 'তাওহীদে ওজুদী' বা অস্তিত্বের একত্ব বলা হয়ে থাকে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলমে আমর (নির্দেশনা জগৎ) এর বস্তু লতীফা-এ-কালবীর সাথে জড়িত জিনিস হচ্ছে বেলায়েতের স্তর। অর্থাৎ এই লতীফা হতেই বেলায়েতের স্তর শুরু হয়। আল্লাহ ভিন্ন সকল কিছুর চিন্তাবাবনা পরিত্যাগ করার পর আল্লাহর অনন্ত জামাল ও সৌন্দর্যরাজি প্রত্যক্ষ হতে থাকলে এই স্তরকে তাওহীদের শুহুদা (সমক্ষদর্শন একত্ব) বলা হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে বেলায়েতের সম্পর্ক হচ্ছে 'রূহে আযম' (শ্রেষ্ঠতম রূহ) বা অবিমিশ্রিত এক নূর-এর সাথে।

বেলায়েতের উল্লিখিত উভয় স্তর ওলীগণের জন্যই খাস। এ স্তরে পৌঁছতে পারলে সালেক ইলমে লাদুন্নী (আল্লাহর নিকট হতে সরাসরি প্রাপ্ত জ্ঞান) এবং কুতুব ও আবদাল হওয়ার সম্মান লাভ করতে পারে।

এ নিসবত পরিপূর্ণ হওয়ার পরও এসব তাজাল্লী ও মুশাহাদার স্বাদ লাভে বিভোর হয়ে থেমে পড়া উচিত নয় বরং তাকে আরো উন্নয়ন প্রত্যাশী হতে হবে। এ পর্যায় যদিও বেলায়েতের কামাল ও চরম স্তর তবু তাতেও শিরকের কিছুটা আঁচ বিদ্যমান। পরম লক্ষ্য আল্লাহ তায়ালাকে সকল প্রকার শিরকের সংমিশ্রণ হতে ঊর্ধ্বে রেখেই লাভ করতে হবে।

এরপর মুরীদের উচিত পীর ও মুর্শিদের তাওয়াজ্জুহের ওসীলায় নিজেকে এই সকল তাজাল্লীর মুশাহাদা এবং ইচ্ছা হতে (তা যত সূক্ষ্মই হোক না কেন) পবিত্র করতে হবে। সকল খেয়াল ও ধারণা এবং চিন্তা হতে (হক হউক বা বাতিল) নিজেকে মুক্ত করে নিবে। আর পীর ও মুর্শিদের তালকীন ও পরামর্শানুযায়ী 'মুরাকাবা'এ নায়াফ্ত ও মুরাকাবা-এ ওয়ারা-উল-ওয়ারা' মশগুল হয়ে থাকবে।

মুরাকাবা-এ-নায়াফ্ত পদ্ধতি

লতীফা-এ-সিররীকে উল্লিখিত খেয়াল ও ধারণাসমূহ হতে মুক্ত করে এতে বাতেনী দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে। সকল জাগতিক বিষয় হতে আল্লাহকে পাক পবিত্র বলে ধ্যান করবে; যা তার ধারণায় নিপতিত হয় তা সকলের চেয়ে পবিত্র ও দিকহীন, বর্ণনাহীন পরম সত্তার নিকটেই চাইবে। পরম প্রিয় ভিন্ন আর কারো প্রতি যেন তার দৃষ্টি না থাকে। নূরে ইয়াকীন 'সুপ্রত্যয়তিক জ্যোতি' আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন সকল কিছু হতে যেন সে বেখবর হয়ে উঠে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এভাবে সে পবিত্রতার চরম স্তরের দিকে যেন উন্নতি করে যেতে থাকে এবং আর কোথাও যেন সে থেমে না পড়ে।

আল্লাহ ভিন্ন অন্যসব কিছুর নফী বা অস্বীকৃতির যখন প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তাওয়াজ্জুহ এবং ধ্যানের মাধ্যমে লতীফা-এ-সিররীর কাঁচ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল যখন হয়ে উঠবে তখন নায়াফ্ত, ওয়ারা-উল-ওয়ারা (ঊর্ধ্বেরও ঊর্ধ্বে) এবং বেলায়েতে আখাচ্ছ বা বিশিষ্টতর বেলায়েত-এর সুমহান মর্যাদা লাভ হয়ে উঠে।

লতীফা-এ-সিররীকে মুরীদ যখন সকল তাজ্জালী (মুশাহাদার তাজাল্লীই হোক না কেন) থেকে সমুক্ত করে তুলতে পারে তখন সে দায়িরা-এ-হাকীকী বা মৌল পরিমণ্ডলে গিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। সকল হাকীকত ও মৌল তাৎপর্য সম্পর্কে অনবহিত থাকার দরুন অবশ্য অজ্ঞ থেকে যায়। আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্য ও নুছরত যদি তার আশ্রয় হিসেবে থাকে তবে সে সকল বস্তু উপাদান এবং নূরানী ও জ্যোতির্ময় স্তরসমূহ একে একে অতিক্রম করে যেতে থাকবে এবং নায়াফ্ত ও ওরা-উল-ওয়রা স্তরও অতিক্রম করে হাকীকতে নায়াফত ও বেলায়েতে (বিশিষ্টেরও বিশিষ্টতর বেলায়েত)-এর স্তর (যা নবীগণের বেলাতের স্তর) তার নিকট উদঘাটিতে হয়ে উঠবে। মন-মস্তিষ্ককে আল্লাহর মিলন বা বিচ্ছেদের ধারণা হতে পবিত্র করার মাধ্যমেই এই নিসবত অর্জিত হয়।

সারকথা, বেলায়েতে খাস যদিও বেলায়েতের একটি স্তর তবু এতে আল্লাহ ভিন্ন অন্যদেরও অস্তিত্বের ধারণা অবশিষ্ট থেকে যায়। প্রকাশমান এবং প্রকাশস্থলেও পার্থক্য তখনো বিদ্যমান পাওয়া যায়। সুতরাং এতে এবং এর পিঠাপিঠি ঊর্ধ্ব-স্তরসমূহেও কিছু না কিছু শিরকের আঁচ পাওয়া যায়। বেলায়েতে আখছ্ছেও গায়রুল্লাহ হতে পবিত্রতা বিদ্যমান। এখানে সালেক স্বীয় মরতবা, গুণাবলি এবং পূর্ণতাকে আল্লাহরই পূর্ণতা ও গুণাবলির প্রকাশ বলে কেবল ধারণা করে।

কোন কিছুতেই সে আল্লাহর প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু প্রত্যক্ষ করে না এবং কেবল তাঁরই পবিত্রতা সে বর্ণনা করে। তবে এই কথা সত্য সে সমস্ত মানুষের পবিত্রতার ধ্যান আম্বিয়া-এ-কেরাম আলাইহিমুস সালামের পবিত্রতার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধ্যানের সম্মুখে খুবই নগণ্য মর্যাদা রাখে। মন সকল কিছুর একক্বত্বে ধারণা এতেও পবিত্র। অনুরূপভাবে আল্লাহর অন্য কিছু হতে পবিত্রতার ধারণা হতেও পাক। যা হোক, নিজের মন, মস্তিষ্ককে অন্য সকল কিছুর ধ্যান হতে মুক্ত করতে থাকবে আর উর্ধ্ব হতেও উর্ধ্ব স্তরে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। ক্রমে দিকহীন ও বর্ণহীন তাজাল্লির ধারণায় তার মন প্লাবিত হয়ে উঠবে এবং সনাতন ও অনাদি সত্তার নূরে তাজাল্লীতে সে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। মনকে অন্য জিনিস হতে যে পরিমাণে সে মুক্ত করতে পারবে তদানুসারে বেলায়েতের পরিমণ্ডলেও তারা প্রবেশাধিকার অধিক হবে।

এর পরের স্তর হচ্ছে 'কামালাতে আম্বিয়া' বা নবীগণের পূর্ণত্ব ও গুণাবলি প্রাপ্তির স্তর। যে স্তরের মূল তাৎপর্য ও গরুত্ব বর্ণনা কখনো সম্ভব নয়। বিদগ্ধ গবেষকগণ বলেছেন, নবীগণের বেলায়েত এবং তাদের নবুওয়্যাত দুটিই তাদের স্বতন্ত্র মৌল গুণের মধ্যে গণ্য। উভয়টিই অন্যটির সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব হওয়া হতে পবিত্র। তবে এতদ্ভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো যে, বেলায়েতের মাধ্যমে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থা ভেদে অনন্ত সত্তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ *

"হে নবীগণ! তাদের একজনকে আরেকজনের উপর আমি মর্যাদা দিয়েছি।"

এই নিসবত ও দরজায় পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে মাঝ হতে ধ্যান ও হাজার পরদাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং হুযুর হুযুর (আল্লাহ তায়ালাকে সময় সময় প্রত্যক্ষ দর্শন) ও নূর আলা নূর (যা বাকা বিল্লাহর স্তর)-এর স্তরে গিয়ে উপনীত হবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মোজাদ্দেদিয়া তরিকা

শায়েখ হজরত আহমদ সিরহিন্দী মোজাদ্দিদে আলফে সানী (রা) এই তরিকার প্রবর্তক। মানুষের মধ্যে লতিফা ছয়টি। মোজাদ্দেদিয়া তরিকা মোতাবেক প্রতিটি লতিফার হাকিকত রয়েছে। মানবাত্মা বা নফসে নাতেকাহর ছয়টি দিকের লতিফা ছয় প্রকার। এই মানবাত্মা একদিকে কলব ও অন্য দিকে রূহ নামে পরিচিত। আমার পিতা ও মুরশিদ প্রতিটি লতিফার চিত্র অঙ্কন করে দিয়েছিলেন। প্রথমে একটি কুণ্ডলী এঁকে বললেন– এটি দিল। উক্ত কুণ্ডলীর মধ্যে অন্য আর একটি কুণ্ডলী এঁকে বললেন– এটি রূহ। এভাবে প্রথম কুণ্ডলীর মধ্যে পাঁচটি কুণ্ডলী এঁকে শেষটির কথা বললেন– এটি আমি অর্থাৎ মানুষের হাকিকত।

ওয়ালেদ মরহুম বলেছেন– কোন কোন লতিফা আবার কোন লতিফার মধ্যে অবস্থিত। এর প্রমাণ স্বরূপ একখানি হাদীস বর্ণনা করলেন– মানুষের দেহেরর মধ্যে দিল, দিলের মধ্যে রূহ। এইভাবে ছয় লতিফা পর্যন্ত গণনা করবে।

মোজাদ্দিদ (রা) বলেন– দেহের এক একটি অঙ্গের সাথে এক একটি লতিফার সম্পর্ক। যেমন লতিফায়ে কলবের সম্পর্কে স্থান বাম স্তনের দুই আঙ্গুলের নীচে। রূহ লতিফার সম্পর্ক স্থান ডান স্তনের দুই আঙ্গুলের নিচে কলবের দিকে অবস্থিত। সিরর লতিফার অবস্থান স্থান ডান স্তনের বুকের উপর মধ্য স্থলের দিকে। খফী লতিফার স্থান বাম স্তনের উপর বুকের দিকে। আখফা লতিফার সম্পর্ক খফী লতিফার একটু উপরে। নফস লতিফার অবস্থান মাথার সম্মুখে কপালে। উরোক্ত স্থানসমূহে শিরার মত সঞ্চালন সর্বদা বিদ্যমান থাকে।

হজরত শায়েখ বললেন, প্রত্যেক তরিকতপন্থীকে আল্লাহ শব্দ জিকিরের কালে সেই সঞ্চালনের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং এই ছয় লতিফা জারি হওয়ার পর মুরিদকে নিম্নরূপে নফী ইসবাতের জিকর করার হুকুম দিবে। 'লা' শব্দকে দীর্ঘ করে প্রত্যেক লতিফার এবং ইল্লাল্লাহ শব্দকে কলবের উপর যরব দিতে হবে।

মোজাদ্দেদিয়া তরিকার অনুসারীদের মতে প্রত্যেক লতিফার রঙ ও নূর ভিন্নতর। যেমন কলবের রং হলুদ, রূহের লাল, সিরর লতিফার সাদা, খফীর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাল এবং আখফা লতিফার নূরের রঙ সবুজ। সিরর লতিফার স্থান অন্তর এবং আখফার মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ বাম স্তনের উপরে কিছুটা বুকের দিকে অবস্থিত। আখফা লতিফা অপরাপর লতিফার চেয়ে উত্তম এবং পবিত্রতম রূহ অপেক্ষা কলব আরও পবিত্রতম। মোজাদ্দেদিয়া তরিকতপন্থীদের নিয়ম হলো– তাঁরা সুদৃঢ়ভাবে মনোযোগের সাথে ইসমে জাতের তাওয়াজ্জহ গ্রহণকারী মুরিদগণের প্রতি অত্যধিক শক্তি দিয়ে প্রত্যেক লতিফার আন্তরিক শক্তি (ইলকা) আরোপ করে থাকেন। ফলে মুরিদ তার হরকত বা সঞ্চালন অনুভব করতে সক্ষম হন।

পীর সাহেব এর সাথে আল্লাহ শব্দকে প্রত্যেক লতিফায় ক্রমশ শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং এইভাবে প্রত্যেক লতিফার জিকর দৃঢ় হওয়ার পর পীর সাহেব মুরিদদের নফ ইসবাতের জিকর এমনভাবে শিক্ষা দেন যাহাতে তাঁরা কল্পনার জিহ্বায় 'লা' শব্দকে নাভির নিম্ন হতে বের করে আখফার উপর দিয়ে নফস লতিফার সম্মুখ কপালে নিয়ে যায়। তৎপর ইলাহা শব্দকে খফীর উপর দিয়ে লতিফা পর্যন্ত পৌঁছায়। অবশেষে ইল্লাল্লাহ শব্দকে রূহ লতিফা হতে অন্তরের উপর এমনভাবে যরব দিবে যেন জোর বা শক্তি সির লতিফা পর্যন্ত পৌঁছে।

এই পবিত্র কালেমার জিকর অবশ্য খেয়ালের সাথে করতে হবে। শরীর ও মাথা যেন হেলে এর দিকে খেয়াল রাখবে। এক নিশ্বাসে তিন, পাঁচ, সাতবার এভাবে ক্রমশ একুশ কিংবা পঁচিশ বার পর্যন্ত করে দম ফেলার সময় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলবে। যিকরের সময় কালেমার অর্থের প্রতি খেয়াল রাখবে। প্রথম শ্রেণির তালেব খেয়াল করবে– আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। দ্বিতীয় শ্রেণির তালেব খেয়াল করবে আল্লাহ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য নেই এবং শেষ পর্যায়ের তালেব খেয়াল করবে– আল্লাহ ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

হাকিকতে নিসবত

নফসের আকৃতি ও প্রকৃতি অন্তরে অর্জন করাই সমস্ত তরিকার উদ্দেশ্য। একেই বুযর্গগণ নিসবত বা সম্বন্ধ বলে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সাথে সালেকের আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করা। বুযর্গগণ একে নূর, সাকীনা, বাসীরাত ও হাইয়াতে নাফসানিয়া নামেও আখ্যায়িত করে থাকেন। আল্লাহ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শব্দের জিকর ও তার অর্থ ও পরিচয়ের প্রতি ধ্যান করতে করতে আল্লাহ পাকের সাথে সালেকের এমন এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠে যে, মুহূর্তের জন্যও সে আল্লাহকে ভুলে থাকতে পারে নি। এই সম্বন্ধের নিগূঢ় রহস্য ও অবস্থা যখন মানবাত্মা এবং বাকশক্তিতে প্রবেশ করে তখন ফেরেশতাকূলের মত অসীম শক্তির সন্ধান পায়। অর্থাৎ আল্লাহ শব্দের জিকর করতে সালেকের হৃদয়ে এমন এক অবস্থার উৎপত্তি হয় যে আল্লাহ তায়ালার অসীম শক্তির (আলমে জাবারুতের) সন্ধানে সমর্থ হয়।

এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে– বান্দা যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের অনুসরণে পবিত্রতার এবং জিকরে আত্মনিয়োগ করে তখন তার মাঝে এমন এক প্রকার গুণ ও শক্তির উৎপন্ন হয় যা দ্বারা ফেরেশতা তুল্য জ্ঞান হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাওয়াজ্জহর জন্য এক ধরনের আন্তরিক দৃঢ় শক্তি সৃষ্টি হয়। আবার এই দুই প্রকার সম্বন্ধ তথা নিসবত ফেরেশ্‌তা তুল্য গুণাবলি ও অসীম শক্তির প্রত্যেকটির মাঝে বহু গুণ নিহিত আছে। যেমন–

মহব্বত ও এশ্‌ক

যখন আল্লাহর জিকির করতে বান্দার হৃদয়ে আল্লাহর উপস্থিতি সর্বক্ষণের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন একে নিসবতে এশ্‌ক ও মহব্বত বলা হয়। কারণ এশ্‌কের অর্থ সীমাতীত ভালবাসা।

নিসবতে কাসরে নফস

সালেক নফসের বিপরীত কাজ করতে করতে এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যে তাঁর হৃদয়ে আল্লাহ পাকের উপস্থিতি বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং নফসের খেয়াল খুশি অন্তর হতে বিদায় গ্রহণ করে। একে নফস শেকানীও বলা হয়। গ্রন্থকার বলেন– আমার ওয়ালেদ মরহুম একে নিসবতে আহলে বায়েত বলতেন। কারণ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবারবর্গেরও এই অবস্থা ছিল। আবার একে ফানায়ে ইরাদা অর্থাৎ ইচ্ছা– আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করাও বলা হয়। এই নিসবত তাজাল্লীয়ে জাত-পাক হতে অর্জন হয।

নিসবতে মোশাহাদা

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বক্ষণ তাকিয়ে ও মনোনিবেশ করে থাকা। আল্লাহর দরবারের সর্বক্ষণ কাল্পনিক উপস্থিতি, খাঁটি মহব্বত এবং নফস

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শেকানী ইত্যাদির স্মরণে তারতম্য অনুযায়ী কিংবা নফসের দমনের তারতম্য মোতাবেক তার রঙ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

আবার মানুষের নফসে যেই রং এর শক্তি প্রবাল্য থাকে সেই শক্তিশালী অবস্থাকে উক্ত রঙে ভিন্ন ভিন্নভাবে বুঝতে সক্ষম হন। চিশতিয়া, কাদেরিয়া ইত্যাদি তরিকার উদ্দেশ্যও এই নিসবত লাভ করা এবং এতে সর্বক্ষণ এমনভাবে ডুবে থাকা যেন এই ডুবে থাকার দরুন দৃষ্টি শক্তি অজ্ন করতে সমর্থ হয়।

গ্রন্থকার প্রথমে নিসবতকে তরিকার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে পরে তাকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাদের কয়েকটি নিয়ম বর্ণনা করেছেন। এর দ্বারা তোমাদের সহজ সরল পথ প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য। উপরোক্ত বর্ণনা হতে পাঠক এমন মনে করবেন না যে এই সমস্ত শোগল ব্যতীত উপরোক্ত নিসবত অর্জন করা যায় না। বরং সত্য কথা হলো– উপরোক্ত তরিকাসমূহ বর্ণিত নিসবত অর্জনের একটি পন্থা মাত্র। এই তরিকা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে নিসবত লাভ হবে না এমন কিছু নয়। গ্রন্থকার বলেন আমার একান্ত বিশ্বাস সাহাবা কেরাম এবং তাবেয়ীগণ অন্যান্য পন্থায়ও এই নিসবত লাভ করেছেন। যথারীতি নামায আদায়, সর্বক্ষণ তাসবীহ তাহলীল এবং হুযুরী কালবের সাথেই তাঁরা এই নিসবত অর্জন করেছিলেন। পরকালকে স্মরণ, সুখ সম্ভোগ হতে দূরে থাকা, কুরআন তেলওয়াত করা ইত্যাদি বিষয়েও তাঁরা সবসময় সজাগ থাকতেন।

মোটকথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ উপরোক্ত বিষয়সমূহের উপর সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। ফলে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের দৃষ্টিশক্তি তাঁদের অন্তরে পাথরে খোদাই করার ন্যায় খোদাই হয়ে থাকত। তাঁরা আজীবন তা পালন করে চলতেন। প্রকৃতপক্ষে এরাই আল্লাহর রাসূলের ওয়ারিস। এটাই ওয়ারিস সূত্রে আমাদের পীর ও মুরশিদগণের তরিকা পর্যন্ত নিঃসন্দেহে পৌছেছে। এর রঙ বিভিন্ন এবং সিবত অর্জনের পথ ভিন্ন হলেও সকল তরিকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওয়ারিসদের পথ প্রাপ্তি এবং আল্লাহর সাথে নিসবত স্থাপন করা।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

গ্রন্থকার বলেন এই সমস্যা সমাধানে অবস্থা এই যে সাহাবা ও তাবেয়ীদের মঙ্গলজনক কর্ম (নিসবতে এহসানিয়া) সর্বদা পরহেযগারী, ন্যায় নিষ্ঠা এবং বীরত্বজনক পবিত্রতার নিসবত ছিল। যার দরুন তাঁদের প্রতি সর্ব সাধারণের সুদৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার এটিই একমাত্র কারণ। সাহাবা ও তাবেয়ীদের অবস্থা এবং বাণীসমূহকে আমার বর্ণিত নিসবতে এহসানিয়াস্বরূপে ধরে নিবে! তাঁদের ইতিহাস, কিসা-কাহিনী তার জলন্ত প্রমাণ। গ্রন্থকার বলেন-আমি আহলে বায়েতের ইমামদের রূহ মানসচক্ষে দেখেছি। তাঁরা একে অপরের আদল দৃষ্টিতার সাথে ধারণ করে রেখেছেন। আমি আরও লক্ষ করেছি তথায় তাঁদের কথাবার্তা বাইরের তুলনায় আরও অধিক প্রচলিত রয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন আমার পিতা ও মুরশিদ এক স্বপ্ন সম্বন্দে বলেছেন-একরাতে আমি হজরত হাসান, হুসায়েন এবং হজরত আলী (রা)-কে স্বপ্নে দেখে নিসবত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম আমাদের নিসবত ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আপনাদের যে নিসবত ছিল তা একই প্রকার কিনা? উত্তরে হজরত আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ! তোমরা তা আমল কর। অতঃপর অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন– নিঃসন্দেহে এটিই সেই নিসবত।

যাঁরা এই নিসবতে সর্বদা অবিচল থাকেন আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদা অতি সম্মানিত। তাঁরা যাবতীয় কাজ হতে আল্লাহর ইবাদতকেই অধিক কর্তব্য হিসাবে আদায় করেন। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি ছাড়া যাবতীয় কাজকে তাঁরা ঘৃণা মনে করেন। ইমাম মালেক তাঁর মুয়াত্তা আবদুল্লাহ ইবনে আবুবকর (রা) থেকে বর্ণনা করেন-হজরত আবু তালাহ আনসারী একদিন তাঁরা বাগানে নামায আদায়ে রত ছিলেন। ইত্যবসরে একটি সুন্দর পাখি বাগানে প্রবেশ করে ঘুরতে থাকে। গাছগুলি এমনই ঘন ছিল হে তাদের পাতা ও শাখা প্রশাখায় মাটি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। পাখিটি বের হতে না পেরে ব্যাকুলভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

পাখিটির চঞ্চলতা দেখে তিনি আনন্দ উপভোগ করছিলেন এবং নামাযরত অবস্থায়ই কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাযের কথা মনে হল। কিন্তু নামাজ কী পরিমাণ আদায় করেছিলেন তা স্মরণ করতে ন পেরে খুবই দুঃখিত এবং লজ্জিত হলেন। তিনি মনে মনে বললেন-বাগানই আমাকে এই বিপদে ফেলেছে। তখনই তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করে আরয করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বাগান আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। আপনি আপনার ইচ্ছামত তা দান করুন।

একবার হজরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম তাঁর সুন্দর সুন্দর ঘোড়াগুলি দেখার জন্য আস্তাবলে গেলেন। ঘোড়াগুলো দেখতে দেখতে আসরের নামাযের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এতে তিনি ক্ষোভে-দুঃখে মর্মাহত হয়ে ঘোড়াগুলো জবেহ করার নির্দেশ দিলেন। এই ঘটনা কুরআন মাজিদে বর্ণিত রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ মুসলমানগণ সর্ব প্রথম আল্লাহর রাসূলের আদেশ পালন করাকেই জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। কখনও যদি কোন পার্থিব কাজ আল্লাহ্‌র রাসূলের কাজে প্রতিবন্ধক হয় তবে তাঁদের লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা থাকে না। উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

নিসবত দ্বারা উচ্চ মাকামে পৌছার পন্থাসমূহের মধ্যে মহান আল্লাহকে ভয় করা অন্যতম। এই ভয়ের চিহ্নসমূহ সমস্ত দেহে প্রকাশ লাভ করে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-সাত ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ আরশের ছায়া দান করবেন (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ (২) যে যুবক যৌবন ইবাদতে লিপ্ত হয় (৩) মসজিদ হতে বের হওয়ার পর যে আবার মসজিদে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে (৪) আল্লাহর ওয়াস্তে কোন মুসলমানের সাথে সম্পর্ক রাখা (৫) আল্লাহর ভয়ে যে নির্জনে অশ্রু বিসর্জন করে (৬) সুন্দরী যুবতী যাকে অসৎ কাজে আহ্বান করলে সে এই বলে চলে যায় যে, আমি আল্লাহকে ভয় করি। (৭) যার ডান হাতের দানের কথা বাম হাত জানে না। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– একবার হজরত ওসমান (রা) এক কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে দাড়ি মোবারক ভিজিয়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফেলেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও এই অবস্থা ছিল। মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব বলেন– স্তন হতে দুধ দোহন করার পর পুনরায় তা স্তনে ভরে দেয়া যেমন অসম্ভব আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীর দোযখে যাওয়াও তেমন অসম্ভব।

হজরত আবু বকর (রা) কুরআন তেলওয়াত করার কালে অজস্র ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতেন। হজরত জুবায়ের ইবনে মোতয়েম (রাঃ) বলেন– আমি যেদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই অর্থযুক্ত আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনলাম– 'নাফরমান অবাধ্যগণ কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছু হতে সৃষ্টি কিংবা তাঁহার-নিজেরাই সৃষ্টি কর্তা'– তখন হতে আল্লাহ পাকের ভয়ে যেন আমার প্রাণ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নিসবত দ্বারা উচ্চ মর্যাদা লাভের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে সত্য স্বপ্ন দেখা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "নেক ব্যক্তির নেক স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬ ভাগের একাংশ।"

আরও ঘোষণা করেছেন– "আমার পরে আর কোন নবির আবির্ভাব হবে না। শুধু মুবাশ্বেরাত অবশিষ্ট থাকবে। সাহাবাগণ আরয করলেন 'মুবাশ্বেরাত কী!' জবাবে এরশাদ করলেন– নেক লোকের নেক স্বপ্ন কিংবা নেক লোক সম্বন্ধে নেক লোকের স্বপ্ন দেখা। তা নবুওয়তের ৪৬ অংশের একাংশ বলে জানবে। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর উপস্থিত সাহাবাদের জিজ্ঞেস করতেন– কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছ কিনা? কেউ কোন স্বপ্ন দেখলে তার ব্যাখ্যা বলে দিতেন।

ভাল স্বপ্ন দেখার অর্থ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বেহেশত, দোযখ, নেক ব্যক্তি বা নবিগণকে স্বপ্নে দেখা। পবিত্র স্থান যথা বায়তুল্লাহ শরীফ, মসজিদে নববী, বায়তুল মোকাদ্দাস। ভবিষ্যত ঘটনাবলি যেমন– হাশর নশর। পাক পবিত্র বস্তু যথা– দুধ, মধু, ঘি ইত্যাদি পান করা ও স্বপ্নে দেখা। হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে– এক ব্যক্তি রাতে কুরআন তেলওয়াত করছিল। হঠাৎ ছায়ার আকারে একটি আলো প্রকাশিত হল।

মুসলিম ও বুখারী শরীফ বর্ণিত আছে– হজরত উসাইদ ইবনে হোযায়ের তাহাজ্জুদ নামাযের পর সূরা বাকারাহ তেলাওয়াত করছিলেন। প্রদীপের মত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলোবিশিষ্ট ছায়া উপর হতে অবতরণ করতে করতে তাঁর নিকটবর্তী হলো যে তা দেখে তাঁর ঘোড়া ভয় পেয়ে গেল। ভোরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই কথা বলায় এরশাদ করলেন– তা ছিল ফেরেশ্‌তা। তোমার কুরআন তেলওয়াত শোনার জন্য তোমার নিকট এসেছিলেন। তুমি তেলাওয়াত বন্ধ না করলে ভোরেও অন্য লোক তা দেখতে পেত।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখার গুরুত্ব সর্বাগ্রে দেওয়ার কারণ এই যে, হজরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন– নবি-করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে প্রকৃতই আমাকে দেখল। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। মধু ও দুধবত সাদা কাপড় দেখাও উত্তম।

হজরত আয়েশা (রা) বলেন– কেউ নওফেল ইবনে ওয়ারাকা সম্বন্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলে হজরত খাদীজা (রা) বললেন– তিনি আপনার নবুয়তে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আপনার নবুয়তের আবির্ভাবের আগেই মারা গেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন– সে দোযখী হলে সাদা বস্ত্র পরিধান অবস্থায় আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখতাম না।

নিসবত দ্বারা উচ্চস্তর লাভের অন্য পন্থা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রদর্শন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে– তোমরা মোমেনের কারামত হতে ভয় কর। কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা দর্শন করে। নিসবত দ্বারা মর্যাদা লাভের অন্যতম লক্ষণ দোয়া কবুল হওয়া ও শ্রম দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আল্লাহর দরবারে প্রাপ্ত হওয়া।

হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে– আল্লাহ্‌ তায়ালার এমন বান্দাও আছেন যাঁদের চুল ধুলা মিশ্রিত, এলোমেলো ছেঁড়া-ফাটা বস্ত্র পরিধেয় এবং সাধারণ লোক তাঁদেরকে নগণ্য বলে মনে করে অথচ তাঁরা যদি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে কসম করেন আল্লাহ সেই কসম সত্যে পরিণত করে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদের প্রার্থিত বস্তু অবশ্য দান করেন। উল্লিখিত উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা ওলীয়ে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কেরাম এবং আল্লাহ প্রমিক বুযর্গদের পূর্ণ ঈমান, ইবাদত কবুল এবং মারেফাতের নূর অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করারই জ্বলন্ত প্রমাণ। নিসবত অর্জনের পর ফানা ফিল্লাহ এবং বাকা বিল্লাহ উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হওয়ার দ্বিতীয় নিদর্শন বলে মনে করবেন।

তা আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা দান করেন। উত্তরাধিকারী সূত্রে কেউ পায় না। হজরত নকশবন্দী (র)ও তা সমর্থন করেন। কোন ব্যক্তি তাহার পীরদের সেলসেলা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, সেলসেলার সাহায্যে কেউ আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সমর্থ হয় নি। বরং খোদায়ী আকর্ষণই আমাকে সেই পর্যন্ত পৌছিয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে-মানব ও জীবন জাতি স্বীয় আমর দ্বারা আল্লাহ্ পাকের মহব্বত নিজেরদের প্রতি আকর্ষণ করে থাকে। একথা স্মরণ রাখাই প্রত্যেকের কর্তব্য।

তথাপি নকশবন্দী তরিকার সেলসেলা বিশ্ব বিখ্যাত। গ্রন্থকার বলেন, এই সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে অবগত হতে চাইলে আমার অন্যান্য কিতাব দেখুন। আল্লাহ পথ প্রদর্শক। ফানা ফিল্লাহ ও বাকা বিল্লাহ সম্বন্ধে অবগত হতে চাইলে হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা দেখুন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমালিয়াত

জাহেরী ও বাতেনী ধনী হওয়ার আমল

গ্রন্থকার বলেন– আমার পিতা মরহুম আমাকে ওসিয়ত করেছেন– "ইয়া মুগনী" দৈনিক এগার শত বার এবং সূরা মুযযাম্মেল চল্লিশবার পাঠ করবে। তা অসম্ভব হলে দৈনিক এগার বার অবশ্য পড়বে। তিনি বলেন– পার্থিব এবং আন্তরিক ধন বৃদ্ধির জন্য এটি পরীক্ষিত। কোন কোন বুযর্গ বলেন, উক্ত সূরা দৈনিক এক চল্লিশবার পড়াই যথেষ্ট। আবার কেউ বলেন– এশার নামাযের পর দুই রাকাআত নফল নামাযের প্রথম রাকআতে একুশবার এবং দ্বিতীয় রাকআতে বিশবার পড়বে।

মৌলবী ফখরুদ্দীন সাহেবের মুরিদগণ তাঁর এক পরীক্ষিত নিয়ম সম্পর্কে বললেন– ফজরের সুন্নতের পর একবার এবং প্রত্যেক পাঞ্জেগানার পর দুইবার করে পড়লে মোট এগারবার হয়। এই অধম উপরোক্ত নিয়মসমূহে এজাযত পেয়েছে। কেউ আমল করতে চাইলে আমার পক্ষ হতে অনুমতি দেয়া হল। আমি এটি পরীক্ষা করেছি এবং ফল পেয়েছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরুদ পাঠ ও উক্ত কাজের জন্য আমার ওয়ালেদ আমাকে ওসিয়ত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন– তিনি যা চেয়েছেন এই আমল দ্বারা পেয়েছেন। তাছাড়া দরূদে তুনাজ্জিনা প্রত্যহ সত্তরবার পাঠ করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কেউ এটি আমল করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম।

আমার পিতা মরহুম বলেছেন– কোন ব্যক্তি দাঁত ব্যাথা, মাথার ব্যাথা বা পাকস্থলীর বায়ু দ্বারা কষ্ট পাওয়ার শেকায়েত তোমার কাছে করলে একটি পাক তক্তার উপর কিছু বালি ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর পেরেক দ্বারা اَبْجَدْ هَوَّزْ حُطِّىْ শব্দগুলো লিখবে। তারপর আলিফ বর্ণটির উপর পেরেক চেপে ধরে সূরা ফাতেহা পাঠ করিবে। রোগী আঙ্গুল দ্বারা ব্যাথার স্থান চেপে ধরে রাখবে। সূরা ফাতেহা পাট শেষ করে জিজ্ঞাসা করবে ব্যাথা কমেছে কি না? যদি কমে যায় ভাল। অন্যথায় 'বা' বর্ণের উপর পেরেক চেপে ধরে সূরা ফাতেহা দু'বার পাঠ করবে। পড়া শেষে জিজ্ঞাসা করবে। যদি ভাল হয় তবে আর পড়বে না। ভাল না হলে আবার 'জীম' বর্ণের উপর চেপে ধরবে এবং

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা ফাতেহা তিনবার পাঠ করবে। এভাবে আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরে চাপ দিতে থাকবে এবং একবার করে বেশি সূরা ফাতেহা পাঠ করতে থাকবে। শেষ বর্ণ পর্যন্ত পৌঁছার আগেই ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবে।

জরুরী কার্যোদ্ধার; অনুপস্থিত ব্যক্তিকে হাজির ও কঠিন রোগ হতে মুক্তি লাভ

আমার পিতা মরহুম বলেছেন, উপরোক্ত কার্যাবলির জন্য ফজরের সুন্নত ও ফরজ নামাযের মাঝে এক চল্লিশবার সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। ইমাম জাফর সাদেক হতে বর্ণিত রয়েছে, সূরা ফাতেহা চল্লিশবার পড়ে পানিতে দম করে উক্ত পানি জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে ছিটিয়ে দিলে আল্লাহর ফজলে উপকার পাওয়া যায়।

পাগলা কুকুরে কামড়ালে

পাগলা কুকুরে দংশন করলে এবং দংশিত ব্যক্তির পাগল হওয়ার আশঙ্কা থাকলে নিম্ন আয়াত চল্লিশ খণ্ড রুটিতে লিখে প্রত্যহ একটি করে খাওয়াবে।

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ـ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহুম ইয়াকীদূনা কাইদাও ওয়া আকীদু কাইদা, ফামাহহিলিল কাফিরীনা আমহিলহুম রুওয়াইদা।

মাওলানা ইসহাক সাহেব বলেন, বানাত নামক এক টুকরা কাপড় গুড়ের মধ্যে ভরে খাইয়ে দিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়ে যায়।

দরিদ্রতা ও উপবাস হতে মুক্তি

যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়াহ একবার পাঠ করে কিংবা দৈনিক একশতবার "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহির আলিয়্যিল আযিম" পাঠ করে সে কখনও উপবাস থাকে না।

রাতে জাগ্রত হওয়া

রাতের কোন নির্দিষ্ট সময় জাগ্রত হওয়ার জন্য সূরা কাহাফের শেষের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাযীনা আমানূ ওয়া 'আমিলুস সালিহাতি'।

হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে দোয়া করে নিদ্রিত হলে আল্লাহ তাকে সময় মত জাগিয়ে দেন।

শিশুদের রক্ষা কবচ

নিম্নলিখিত তাবিয লিখে শিশুর গলায় বেঁধে দিলে সে বিপদাপদ হতে মুক্ত থাকবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمٰتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفٍ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন্ শার্‌রি কুল্লি শাইতানিওঁ ওয়া হাম্মাতিওঁ ওয়া আইনিল লাম্মাতিন তাহাসসানতু বিহিস্নি আলফি আলফিন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল 'আলিয়্যিল 'আজিম।

যাবতীয় বিপদাপদ হতে মুক্তি

প্রত্যহ প্রত্যুষে একবার নিম্নের দোয়া পাঠ করলে যাবতীয় বিপদাপদ হতে রক্ষা পাবে ঃ

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ مَاشَآءَ اللهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَاءْ لَمْ يَكُنْ ـ اَشْهَدُ اَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ وَاَنَّ اللهَ قَدْاَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّكُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِنَاصِيَتِهَا ـ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ اِنَّ وَلِيِّىَ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ـ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ـ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা 'আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া আনতা রাব্‌বুল আরশিল আজিম। মাশাআল্লাহু কানা ওয়ামা লাম ইয়াশা' লাম ইয়াকুন, আশহাদু আন্নাল্লাহা 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। ওয়া আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইল্‌মাওঁ ওয়া আহ্‌সা কুল্লা শাইয়্যিন হাফীজ। ইন্না ওয়ালিয়্যি ইয়াল্লাহুল্লাযী নায্‌যালাল কিতাবা ওয়াহুয়া ইয়াতাওয়াল্লাস্‌ সালিহীন। ফাইন তাওয়াল্লাও ফাকুল হাস্‌বিআল্লাহু লাইলাহা ইল্লা হুআ, আলাইহি তাওয়াক্‌কালতু ওয়াহুআ রাব্‌বুল 'আরশিল 'আজিম।

হাকিমের ভয় হতে রক্ষা পাওয়া

যে ব্যক্তি কোন হাকিম বা উচ্চ পদস্থ কর্মচারীর নিকট যেতে ভয় পার সে মুখে বলবে–

كٓهٰيٰعٓصٓ كٓفٓيٰتُ حٰمٓعٓسٓقٓ حُمٰيٰتُ ـ

উচ্চারণ ঃ কাফ-হা-ইয়া, 'আইন- সোয়াদ-কুফীতু, হা-মীম 'আইন-সীন-ক্বাফ-হুমীতু।

কাফ বলার সময় ডান হাতের একটি আঙ্গুল হা বলার সময় দ্বিতীয় ইয়া বলার সময় তৃতীয় আইন বলার সময় চতুর্থ এবং স্ব-দ বলার সময় পঞ্চম আঙ্গুল বন্ধ করবে। তারপর দ্বিতীয় শব্দের হা বলার সময় বাম হাতের একটি মিম বলার সময় দ্বিতীয় আইন বলার সময় তৃতীয় সিন বলার সময় চতুর্থ এবং কাফ বলার সময় পঞ্চম আঙ্গুল বন্ধ করবে। হাকিমের সামনে উপস্থিত হয়ে আঙ্গুল বন্ধ করার পর كٓفٓيٰتُ (কুফীতু) এবং বাম হাতের পাঁচ আঙ্গুল বন্ধ করার পর حُمٰيٰتُ (হুমীতু) বলবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াতে শেফা

নিম্নোক্ত আয়াতে শেফা কোন রোগীকে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করালে ইন্‌শাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে–

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ـ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ـ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ـ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ـ قُلْ هُوَلِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْ هُدًى وَّشِفَآءٌ ـ

বসন্ত রোগের তদবীর

বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হলে নীল রঙের সুতা নিবে এবং সূরা আর রহমান পড়তে থাকবে। যখনই 'ফাবি আইয়ি আলায়ে রাব্বিকুমা তুকাজজিবান' বলবে তখনই একটি ফুঁক দিয়ে সুতায় গিরা দিবে। মোট একত্রিশটি গিরা হবে। এই সুতা গলায় বেঁধে দিলে নিরাপদে থাকবে।

চুরি-ডাকাতি, আগুনে পোড়া এবং পানিতে ডুবে যাওয়া

নিম্নলিখিত আসহাবে কাহাফের নামের ওসিলা দিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ পাক উপরোক্ত বালা মুসিবত হতে নিরাপদ রাখেন।

اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَا كَشْفُوْطَطْ اَذْرَفَطُرْ نُسْ كَشْفَطْيُوْنُسْ تَبْيُوْنُسْ يُوَانِسْ بُوْسْ وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيْرُ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ـ

উচ্চারণ ঃ ইলাহী বিহুরমাতি ইয়ামলীখা মাকসালমীনা কাস্‌ফূতাত্ আযারফাত্‌উনূস কাশাফাত্ ইউনুস্ তাবইউনুস ইউআনিস বুস ওয়া কাল্‌বুহুম কিত্‌মীর ওয়া 'আলাল্লাহি কাসদুস্ সাবী-ওয়া মিনহা জায়ির।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া

যখন তোমার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হয় তখন ইয়া বদিয়াল আজায়েবে বিল খায়রে 'ইয়া-বদীউ' দৈনিক বারশত বার করে বার দিন পর্যন্ত পড়ে দৈনিক আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।

উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার নামায

কোন প্রকার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে চার রাকআত নামায আদায় করবে–

প্রথম রাকআতে সূরা ফাতেহার পর একশত বার–

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ লাইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্ জ্বলিমীন্ পড়ে রুকু সেজদাহ করিবে। দ্বিতীয় রাকআতে ফাহেতার পর একশতবার–

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ বাব্বি আন্নি মাস্‌সানিয়াদ দুররু ওয়া আন্‌তা আর্‌হামুর রাহিমীন।

পড়ে রুকূ সেজদাহ করবে। তৃতীয় রাকআতে আলহামদুর পর একশতবার

وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللهِ ـ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া উফাওয়্যিজু আম্‌রী ইলাল্লাহি, ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল ইবাদ পাঠ করে রুকু সেজদাহ করবে।

চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতেহার পর একশতবার

قَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

উচ্চারণ ঃ ক্বালু হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল–

পাঠ করে রুকূ সেজদাহ করবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম জাফর সাদেক (রা) বলেছেন উক্ত চার আয়াতে ইসমে আজম রয়েছে। এর অসিলায় আল্লাহ প্রার্থিত বস্তু দান করেন।

ভূত-প্রেত ও শয়তানের আক্রমণ

১. শয়তান, জিন বা ভূত প্রেতে আক্রমণ করলে নিম্ন আয়াত সাতবার পড়ে বাম কানে দম করবে–

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়ালাক্বাদ ফাতান্না সুলাইমানা ওয়া আলক্বাইনা 'আলা কুরসিয়্যিহি জাসাদান ছুম্মা আনাব–

২. কানে সাতবার আজান দিবে এবং একবার সূরা নাস, এক বার সূরা ফালাক, একাবর আয়াতুল কুরসী, একবার সূরা তারেক, একবার সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত, একবার সূরা সাফ্‌ফাত পড়ে দম করবে। আল্লাহর ফজলে আসীব জ্বলে পুড়ে যাবে। দোয়া পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁক দিবে এবং পানিতে দম করে সমস্ত গায়ে ছিটিয়ে দিবে।

৩. সূরা মুমিনীনের শেষ কয়েক আয়াত অর্থাৎ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ হতে اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

পর্যন্ত পড়ে রোগীর কানে দম করতে হবে।

৪. সূরা ফাতেহা একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়ে পানিতে দম করে সেই পানি রোগীর মুখে ছিটেয়ে দিবে।

যদি কোন স্থানে জিন আছে বলে সন্দেহ হয় তবে উপরোক্ত পানি সেখানে এবং তার চারদিকে এবং ভিতরে ছিটিয়ে দিলে সেখানে জিন থাকতে পারে না।

ঘর বন্ধ করার আমল

শয়তান যাতে কোন প্রকার অনিষ্ট করতে না পারে তজ্জন্য

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا ـ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ـ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উচ্চারণ ঃ ইন্নাহুম ইয়াকীদূনা কাইদাঁও ওয়া আকীদু কাইদা, ফামাহ্হিলিল কাফিরীনা আম্হিলহুম রুওয়াইদা।

উক্ত আয়াত ২৫ বার করে পাঠ করে ৪টি পেরেক দম করবে এবং ঘরের চারকোণে চারিটি পেরেক গাড়বে। আসহাবে কাহাফের নামগুলো কোন কিছুর উপর লিখে ঘরে লটকিয়ে রাখলে জিন বা ভূত কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

গর্ভপাত নিবারণ

কোন রমণীর গর্ভপাত হলে সেই রমণীর মাথা হতে পা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য এক খণ্ড কুসুম রঙের সুতা নিয়ে নিম্ন দোয়া–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ـ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

একবার এবং কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কাফেরূন একবার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে একটি গিরা দিবে। এইভাবে নয় বার পড়ে নয়টি গিরা দিয়া রোগীণীর গলায় বেঁধে দিবে। ইনশাআল্লাহ গর্ভপাত নিবারণ হবে।

প্রসব ব্যথা

প্রকৃত প্রসব ব্যথা শুরু হলে নিম্ন আয়াত

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ اَهِيَّا اَشْرَهِيَّا ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়া আল্কাত মাফীহা ওয়াতা খাল্লাত ওয়া আযিনাত লিরাব্বিহা ওয়া হুক্কাত, আহিইয়ান আশ্রা হিয়্যান–

কাগজে লিখে উক্ত কাগজটি পাক পবিত্র কাপড়ে জড়িয়ে প্রসূতির বাম উরুতে বেঁধে দিবে। ইন্শাআল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যেই প্রসব হবে। প্রসব হওয়ার সাথে সাথে উক্ত কাগজ উরু হতে খুলে ফেলতে হবে। অন্যথায় নাড়ি-ভূঁড়ি বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুত্র সন্তান লাভ

যে সকল স্ত্রীলোকের কেবল কন্যা সন্তান হয়, পুত্র সন্তান হয় না, উক্ত স্ত্রীলোকের গর্ভ ধারণের তিন মাসের মধ্যে হরিণের পাতলা চামড়ার উপর গোলাপ পানি ও জাফরান দ্বারা নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ লিখে তাবিজ ধারণ করবে।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ ـ يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ـ

অথবা এই আয়াত লিখবে–

بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسٰى اِبْنًا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمُرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু ইয়া'লামু মা তাহ্‌মিলু কুল্লু উন্‌ছা ওয়ামা তাগীদুল আরহামু ওয়ামা তায্‌দাদ, ওয়া কুল্লু শাইয়্যিন ইন্‌দাহু বিমিকদার। 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতিল কাবীরিল মুতাআল। ইয়া যাকারিয়া ইন্না নুবাশশিরুকা বিগুলামিনি ইসমুহু ইয়াহ্‌ইয়া লাম নাজ'আল লাহু মিন কাবলু সামিয়্যা বিহাক্কে মারইয়াম ওয়া ঈসা ইবনান সালেহান তাবিলাল উমুরি, বিহাক্কি মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী।

অথবা গর্ভবতীর উদরে উপর আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত আঁকবে এবং প্রত্যেকটি বৃত্ত আঁকার সময় মুখে "ইয়া মুতিনু" শব্দ বলবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা

যদি কাকে যাদু করা হয় কিংবা যে রোগীর সম্বন্ধে চিকিৎসকগণ আশা ছেড়ে দিয়েছে– এই অবস্থা চিনা মাটির সাদা বরতনে নিম্নলিখিত দোয়া ঃ

يَا حَيُّ حِيْنَ لَاحَيَّ فِىْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهٖ وَبَقَائِهٖ يَاحَيُّ ـ

উচ্চারণ ঃ ইয়া হাইয়্যু হীনা লা হাইয়্যা ফী দাইমূলাতি মুলকিহী ওয়া বাকায়িহী ইয়া হাইয়্যু।

লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে ৪০ দিন পর্যন্ত রোগীকে সেবন করাবে। আমার ওয়ালেদ সাহেব এই দোয়ার সাথে সূরা ফাতেহা লিখে সেবন করাতেন।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার আমল

নিম্নরূপ আমল করলে আল্লাহ তাআলা মনের আশা পূর্ণ করে দেন। ফজরের সুন্নত নামায আদায় করার পর সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহর শেষ মিম অক্ষরের জের اَلْحَمْدُ এর লামের সাথে মিলিয়ে পড়বে। অর্থাৎ রবিবার ফজরের সুন্নত পড়ে–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ....الخ

উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীমিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন

যে পর্যন্ত সত্তর বার সোমবার ষাটবার মঙ্গলবার পঞ্চাশ বার এমনভাবে প্রত্যেক দিন দশ বার করে কমিয়ে শেষের শনিবার মাত্র দশবার পড়বে দৈনিক স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবে।

এস্তেখারা

কোন কাজের ফলাফল পূর্বে অবগত হওয়ার ইচ্ছা করলে উজূ সহকারে পবিত্র কাপড় পরিধান করে কেবলামূখী হয়ে ডান কাতে শয়ন করবে এবং সূরা শামস ৭ বার, সূরা লাইল সাত বার এবং সূরা আহাদ সাতবার তেলাওয়াত করবে। অতঃপর আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করবে– হে আল্লাহ স্বপ্নে আমাকে ওমুক কাজের ফলাফল জানিয়ে দিন এবং আমার

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কাজের আমার মুক্তি ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করুন। আর যাতে আমার দোয়া কবুলের প্রমাণ পাই সেই পথ দেখাও। সাত রাত এই আমল করবে। কোন রাতে আল্লাহ পাক কাজের ফলাফল সম্বন্ধে অবগত করাবেন।

জ্বরের তদবীর

প্রত্যেক আসরের নামাযের পর সূরা মুজাদালাহ তিনবার পড়ে রোগীর গায়ে তিনবার ফুঁক দিলে ইনশাআল্লাহ আর জ্বর থাকবে না।

অথবা–

قُلْنَا يٰنَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ـ

উচ্চারণ ঃ কুল্না ইয়া নারু কূনী বারদাওঁ ওয়া সালামান 'আলা ইব্রাহীম। লিখে গলায় তাবিজ বেঁধে দিবে এবং

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ـ

উচ্চারণ ঃ সালামুন ক্বাউলাম মির্‌রাব্বির রাহীম।

পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করালে জ্বর আরোগ্য হয়।

দৃষ্টিহীনতার তদবীর

চোখে ছানি পড়লে কিংবা কম দেখলে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করে চোখে ফুঁক দিবে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ ফাকাশাফনা আনকা গিত্বায়াকা ফাবাসারুকাল ইয়াওমাহাদীদ।

উপরোক্ত আমলসমূহ কার্যকরী হওয়া আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন।

হক্কানী আলেমের শিষ্টতা

এই পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার শাহ ওয়ালীউল্লাহ (রা) হক্কানী আলেমদের মধ্যে যারা জাহেরী এবং বাতেনী উভয় প্রকার এলমেই পূর্ণতা প্রাপ্ত তাঁদের আদব ও রীতিনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কালামে পাকে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

"প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে কেন কিছু সংখ্যক লোক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য বাহির হচ্ছে না, যেন ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে প্রত্যাবর্তন করে আল্লাহ পাকের নাফরমানী হতে তাঁদের স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের আল্লাহ তাআলার ভয় ভীতি প্রদর্শন করতে পারে।"

অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক দল ছাত্রের বিদেশ গমন করা উচিত যেন শিক্ষা লাভের পর ফিরে এসে স্বীয় সম্প্রদায়কে তাঁরা হেদায়াত করতে পারে।

মাওলানা শাহ্ আবদুল আযীয (রা) বলেন– দ্বীনি-এলম শিক্ষার্থীদের কর্তব্য এই যে তাঁরা তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী জনগণকে সৎপথ আল্লাহর ভয় প্রদর্শনের জন্য চেষ্টা করবে। ভয় প্রদর্শনের কথা আল্লাহ তাআলা বিশেষ করে এই জন্যই বলেছেন যে-সংবাদ পৌঁছিয়ে দেওয়ার চেয়ে ভয় প্রদর্শন করা বিশেষ প্রয়োজন।

সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে ফেকাহ ও আধ্যাত্মিক এলম অর্জন করা ফরজে কেফায়া। অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রাম, সম্প্রদায় ও নগর হতে কিছু লোককে এলমে দ্বীন ও ফেকাহ শাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে তাঁদের দ্বারা অবশিষ্ট লোকদের শিক্ষা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে যদি নগর বা গ্রামের কোন লোকই এলমে দ্বীন শিক্ষা না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। এলমে দ্বীন শিক্ষার উদ্দেশ্য নিজে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং জনগণকে ধর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা। স্বার্থপরতা, অন্যের নিকট নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা বা অন্যকে ঘৃণার চোখে দেখা এলম শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়।

যাঁরা কুরআনের তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ, মারেফাত, আকায়েদ, নাহু, সরফ প্রভৃতি শিক্ষা দেন তাঁরাই হক্কানী আলেম। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন– আল্লাহ পাক অশিক্ষিত লোকের মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনি আল্লাহর বাণীসমূহ লোকের মধ্যে পাঠ করছেন ও তাঁদের পাক পবিত্র করছেন এবং কুরআন, হাদীস ও জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দান করছেন।"

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শাহ সাহেব বলেন– এলমে দ্বীন অর্থ শুধু কুরআন ও হাদীস এবং ফেকাহ, সুলুক ও আকায়েদ শাস্ত্র কুরআন হাদীস হতেই সংগৃহীত। নাহু-সরফকে এই জন্য এলমে দ্বীনের অন্তর্গত করা হয়েছে যে এই দুইটি বিষয়ের পাণ্ডিত্য অর্জন ব্যতীত কুরআন হাদীস বুঝার কোন ক্ষমতা নেই। তবে প্রকৃত পক্ষে ওসূল ও কালাম একই পর্যায়ভুক্ত শাস্ত্র। এখানে ওসূল অর্থ ওসূলে হাদীস বা ওসূলে ফেকাহ নয়। কারণ কুরআন ও হাদীস যখন একমাত্র এলমে দ্বীন তাঁদের ওসূলদ্বয় ও তৎপর্যায়ভুক্ত।

মাওলানা আবদুল আযীয (র) বলেন, এলমে কালাম ও এলমে আকায়েদের মাঝে সামান্য প্রভেদ মাত্র। কেননা আকলী দলিল ছাড়া শুধু মহান আল্লাহ জাত, সিফাত ও কার্যাবলির জ্ঞান লাভই আকায়েদ শাস্ত্রের মূল ভিত্তি। তবে স্থান বিশেষ যদিও কিছু হলো কিছু আকলী দলিল পেশ করা হয় তা পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য ব্যক্ত করা হয় মাত্র।

অন্যদিকে এলমে কালামের মধ্যে তর্কশাস্ত্র বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রমাণ বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ এলমে কালামে যাবতীয় আকলী ও নকলী প্রমাণাদি বর্তমান থাকে। তবে আকায়েদ শাস্ত্রে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জাত, সিফাত ও কার্যাবলিরই বর্ণনা থাকে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি হক্কানী আলেমের দায়িত্ব

কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য কিতাব শিক্ষা দেয়ার সময় নিম্নলিখিত বিষয় বস্তুর প্রতি অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে।

প্রথম কর্তব্য

১. অপ্রচলিত শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ছাত্রদের পক্ষে কষ্টকর। তাই এ জাতীয় শব্দসমূহের অভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ ছাত্রদের বুঝিয়ে দিবেন।

২. ব্যাকরণ অনুযায়ী নাহু ও সরফশাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী কঠিন শব্দ বাক্যসমূহ বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৩. কিতাবে উল্লিখিত মূল সূত্রসমূহ পৃথক পৃথকভাবে উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিবেন।

৪. মূল কিতাবে কোন সমস্যার দলিলী প্রমাণ সহজবোধ্য না হলে কঠিন ভূমিকাকে মান্তেকী সুগরা ও কুবরা গঠন করে সহজ বাক্য রচনা করে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিবেন।

৫. কোন বিষয়ের প্রকার ভাগ করার সময় উহার কারণও খুলে বলবেন।

৬. দু'টি মাজহাবের কোন বিষয় ছাত্রদের কাছে একই রকম মনে হলে উভয় মাজহাবের তুলনা করে সহজ ভাষায় উভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করবেন।

শিক্ষা দান কালে উপরোক্ত নিয়ম যথাযথ পালন না করলে শিক্ষার্থীগণ পূর্ণাঙ্গ আলেম হতে পারবে না।

দ্বিতীয় বর্তব্য

ওয়ারেসে আম্বিয়া হক্কানী আলেমগণ অবশ্যই তরিকতপন্থী হবেন। উল্লিখিত কাজের উন্নতি বিধানার্থে আলেম তরিকতপন্থী ভাইদের একটি নির্দিষ্ট সময় নিসবত দান করবেন। অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে ও এক ধ্যানে তাঁদের লতিফাসমূহের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন যেন তাদের হৃদয়ে আল্লাহ পাকের নামজারী এবং মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ পীরের চেষ্টা ব্যতীত অন্তরে আল্লাহর নামজারী এবং মহব্বত প্রতিষ্ঠিত হয় না। সাথে সাথে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুরিদের কর্তব্য পীরের সঙ্গ লাভ করা। কারণ সৎ লোকের সোহবতে যেভাবে অন্তরাত্মা পরিশোধন হয়। অন্য উপায়ে সেরূপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

তৃতীয় কর্তব্য

জনসাধারণকে ওয়াজ নসিহত ও তাঁদের তত্ত্বাবধান করা হক্কানী আলেমদের তৃতীয় দায়িত্ব। আল্লাহ পাক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরশাদ করেছেন-আপনার উপদেশ ফলপ্রসূ হবে আপনি লোকদের নসিহত করুন। তবে উপদেশ দেওয়ার সময় অদ্ভুত ও অবাঞ্ছিত কাহিনি বর্ণনা করা থেকে অবশ্য বিরত থাকতে হবে। ইবনে মাজাহ শরীফে বর্ণিত আছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর ও ওমর (রা)-এর থেকে ওয়াজের সময় কিসসা-কাহিনি ও গল্প বলার নীতি ছিল না। বরং এরূপ বর্ণনাকারীদের মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। ওয়াজ-নসিহত করা খুবই পূণ্যের কাজ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের সুন্নত। অন্যদিকে অযথা কিস্‌সা কাহিনি বলা খুবই অপরাধজনক।

এখন প্রশ্ন হতে পারে কিসসা-কাহিনী কাকে বলে? জবাবে বলব এমন অভিনব ও আজগুবি গল্প বলা এবং আমলের এমন অতিরঞ্জিত ফজিলত বর্ণনা করা যা দ্বারা লোকদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা অপেক্ষা নিজের বিচক্ষণতা ও বাকপটুতা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠা করা। এই ধরনের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু হুরায়রা (রা)-কে এরশাদ করেছেন– আমার পর আমারই কিছু উম্মত এমন আশ্চর্যজনক হাদীসসমূহ বর্ণনা করবে যা তুমি বা তোমার বাপ দাদা কখনও শোনে নি। এরূপ লোকের সাহচর্য হতে তুমি দূরে থাকবে।

চতুর্থ কর্তব্য

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে জনগণকে বিরত রাখা। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যদি কেউ উজূ করার সময় পা ভালভাবে ধৌত না করে তবে তাঁকে ডেকে বলবে– "সাবধান! গোড়ালিসমূহ জাহান্নামের আগুনে (জ্বলবে)। আবার যদি কাকেও

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধীরেস্থীরভাবে নামায পড়তে না দেখ তাহলে তাঁকে ডেকে বলবে, নামায আবার আদায় কর। কেননা, তুমি নামায আদায় কর নি।

আল্লাহ তাআলা কুরআন পাকে ঘোষণা করেছেন: "হে উম্মতগণ! তোমাদের মধ্যে এমন একদল আলেম থাকা কর্তব্য যারা জনগণকে সৎকাজে আদেশ এবং অন্যায় কাজ করা থেকে নিষেধ করবে।" তবে এই কাজ করার জন্য কোমল স্বভাবসম্পন্ন হওয়া দরকার। এই সম্বন্ধে আল্লাহ তায়ালা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরশাদ করেছেন, অবাধ্যদের সাথে উত্তম রীতিতে যুদ্ধ করুন।

পঞ্চম কর্তব্য

গরিব-দুঃখী ও তালেবুল এলমদের সাহায্য করা। নিজে অপারগ হলে অপরকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করা। এইগুণে গুণান্বিত আলেমগণই নবিদের প্রকৃত ওয়ারিস। তাঁরা সর্বত্র সম্মানিত, পানির মৎস্য পর্যন্ত তাঁদের জন্য দোয়া করে থাকে। তাঁদের সোহবত পরশমণি তুল্য। তাঁদের সম্বন্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা যেমন আমার ফজিলত তোমাদের মধ্যে নিম্নতম ব্যক্তির উপর। বর্ণিত আছে একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে দু'টি সম্প্রদায়ের নিকট গমন করে তালেবুল এলমদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে তাঁদের পাশে বসে পড়লেন। আরও এরশাদ করলেন-জগতে শিক্ষকরূপেই আমার আবির্ভাব।

মনে হয় হক্কানী জ্ঞানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বুঝানোর জন্য এলমের এমন মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এ জ্ঞানের দরুনই মানবকুল আল্লাহ্‌র প্রকাশস্থল হয়েছে এবং পৃথিবীতে তাঁদের তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর মধ্যেই মানব সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য বিদ্যমান। এলম ও আমল দ্বারা মানব জাতি এই কারণেই পূর্ণতা লাভ করেছে।

জাহেরী ও বাতেনী বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিই প্রকৃত কামেল। নতুবা কেউ কামেল হতে পারে না। উভয় প্রকার বিদ্যায় পারদশী না হওয়া পর্যন্ত কেউ নবিদের ওয়ারিস হতে পারে না। অতএব আমি হক্কানী আলেমদের কয়েকটি নসিহত করছি–

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১. ধনী ও আমিরদের সংশ্রব পরিত্যাগ করবেন। তবে উৎপীড়িতকে রক্ষা করার বা তাঁদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যেতে পারা যায়। সুতরাং এই নিয়তে যারা গমনাগমন করেন-তাঁরা দোষী নয়।

২. মূর্খ সুফী, মূর্খ ইবাদতকারী, শুধু ফেকাহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও তাসাওউফে অজ্ঞ, নিরুৎসাহী দরবেশ ফেকাহর প্রতি বৈরীভাবপোষণকারী মুহাদ্দেস, কুরআন ও হাদীসের দলিল এড়িয়ে গিয়ে কাল্পনিক দলিলকে প্রাধান্য দেয় এমন লোকের সংশ্রব অবশ্য বর্জন করতে হবে। যারা সত্যান্বেষী তাঁদের কর্তব্য যে সকল আলেম ও সুফী পার্থিব মোহ ত্যাগ করে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মগ্ন, এশকে এলাহীতে নিমজ্জিত রাসূলের সুন্নতের প্রতি আসক্ত তাঁদের মত ও পথের অনুসারী হওয়া।

মূর্খ আবেদ ও সুফীদের কম সংখ্যকই কুফরী ও বেদআত হতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়। শয়তান অতি সহজেই তাঁদের প্ররোচিত করে, অন্যায়কে ন্যায়ের পোশাকে তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরে। ফলে ন্যায় অন্যায়ের পার্থক্য না করতে পারার দরুন নিজে যেমন পথ ভ্রষ্ট হয় অন্যকেও তেমনি পথ ভ্রষ্ট করে থাকে।

৩. ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে একের সাথে অন্যকে তুলনা করে কোন মাজহাব ও মাজহাবের ইমামকে হেয় মনে করবে না এবং প্রত্যেক মাজহাবকেই সত্য জানবে। তুমি যে কোন মাজহাবের অনুসরণ করতে পার। গোঁড়ামি পরিত্যাগ করে চার ইমামের মাজহাবকে একই মাজহাব বলে মনে করবে।

৪. সূফীদের তরিকা সম্পর্কে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্বদান করবে না এবং এক পন্থাকে অন্য পন্থা হতে উৎকৃষ্ট জানবে না। সুফীদের মধ্যে যারা মাগলুবুলহাল অর্থাৎ যাঁরা নিজ জবান ও আয়ত্ব বহির্ভূত হয়ে পাগলরূপে পরিচিত তাঁদের ঘৃণা করবে না। আর যারা সামা' বা ধর্মমূলক গান বৈধ বলে তাঁদেরও ঘৃণা করবে না। তবে যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তুমি তা ব্যতীত অন্য কিছুর পায়রবী করবে না। যে পথে মুহাক্কিক মুহাদ্দেসগণ চলেছেন তুমি সেই পথের পথিকই হবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে আদেশ করেছেন-হে রাসূল! আপনি জনসাধারণকে ওয়াজ-নসিহত করুন, আপনি নসিহতকারী বলেন। 'হজরত মূসা আলাইহিস সালামকে আদেশ করেছেন– হে মূসা! সর্বসাধারণকে পুরাকালের ঘটনাবলি শুনিয়ে দিন। কুরআন পাকে আল্লাহ এরশাদ করেছেন– হে নবিবর! আপনি লোকজনকে ওয়াজ করুন। কারণ, আপনার ওয়াজ মুমিনদের উপকার সাধন করবে।

উপরোক্ত দলিলাদি হতে প্রমাণিত হয় যে ওয়াজ নিহত করা দীনের একটি প্রধান অঙ্গ। ওয়াজকারীর উদ্দেশ্য কী, কোন বিদ্যা দ্বারা ওয়াজ করায় সাহায্য পাওয়া যায়, শ্রোতাদের কর্তব্য কী এবং ওয়াজকারীগণ কী কী বিপদের সম্মুখীন হন এই সম্বন্ধে এখানে কিছু বর্ণনা করব–

১. ওয়াজকারীকে জ্ঞানবান, বালেগ, মুসলমান ও পরহেযগার হতে হবে। যেমন হাদীস বর্ণনাকারী ও সাক্ষীদের গুণাবলি থাকার জন্য ওলামায়ে কেরাম যে শর্তাবলি বর্ণনা করেছেন তা অবশ্য থাকতে হবে। তাই নাবালেগ ছেলেমেয়ে, কাফের, ফাসেক, পাগল, শিয়া ও খারেজীগণ ওয়াজ করার উপযুক্ত নয়।

২. ওয়াজকারীকে অবশ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির, সাহাবা এবং তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীদের ইতিহাস মোটামুটিভাবে জানতে হবে! ওয়াজকারী অবশ্য ভদ্র, দয়ালু এবং পরিষ্কার ভাবে বর্ণনাকারী হবে যেন সকলে তাঁর কথা বুঝতে সক্ষম হয়। জন সাধারণের বুদ্ধি বহির্ভূত উচ্চাঙ্গের ভাষা ও ভাবের বক্তৃতা দেওয়া নিষেধ। হজরত আলী (কাঃ) বলেছেন– তোমরা লোকের জ্ঞানের পরিধি বুঝে কথা বল যেন অবাধে তারা তোমার কথা বুঝতে পারে।

৩. কয়েকদিন পরপর ওয়াজ করবে। আবার যখন দেখবে শ্রোতাগণ বিরক্তিভাব ও অন্যমনস্কতা প্রকাশ করছে তখন ওয়াজ করা বন্ধ করে দিবে।

যতক্ষণ তারা উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মনোযোগের সাথে শুনবে ততক্ষণই ওয়াজ করবে। কারণ অমনযোগ সহকারের ওয়াজ শুনলে তা কার্যকারী হয় না।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. ওয়াজের স্থান পবিত্র হতে হবে। ওয়াজ করার শুরুতে এবং শেষে হাম্‌দ ও নাত পাঠ করবে। অতঃপর উপস্থিত অনুপস্থিত সকল মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য দোয়া করবে।

৫. ওয়াজের বিষয়বস্তু শুধু বেহেশতের সুসংবাদ এবং দোযখের শাস্তির বর্ণনাই হবে না বরং তার সাথে সাথে দৈনন্দিন জীবনের আচার ব্যবহার, কাজকর্ম, হালাল-হারাম প্রভৃতি বিষয়েও ওয়াজ করতে হবে। বক্তৃতায় কোন সম্প্রদায় বিশেষকে লক্ষ্য না করে বরং সকলের উদ্দেশ্যেই যা বলার বলবে।

কোন সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করে কিছু বললে উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশি হয়, উদ্দেশিত জনদের মনে আঘাত লাগে।

৬. ওয়াজ করার কালে হাসি ঠাট্টার কথা বলবেন না। এতে শ্রোতার অন্তর হতে আল্লাহর ভয় দূর হয়ে যায়। কথার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না। বক্তা কখনও বাচাল হবে না। অর্থাৎ কুরআন-হাদীস ছাড়া নিজের মনগড়া কথা বলবেন না।

আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআনই হবে প্রধান এবং মুখ্য সাহায্যকারী। অর্থাৎ আয়াতের জাহেরী অর্থ অনুযায়ী ওয়াজ করতে হবে। অপর সাহায্যকারী হবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সহীহ হাদীসসমূহ। তারপর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে তাবেয়ীনদের উক্তি নেককার বান্দাদের পুণ্যময় বাণী। অর্থসহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চরিত্রের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করবেন।

মনগড়া কাহিনি, মিথ্যা বর্ণনা এবং অলীক হাদীস বর্ণনা করা কখনও বৈধ নয়। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কিস্‌সা-কাহিনি বা ঘটনাবলি উল্লেখ করবেন না। সাহাবায়ে কেরামদের যুগে এরূপ ওয়াজকারীদের মসজিদ হতে বের করে দেওয়া হতো।

ওয়াজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাগণকে সৎ কাজে উৎসাহ দান করা, অন্যায়কাজ করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া দোযখের শাস্তি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা। হালাল-হারাম, সূফী সম্প্রদায়ের রীতি নীতি দাওয়াতে ইসলামী ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়। বক্তা যা ভালোভাবে অবগত

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রয়েছেন এবং তা শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধেও তিনি জ্ঞাত এমন সব বিষয়েই বর্ণনা করবেন!

আর যারা ওয়াজ শোনেন তাঁদের উচিত বক্তার সম্মুখে বসে মনোযোগের সাথে তাঁর কর্তাবার্তা শোনা, বক্তার বলার সময় তাঁকে কোন প্রকার প্রশ্ন না করা, বক্তার কোন কথায় সন্দেহ হলে ওয়াজ সমাপ্ত হলে তাঁকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞেস করে সন্দেহ দূর করে নিবে। বক্তৃতা দেওয়ার সময় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবশ্যক বোধে তিনবার পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করবেন। হজরত আনাস (রা) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বাণী সবার বোঝার জন্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। বক্তা কখনও কঠিন শব্দ এবং সংক্ষিপ্ত বাক্য ব্যবহার করবেন না যেন শ্রোতাদের বুঝতে অসুবিধা হয়।

বর্তমান যুগে ওয়ায়েজগণ ওয়াজ করার কালে যে সমস্ত ভুল করেন তার মধ্যে একটি হলো মনগড়া হাদীস বর্ণনা করা। তাঁরা নামায রোযা দোয়া কালামের হাদীস সম্বন্ধে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করেন যাকে হাদীসবিদগণ এক বাক্যে মওজু তথা মনগড়া হাদীস বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে তাঁর স্থান জাহান্নামে। যেমন কোন ওয়ায়েজ বলে থাকেন যদি কোন ব্যক্তি ওমুক সূরা দ্বারা অমুক সময় দুই রাকআত নামায আদায় করে তাহলে সে তাঁর সারা জীবনের কাযা নামাযের শাস্তি ভোগ করা হতে মুক্তি পাবে। এটি মনগড়া হাদীস ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার কোন বক্তা কারবালার পবিত্র শহিদদের ঘটনাবলি এমন অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করেন যে প্রকৃতপক্ষে তাতে সত্যের লেশমাত্র থাকে না। অথচ প্রথম শতাব্দীতে এমন মনগড়া হাদীস কিংবা কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণনার কোন প্রকার প্রচলনই ছিল না। তার পর হতেই তিলকে তালে পরিণত করার নীতি প্রচলন হতে থাকে। এটিই হলো এই যামানার বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ আমাদের এই বিপদ হতে হেফাজত করুন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজরত শাহ সাহেবের মুরশিদ পরিচয়

গ্রন্থকার হজরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) বলেন: আমাদের সোহবত ও তরিকতের রীতিনীতি ও আদব শিক্ষার প্রকৃত উৎস যে নবিয়ে দোজাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সহীহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত। এই অধম দাস ওয়ালীউল্লাহ স্বীয় পিতা মরহুম শায়খ আবদুর রহীমের সান্নিধ্য লাভ দীর্ঘদিন করেছে, তাঁর বহু কারামত দর্শন করেছে, কঠিন সমস্যার সমাধান লাভ করেছে, তরিকতের উপকারিতা এবং গভীর রহস্য অনুধাবন করেছে। তাঁর ও তাঁর মুরশিদের ঘটনাবলি, কারামত ও হালাত বহু শুনেছে। আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর দ্বারা উপকৃত দাসদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

শায়খ আবুদর রহীম বহু পীরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তন্মধ্যে তিনজন শ্রেষ্ঠতম। প্রথম জন খাজা খোরদ যিনি আহমদ সেরহিন্দী তিনি শায়েখ এলাহদাদের এবং তিনি শায়খ খাজা হেশামউদ্দীনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। উক্ত তিন মুরশিদই খাজা মুহম্মদ বাকীর সান্নিধ্য লাভ করেন। দ্বিতীয়জন সৈয়দ আবদুল্লাহ। তিনি শায়েখ আদম বান্নুরীর, তিনি শায়েখ আহমদ সেরহিন্দির এবং তিনি খাজা বাকীর সান্নিধ্য লাভ করেন। তৃতীয়জন শায়েখ আবুল কাসেম। তিনি মোল্লা ওয়ালী মুহম্মদ তিনি আমির আবুল উলার সান্নিধ্য লাভ করেন। খাজা মুহম্মদ বাকী, খাজা আমকাঙ্গীর তিনি মাওলানা দরবেশ মুহম্মদ তিনি মওলানা যায়েদ তিনি খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার ও আমীর আবুল উলার সঙ্গলাভ করেন।

খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরাব বহু পীরের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। জন্মধ্যে মাওলানা ইয়াকুব চরখী ও খাজা আলাউদ্দীন গেজদেওয়ানী বিখ্যাত। আবার তাঁরা দুইজনেই খাজা নকশবন্দী সান্নিধ্য লাভ করেছেন। তন্মধ্যে খাজা মোহাম্মদ বাবা সাম্মানী ও খলীফা আমির সাইয়্যেদ কোলাল অন্যতম। খাজা সাম্মানী, খাজা আলী রামিতীনির, রামিতীনি খাজা মাহমুদ আবুল খায়ের পাঘনাভীর, পাঘনাভী খাজা আরেফ রেওগরীর, রেওগরী খাজা আবদুল খালেক গেজদেওয়ানীর, তিনি ইউসুফ হামদানীর, হামদানী আলী ফারমেদীর সোহবত লাভ করেছেন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলী ফারমেদীর পীর ছিলেন আবুল কাসেম কোশায়রী তাঁর পীর আবু আলী দাক্কাক, তাঁর পীর আবুল কাসেম নসরাবাদী। আলী ফারমেদীর দ্বিতয়ী পীর খাজা আবুল কাসেম যুরকানী, তাঁর পীর আবু ওসমান মাগরেবী তাঁর পীর আবু আলী কাতেব, কাতেবের পীর আবু আলী রোদবারী, তাঁর পীর হজরত জোনায়েদ বাগদাদী (র)।

হজরত জোনায়েদ বাগদাদীর পীর তাঁর মামা সাররী সাকতী তিনি মারূফ কারখীয়, তিনি ইমাম আলী ইবনে মূসা রেজার তিনি স্বীয় পিতা মূসা কাজেমের, তিনি তাঁর পিতা জাফর সাদেকের তিনি স্বীয় পিতা ইমাম বাকের তিনি স্বীয় পিতা ইমাম যয়নুল আবেদীন, তিনি ইমাম হুসায়েন, তিনি স্বীয় পিতা হজরত আলী এবং তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

এইভাবে শাহ সাহেব (র)-এর চার তরিকার পরম্পরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নির্ভুলভাবে বিদ্যমান রয়েছে। শাহ সাহেব বলেন, আমার পিতা ও মুরশিদ আন্তরিকভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতেও তরিকতের আদব ও রীতিনীতি এইভাবে শিক্ষা লাভ করেছিলেন যে-একদিন তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখে তাঁর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নফী এজবাতের জিকর শিক্ষা দেন। অন্য আর একদিন স্বপ্নযোগে হজরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম হতে এসেম যাত শিক্ষা অর্জন করেন। এইভাবে তিনি স্বপ্ন যোগে হজরত গাওসে আজম বড় পীর সাহেব, খাজা চিশতী (র) হজরত নকশবন্দ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে তরিকত লাভ করেন এবং এজাযত প্রাপ্ত হন।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হজরত শাহ সাহেবের জাহেরী ওস্তাদগণের নাম

হজরত শাহ সাহেব বললেন: আমি আমার ওয়ালেদ মরহুমের কাছে জাহেরী এলম যথা তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসূল, আকায়েদ, নাহু সরফ, মান্তেক ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা অর্জন করি। আমার ওয়ালেদ সাহেব ছোট ছোট কিতাব তার ভাই আবু রেজার কাছে এবং বড় বড় কিতাব মীর মাহেদ হারবীর নিকট শিক্ষা করেন।

মীর যাহেদ মীর ফায়েজ তিনি মোল্লা ইউসুফ কাউসুফ কাউসাজ, তিনি মীর যাজান, তিনি মোল্লা জালাল দাওয়ানী তিনি তাঁর পিতা আসওয়াদ আল্লামা তাফতাজানী ও আল্লামা মীর সাইয়্যেদ শরীফ জুরজানীর ছাত্রদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

আলআমা তাফতাজানী ও আল্লামা শরীফ জুরজানীর সনদ ওলামায়ে কেরামদের মাঝে সুপরিচিত। তাই গ্রন্থকার তাঁদের পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি।

বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস হাজী মুহাম্মদ আফজাল সাহেব আমাকে মেশকাতুল মাসাবীহ ও সিহাহ সিত্তাহ শিক্ষা দান করেন এবং সনদ ও অনুমতি দেন। তিনি শায়েখ আবদুল আহাদ হতে তিনি স্বীয় পিতা শায়েখ মুহাম্মদ সাঈদ হতে তিনি তাঁর দাদা তরিকতের পীর শায়খ আহমদ সেরহিন্দ হতে হাদীস শিক্ষা দেয়ার সনদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত জাহের ও বাতেনে যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে এই ক্ষুদ্র পুস্তকটি লেখার তওফিক দান করেছেন তজ্জন্য বিনীতভাবে ও আন্তরিককতার সাথে সেই মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞা প্রকাশ করছি –আমীন।



Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فیصلہ ہفت مسئلہ

ফয়সালায়ে হাফ্‌তে মাসআলা

মূল

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র)

বঙ্গানুবাদ

সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

(বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

✍ ফয়সালায়ে হাফ্‌তে মাসআলা ১২৭

১. মওলুদ শরীফ (মিলাদ শরীফ) ১৩৯

২. প্রচলিত ফাতিহা ১৫০

৩. উরস ও সামা ১৫৭

৪. গায়রুল্লাহকে ডাকা ১৬৫

৫. দ্বিতীয় জামাত ১৬৯

৬. ইমকানে নজির ও ৭. ইমকানে কিজব ১৭২

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

امابعد! فقیر امداداللہ الحنفی الچشتی سب مسلمانون کی خدمت میں خصوصاً جو اس فقیرسے رابطہ وتعلق رکھتے ہیں عرض رساہے کہ یہ امر مسلمات سے ہے کہ با ہمی اتفاق باعث برکات دنیوی ودینی ہے اورآجکل بعض مسائل فروعیہ میں ایسا اختلاف واقع ہوا ہے جس سے طرح طرح کے شراور دقتیں پیدا ہور ہی ہیں اورخواص کاوقت اورعوام کا دین ضائع ہو رہاہے، حالانکہ اکثر امور میں محض نزاع لفظی ہے اور مقصود متحد، چونکہ عموماً مسلمانوں کی اور خصوصا اپنے تعلق والوں کی یہ حالت دیکھ کرنہایت صدمہ ہوتا ھے اس لئے فقیر کے دل میں یہ آیا کہ مسائل مذکورہ کے متعلق مختصرسا مضمونوں قلم بندکر کے شائع کر دیا جائے ـ

অধম ইমদাদুল্লাহ হানাফী চিশতী সকল মুসলমানদের খেদমতে বিশেষ করে যারা এ অধমের সাথে সম্পর্কিত, তাদের কাছে আরজ করছি– এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা যে পরস্পর সুসম্পর্ক দীন-দুনিয়া উভয় জগতে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কল্যাণকর। কিন্তু আজকাল আমাদের মধ্যে কতেকগুলো সাধারণ বিষয় নিয়ে এমন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে সমাজে নানা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সময় নষ্ট হচ্ছে আর সাধারণ লোকদের ধর্মীয় বিশ্বাসে ফাটল ধরছে। অথচ প্রায় বিষয়ে শুধু বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়। মুসলমানদের বিশেষ করে আমার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের এরূপ অবস্থা দেখে আমার খুবই খারাপ লাগছে। তাই বিতর্কিত বিষয়ে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু লিখে প্রকাশ করার মনস্থ করলাম।

امید قوی ہے کہ یہ نزاع وجدال رفع ہوجائے ہرچندکہ اس وقت میں اختلافات اور مختلفین کثرت سے ہیں مگر فقیر نے ان ہي مسائل کو لیا جن میں اپنی جماعت کے لوگ مختلف تہے دو وجہ سے ۔ اول تو کثرت اختلافات اس درجہ پہنچی ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے ، دوسرے ہرشخص سے امید قبول نہیں اور اپنی جماعت میں جو اختلافات ہیں اولاً وہ معدود ، دوسرے امید قبول غالب، پس ایسے مسائل جن میں ان صاحبوں میں زیادہ قیل وقال ہے سات ہیں، پانچ عملی، دوعلمی، ترتیب بیان میں اس کا لحاظ رکھاہے کہ جن میں سب سے زیادہ گفتگو ہے ان کومقدم رکھاجس میں اس سے کم ہے ، اس کے بعد علی ہذا القیاس اور اپنامشرب اور ایسے مسائل میں جو عملدرآمد مناسب ہے نیز لکھ دیا ۔

আশা করি এতে বাকবিতণ্ডা ও বাড়াবাড়ির অবসান হবে। অবশ্য আমি সকল বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো না। আমি শুধু ওইসব বিষয়ে আলোকপাত করবো, যে সকল বিষয়ে আমার নিজের জামাতের লোকেরা দ্বিধাবিভক্ত। অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়সমূহ এমন পর্যায় পৌঁছে গেছে, যা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কারায়াত্ত করা খুবই দুরূহ এবং সকলের সম্মতিও আশা করা যায় না। তবে নিজের জামাতের মতপার্থক্যগুলো একেত সীমিত, দ্বিতীয়তঃ গ্রহণযোগ্য হবে বলে পূর্ণ আশাবাদী। তাদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে বেশি বাড়াবাড়ি, সেগুলো মোট সাতটি–

পাঁচটি হলো আমল সংক্রান্ত আর দুটি হলো জ্ঞান সংক্রান্ত। বিতর্কের মাত্রানুসারে আলোচনাকে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয়কে প্রথমে, এরপর ক্রমান্বয়ে অপর বিষয়সমূহ আলোচনা করা হবে। প্রত্যেকটি বিষয় আলোচনার পর উপসংহারে নিজের নীতি এবং যা করণীয় তা লেখা হয়েছে।

حق تعالی سے امید ہے کہ یہ تحریر باعث رفع فساد باہمی ہو جاوے، اورحضرات بہی اگر اس کو قبول فرما کر منتفع ہوں تو دعا سے یاد فرمائیں اورکوئی صاحب اس تحریر کے جواب کی فکرنہ کریں کہ مقصود میرا مناظرہ نہیں -

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, আমার এ লিখাটি যেন পরস্পর ফিতনা ফ্যাসাদ অবসানের সহায়ক হয় এবং যারা আমার অভিমত গ্রহণ করে উপকৃত হবেন, তারা যেন আমার জন্য দোয়া করেন। আবার কেউ যেন আমার এ লিখার উত্তর দিতে চেষ্টা না করেন। কেননা আমার উদ্দেশ্য মুনাজারা (বিতর্ক) নয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(۱) مولودشریف

اس میں توکسی کوکلام ہی نہیں کہ حضرت فخرآ دم سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا ذکر بذات خود دنیا وآخرت کی خیروبرکت کا باعث ہے ، گفتگوتو اس بات پر ہے کہ لوگ اس کی تار تخ مقررکریں یا اس کا ایک طریقہ مخصوص کریں یا مختلف قسم کے قیود لگائیں جن میں سب سے زیادہ قیام ہے یعنی سلام پڑہنے کے وقت کھڑاپونا ۔ بعض علماء ان باتوں کو منع کر تے ہیں اس حدیث کی روسے کہ کل بدعۃ ضلالۃ (ہربدعت گمراہی ہے) اورا اکثرعلماء اجازت دیتے ہیں اس وجہ سے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بہرحال فضیلت ہے انصاف یہ ہے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ غیر دین کودین میں داخل کرلیا جائے ، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فر مان پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے من احدث فی امرنا ھذا مالیس منہ فھو رد (جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو جزو دین نہیں ہےتو وہ بات نا قابل قبول ہے) پس اگرکوئی شخص میلاد میں اس قسم کی مخصوص کی ہوئی باتیں (تاریخ قیام وغیرہ) اختیاری سمجھتا ہے اور بذات خودعبادت نہیں سمجھتا بلکہ صرف

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مصلحت سے ان پر عمل کرتاہے البتہ اپنے اس مقصد کو جس کے لئے یہ سب کچھ کرتاہے (یعنی حضور سرورکائنات صلی اللہ کے ذکر کے احترام کو) ضرور عبادت جانتا ہے تو یہ بدعت نہیں ہے مثال کے طور پر وہ قیام کو بذات خود عبادت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرکی تعظیم کوجانتا ہے لیکن کسی مصلحت سے اس تعظیم کی ایک خاص شکل مقررکر لیتا ہے تواس میں کوئی برائی نہیں ہے یا مثلا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی تعظیم کسی وقت بھی ایک اچھا فعل سمجھتا ہے لیکن کسی خاص مصلحت سے خاص طور پر ذکر ولادت کا وقت مقرر کر لیاہے یا ذکر ولادت کو ہر وقت بھی ایک اچھا فعل سمجھتا ہے لیکن اس مصلحت سے کہ پابند رہنا اسان ہوجاتا ہے اور کسی مصلحت سے وہ ۱۲ربیع الاول مقررکر لیتا ہے تو ان باتوں میں کو ئی بھی برائی نہیں ہے مصلحتوں کی تفصیل بہت لمبی ہے اور ہر موقع کے لئے جدا مصلحت ہوتی ہے اگرکوئی ان مصلحتوں سے آگاہ نہ ہوتو اس کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ پہلے زمانہ کے سوجہ بوجہ رکھنے والوں کی پیروی کر رہاہے مخصوص روحانی اشغال اور مراقبات مد رسول اور خانقاہوں کاقیام بھی اسی قسم کی مصلحتون کا نتیجہ ہیں ہاں اگران مخصوص باتوں کونماز روزہ وغیرہ کی طرح بذات خود عبادت سمجھتا ہے تو بے شک یہ بدعت ہو

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

جاتی ہے مثلا اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خاص تاریخ پر مولود نہ پڑہا گیایا اس میں قیام نہ ہوا یا حشبو اور شیرینی کا انتظام نہ ہوا تو ثواب ہی نہ ملا تواس قسم کا عقیدہ بے شک غلط ہے کیونکہ یہ شریعت کی حد سے اگے بڑہ جانا ہے اسی طرح مباح فعل کو حرام اور گمراہی سمجھنا بہی غلط ہے اور دونوں صورتیں یعنی مباح چیزوں کو واجب سمجھنا اوران کو حرام سمجھنا شریعت کی حد سے تجاوز کرنا ہے اگر ان مخصوص باتوں کواس اعتبار سے ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ شرعی طور پر واجب ہیں بلکہ صرف اس اعتبار سے کہ ان میں بعض برکتیں شامل ہیں جس طرح بعض اعمال کے ساتہ ایسے شرائط ہوتی ہیں کہ اگر انکی رعایت نہ کی جائے تو انکا خاص اثر پیدا نہیں ہوتا تو اسکو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہي ہے مثلاً بعض عمل کہڑے ہوکر پڑ ہنے والا اس قیام کو اسی اعتبار سے ضروری سمجھتا ہے یعنی خاص اثر پیدا کر نے کیلئے اور اس کی دلیل عمل کے ایجاد کر نے وا لےکا کشف یا الہام ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی شخص مولود شریف کی خاص شکل کوا پنے تجر بے سے یا کسی صاحب بصیرت کی سند سے بعض خاص برکات کا حامل سمجہتا ہے اور انہی معنوی قیام کو ضروری سمجتہا ہے کہ یہ خاص اثر قیام کے بغیر حاصل نہ ہوگا تو یہ بات بدعت نیہی ہو سکتی اعتقاد ایك اندرونی چیز ہے بغیر دریافت

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

کئے ہو ئے اسکی کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی یہ بات اچھی نہیں کہ چند ظاہری علامتوں کودیکھ کر کسی پر بدگمانی کی جا ئے اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ قیام نہ کرنیوالوں پر ملامت کرتے ہیں ایے ملامت یقیناً بے جا ہے کیونکہ شرعی اعتبار سے واجب نہیں ہے اور فقہا نے فر مایا ہے کہ اصرار کر نے سے ایك پسندیدہ فعل (مستحب) بھی معصیت ہوجاتا ہے اصرار صرف واجبات پرمناسب ہے اختیاری فعل میں منع ہے لیکن اگرکوئی ملامت کرے اس کے متعلق یہ قیاس کر لیناکہ وہ قیام کو شرعی طورپرواجب سمجھتا ہے یہ بات دوست نہیں ہی کہ ملامت کی بہت سی وجہیں ہو سکتی ہیں کبھی واجب ہو نے کا اعتقاد، کبھی عادت یا رسم کی مخالفت، چاہئے عادت دنیوی یا دینی بنیاد پر ہوکبھی اس وجہ سے ملامت ہوتی ہے کہ ملامت کرنے والے کی را ئے میں خواہ یہ را ئے صحیح ہو یاغلط، وہ فعل کسی بدعقیدہ قوم کی علامت بن گیا ہے، چنانچہ جب وہ کسی کوکرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بھی انہی میں سے ہے مثال کے طور پرکوئی بزرگ مجلس میں تشریف لا ئیں اور سب لوگ تعظیم کے لئے کھڑے ہوجا ئي ایك شخص بیہا ہے تواس پرملامت اس وجہ سے کوئی نہیں کرتا کہ اس نے ۔ شریعت کے کسي واجبات کوترك کیا بلکہ اس وجہ سے کہ اس نے مجلس کی وضع کی مخالفت کی ۔ ایك

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اور مثال بھی ہے کہ برّ صغیر میں عام طور پر رسم ہے کہ تراوتح میں قرآن مجید کے ختم کے موقع پر شیرنی تقسیم کرتے ہیں اگر کوئی شیرنی تقسیم نہ کرے تو ملامت کریں گے لیکن یہ ملامت صرف اسی وجہ سے ہوگی کہ اس نے ایك نیك رسم کوترك کیا یا پھر مثلاً کسی زمانے میں {بحق} کہنا معتزلہ فرقے کے ساتھ مخصوص تھا، اگر کوئی ناواقف آدمی کسی کو {بحق} کہتاھوا اسنتاتویہ سمجھتے ہوئے ملامت کرتا کہ یہ شخص بھی اسی فرقے کا ہے اس فعل سے اسکے باقی عقائد پر قیاس کر کے وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، بہرحال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی شخص کے محض ملامت کرنے کو ہم اس بات کی دلیل نہیں ٹھہرا سکتے کہ وہ اس کو واجب سمجھتا ہے اور اگر فرض کر وعوام میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہو بھی کہ قیام واجب یافرض ہے توصرف اسی کے حق میں بدعت ہوجائے گا، انکے حق میں جن کا یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ جائز (مباح) اور پسندیدہ رہے گا، اس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگ جن کی طبیعت میں شدت ہے رجعت قہقری کو ضروری سمجھتے ہیں، تو اگرکوئی رجعت قہقری کرے گا، اس خیال سے کہ یہ ضروری نہیں ہاں پسندیدہ ہے تو کیا اسکے حق میں بھی یہ بدعت ہوجائے گی، بعض اہل علم جاہلوں کی چند زیادتیوں کو دیکھ کر جیسے موضوع روایات پڑھنا یا گانا وغیرہ جو

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اکثر عوام کی مجلسوں میں ہوتا ہے، سب مجلسوں میں ہوتاہے، سب مجلسون پر ایك عام حکم لگا دتیے ہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے بعض واعظیں موضوع روایات بیان کرتے ہیں اور کبھی کبھی انکے وعظ میں مردوں عورتوں کی ایك ساتہ موجودگی کی وجہ سے کوئی فتنہ اُٹہ کٹرا ہوتا ہے، تو کیا تمام وعظ کی مجلسیں ممنوع ہوجا ئےگی؟ ع: بہر کیلے تو گلیے رامسوز۔

رہایہ عقیدہ کہ مجلس مولود میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہو تے ہیں تو اس عقیدہ کو کفر وشرك کہنا حد سے بڑہنا ہے، یہ بات عقلاً ونقلا ممکن ہے بلکہ بعض مقامات یہ واقع بہی ہوجاتی ہے، اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے علم ہوا، آپ کئی جگہ کیسے تشریف فرما ہو ئے تویہ شبہ بہت کمزور شبہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و روحانیت کی وسعت کے آگے جوصحیح روایات سے اور اہل کشف کے مشاہدے سے ثابت ہے یہ ادنی سی بات ہے اسکے علاوہ اللہ کی قدرت میں تو کوئی کلام نہیں۔ یہ بہی ہوسکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تشریف رکہیں اور درمیانی حجاب اٹہ جائیں، بہرحال ہرطرح سے یہ بات ممکن ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت علم غیب کا عقیدہ جو ذات حق کےساتہ مخصوص ہے،

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لازم نہیں آ تا، علم غیب اسکو کہتے ہیں جوعلم رکھنے وا لے کی ذات سے وابستہ ہو، یعنی وہ اپنی ذات سے غیب کی باتوں کو جانتا ہو اسکو کسی کے بتا نے کی ضرورت نہ ہو، اس قسم کا علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، وہ علم جو اللہ تعالی کے خبر دینے سے حاصل ہوتا ہے وہ ذاتی نہیں۔ بلکہ کسی خبر دینے والے کے ذر یعہ ہوتا ہے ایسا علم مخلوق کے حق میں نہ صرف ممکن ہے، بلکہ اس کے حاصل ہو نے کے واقعات مشہور ومعر وف ہیں۔

القا یا الہام، وحی اسی قبیل سے ہیں، کسی ممکن بات کا اعتقاد کس طرح کفر وشرك ہو سکتا ہے البتہ جو بات ہو سکتی ہے، اس کا ہو جانا ضروری نہیں، اس کے واقع ہو نے کے لئے دلیل کی ضرورت ہے اگر کسی کو دلیل مل جا ئے مثلا خود کشف ہوجا ئے یاکوئی صاحب کشف خبر دے تو اس پر یقین رکھنا جائز ہے ورنہ بغیر دلیل کے ایك غلط خیال ہے، ایسی غلط خیال کو چھوڑ دینا لازمی ہے مگر شرك وکفر کسی طرح نہیں ہو سکتا اس مسئلہ کی مختصر تحقیق یہی ہے جو یہاں بیاں کی گئی، فقیرکا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریك ہوتا ہوں، بلکہ برکات کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف اورلذّت پاتاہوں عمل آمد اس سلسلہ میں یہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور ہر فریق کے پاس شرعی دلائل بھی

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ہیں جیسے اکثر اختلافی مسائل میں ہوا کر تے ہیں، چاہئیے قوت باضعف کا فرق ہو اس لئے خواص کو چاہئیے کہ ان کی تحقیق ہو اس پرعمل رکھیں، لیکن دوسرے فریق کے، ساتھ بغض اورکینہ نہ رکھیں، نہ تحقیر ونفرت سے ان کو دیکھیں، نہ انکو فاسق وگمرہ کہیں، بلکہ اس اختلاف کو حنفی وشافعی کے اختلاف کے مانند سمجھیں نیز دونوں فریق آپس میں ملاقات ۔ خط وکتابت وسلام، وموافقت کی رسوم جاری رکھیں اور ایک دوسرے کی تردید اور آپس مباحثہ سے پرہیز رکھیں، خاص طور پر بازاری لوگوں کی بیہودگیوں سے بچیں جو اہل علم کے منصب کے خلاف ہے بلکہ ایسے مسائل میں نہ فتوی لکھیں نہ مہرد وستخط کریں کیونکہ یہ فضول ہے، نیز ایک دوسرے کی رعایت رکھیں، مثلاً اگر قیام کو منع کر نے والے قیام کرنیوالوں کی محفل میں شریک ہوجا ئیں تو بہتر یہ ہے کہ اس محفل میں قیام نہ ہو، بشرطیکہ فتنہ برپا ہو نے کا اند یشہ نہ ہو اور اگر قیام ہوتو اس قیام کومنع کرنے وا لے بہی قیام میں شریک ہوجائیں، عوام نے جوغلو اور زیادتیاں کر لی ہیں، انکو نرمی سے منع کریں اور ان لوگوں کا منع کرنا زیادہ مفید ہوگا جوخود مولود شریف کے قیام میں شریک ہوتے ہیں جو اصل مولود ہی کو منع کر تے ہیں ان کا خاموش رہنا مناسب ہے ان باتوں پرگفتگو ہی نہ کریں جہاں ان باتوں کی عادت ہو وہاں

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مخالفت نہ کریں اور جہاں عادت نہ کریں، غرض فتنہ سے بچیں، قصّہ حطیم اس کے لئے کافی دلیل ہے جائز سمجھنے وا لے منع کرنیوالوں کی ممانعت کی تاویل کر لیا کریں کہ یہ باتوں کی یہی تحقیق ہے یا انتظامًا منع کرتیے ہیں، کیونکہ بعض موقعوں ہر اصل عمل سے منع کر نے ہی سے لوگ ایسی زیادتیوں سے بچتے ہیں اسی طرح منع کر نے والے جائز سمجھنے والوں کے مسلك کی تاویل کرلیاکریں کہ باتوں ان کی یہی تحقیق ہے، یا غلبہ محبت سے یہ عمل کرتے ہیں اور مسلمانون کے ساتہ حسن ظن کی وجہ سے دوسروں کو بہی اجازت دیتے ہیں خواص کاعمل درامد یہی مناسب ہے اور عوام کو چاہئے کہ جس عالم کودیندار اور محقق سمجہیں، اس کی تحقیق پر عمل کریں اور دوسرے فریق کے لوگوں پراعتراض نہ کریں، خاص طور سے دوسرے فریق کے علماء کی شان میں گستاخی نہ کریں، جو چہوٹامنہ بڑی بات ہے اور یاد رکہیں کہ غیبت اورحسد سے اعمال ضائع ہو تے ہیں ان بری باتوں سے پرہیز کریں ۔

تعصب اورعداوت سے دور رہیں، ایسے مضامین کی کتابیں اور رسا لے نہ پڑہیں، کیونکہ یہ علماء کا کام ہے ان چیزوں سے عوام کو علماء پر بدگمانی اور مسائل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے، اس مسئلہ میں جو تحقیق اورعمل درآمد یہاں تحریرکیا گیا کچہ اس مسئلہ ہی کےساتہ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مخصوص نہیں ہے بلکہ نہایت مفید اورکارآ مد مضموں ہے اکثر اختلافی مسائل میں اس سے کام لینا صحیح ہوگا کیونکہ وہ اسی قاعدے پرمبنی ہے {فاحفظہ تنفع إنشاء اللہ تعالی} ۔

১. মওলুদ শরীফ (মিলাদ শরীফ)

এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই যে হজরত ফখরে আদম সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিলাদত শরীফের বর্ণনা দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কল্যাণকর ও বরকতময়। বিতর্কটা হলো বিলাদত শরীফের জন্য তারিখ নির্ধারণ বা এর পদ্ধতি নির্ধারণ তথা এর জন্য বিভিন্ন শর্তারোপ করা নিয়ে। এর মধ্যে সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় হলো কিয়াম (নবি আলাইহিস সালাম) এর প্রতি সালাম নিবেদন করার কালে (দাঁড়ানো)। কতেক ওলামা এসব কিছুকে নিষেধ করেন। তাদের দলিল হলো– كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (প্রত্যেক বিদআত বিপদগামী)। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এসব বিষয়কে বৈধ মনে করেন। তাঁদের অভিমত হচ্ছে– যে কোন অবস্থায় হুজুর রসূলুল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিকরে ফজিলত রয়েছে। বস্তুত বিদআত হলো– অর্ধমকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা।

যেমন হুযুর আকরম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَالَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ۔

"যে আমার ধর্মে নতুন কোন কিছু প্রবর্তন করলো, যা ধর্মের অর্ন্তভুক্ত নয়, তা বর্জনীয়।"

সুতরাং যদি কেউ মিলাদ শরীফে ওই ধরনের তারিখ নির্ধারণ, কিয়াম ইত্যাদিকে ঐচ্ছিক মনে করে এবং এগুলোকে ইবাদত মনে করে না, তবে বিশেষ অভিপ্রায়ে এ সব পালন করে; তবে যাকে উদ্দেশ্য করে এসব করা হচ্ছে অর্থাৎ হুযুর সরওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লামের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিকরের সম্মানকে নিশ্চয়ই ইবাদত মনে করে, তবে এটা বিদআত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ স্বয়ং কিয়ামকে ইবাদত মনে করে না। কিয়ামের মাধ্যমে হুযুর আলাইহিস সালামের প্রতি তাজিম প্রদর্শনই ইবাদত মনে করে; কিন্তু বিশেষ কোন অভিপ্রায়ে এ তাযীমের একটি বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ করে, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। বা যে কোন সময় রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জিকরের তাজিমকে একটি উত্তম কাজ মনে করে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে জিকরে বিলাদতের সময়কে কিয়ামের জন্য নির্ধারণ করে, বা যে কোন সময় বিলাদতের বর্ণনাকে ভাল মনে করে। তবে কোন একটি সময় নির্দিষ্ট থাকাতে আসান মনে করে বা অন্য কোন অভিপ্রায়ে ১২ই রবিউল আওয়ালকে নির্ধারিত করে, এতে কোন ক্ষতি নেই। অভিপ্রায়ের বর্ণনা অনেক ব্যাপক এবং বিভিন্ন অবস্থায় অভিপ্রায়ও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। যদি কেউ এ সব অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত নন, তার জন্য আগের যুগ সম্বন্ধে জানাশোনা যে কোন ব্যক্তির অনুসরণ করাই যথেষ্ট।

নির্দিষ্ট রূহানী আশগাল, মুরাকবাত, মাদ্‌রাসা ও খানকাহ তৈরিও ওই প্রকারের অভিপ্রায়েরই ফল। তবে হ্যাঁ, ওই সব নির্দিষ্ট বিষয়কে নামায রোযা ইত্যাদির ন্যায় যদি কেউ ইবাদত মনে করে, তাহলে নিশ্চয়ই বিদআত হবে। যেমন কারো আকীদা হচ্ছে নির্দিষ্ট তারিখে মিলাদ শরীফ পড়া না হলে, বা এতে কিয়াম কিংবা খুশবুবা শিরনী বিতরণের ব্যবস্থা না করলে কোন সওয়াব হবে না। এ ধরনের আকিদা অবশ্যই ভ্রান্ত। কেননা এতে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন প্রকাশ পায়। অনুরূপ মুবাহ বিষয়কে হারাম ও গুমরাহী মনে করাটাও ভুল। তবে মুবাহ বিষয়সমূহকে ওয়াজিব মনে করাটাও ভুল। কারণ উভয় ক্ষেত্রেই শরীয়তের সীমালঙ্ঘনই প্রকাশ পায়। অবশ্য যদি এসব মুবাহ বিষয়কে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব মনে করে না। তবে কতেক বরকতের জন্য জরুরী মনে করে, যেমন কতেক আমলের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্তাবলি জুড়ে দেয়া হয়, যে গুলোর অনুসরণ না করলে বিশেষ তাছির সৃষ্টি হয় না, তবে এগুলোকে বিদআত আখ্যা দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। যেমন কতেক ওজিফা দাঁড়িয়ে পাঠ করা হয়। যদি বসে পড়া হয়,

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তাহলে এতে যে বিশেষ তাছির রয়েছে, তা সৃষ্টি হয় না। তাই বিশেষ তাছির সৃষ্টি করার জন্যই সেই ওজিফা দাঁড়িয়ে পাঠ করাকে জরুরী মনে করে। আমল উদ্ভাবনকারীর কাশফ বা ইলহামই এর প্রমাণ। অনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা কোন নেক বান্দার আমল হতে মীলাদ শরীফের বিশেষ পদ্ধতিকে বরকতময় মনে করে এবং একইভাবে কিয়ামকে জরুরী মনে করে, তাহলে বিদআত হতে পারে না। বিশ্বাস হলো একটি অভ্যন্তরীণ বিষয়। বিনা জিজ্ঞাসায় এর ধরণ বুঝা যায় না। বাহ্যিক কিছু আলামত দেখে কারো প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা আদৌ সমীচীন নয়। আবার কতেক লোক বে-কিয়ামীদের দোষারোপ করে মূলত এটা উচিৎ নয়। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিয়াম ওয়াজিব নয়। ফকীহগণ বলেন-চাপসৃষ্টির দ্বারা পছন্দনীয় কাজ (মুস্তাহাব) ও অবৈধ হয়ে যায়। ওয়াজিব কাজসমূহের বেলায় চাপ দেয়া সঙ্গত তবে ঐচ্ছিক কাজের বেলায় নিষেধ। যদি কেউ বে-কিয়ামীকে দোষারোপ করলো, তবে এর জন্য তার সম্পর্কে এ ধারণা করাটা ভুল হবে যে সে কিয়ামকে শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব মনে করে। কারণ দোষারোপের অনেক কারণ থাকতে পারে– কোন সময় ওয়াজিব মনে করে, কোন সময় অভ্যাস বা প্রচলিত প্রথার বিপরীত হওয়ার কারণে। এ অভ্যাসটা দুনিয়াবী অথবা দীনি ভিত্তির উপর হতে পারে। আবার কোন সময় এ কারণে দোষারোপ করা হয় যে, দোষারোপকারীর অভিমত মোতাবেক (অভিমতটি সঠিক হোক বা ভ্রান্ত) এ ধরণের আচরণ বদ আকিদা সম্প্রদায়ের আলামত। উদাহরণস্বরূপ কোন বুযুর্গ ব্যক্তি কোন মাহফিলে তাশরীফ আনলেন। সবাই তাজিমের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন তবে একজন বসে রইলো। তখন ওর নিন্দা ও কারণে করা হয় না যে সে শরীয়তের কোন ওয়াজিব বিষয় বর্জন করেন বরং একারণেই করা হয় যে সে মজলিসের আদবের বিরোদিতা করেছে।

আর একটি উদাহরণ হলো— এ উপমহাদেশে সাধারণভাবে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে তারাবীহ নামাযে কুরআন খতম উপলক্ষে শিরনী বিতরণ করা হয় এবং যদি কেউ শিরনী বিতরণ না করে, তবে তার সমালোচনা করা

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়। তবে সমালোচনাটা একারণেই করা হয় যে সে একটি উত্তম প্রথাকে বর্জন করলো। আরও একটি উদাহরণ কোন এক সময় নিজদের 'সত্য' বলতে শুনে ওর সমালোচনা করে এবং ওকে ওই ফিরকার অন্তর্ভুক্ত মনে করে ওর বিরোধিতা করে।

যা হোক উপরোক্ত আলোচনা হতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে কেউ কোন কাজের জন্য কারো সমালোচনা করার দরুন এটা প্রমাণিত হয় না যে সে ওই কাজটা ওয়াজিব মনে করে। আর সাধারণ লোকদের মধ্যে কেউ যদি সত্যিই কিয়ামকে ওয়াজিব বা ফরজ মনে করে, তবে শুধু ওর বেলায় তা বিদআত হবে। কিন্তু যারা এ ধরনের আকিদা পোষণ করে না, তাদের ক্ষেত্রে কেন বিদআতের অপবাদ দেয়া হবে? যেমন কতেক কট্টরপন্থী পীর বুযুর্গের দরবার হতে পিছপা হটে আসাকে প্রয়োজন মনে করে। কিন্তু অন্যরা পিছপা হটে আসাকে পছন্দনীয় আজ মনে করে। তাই বলে কি সবার ক্ষেত্রে বিদআতের অপবাদ দেয়া হবে? কতেক আলেম মূর্খ ব্যক্তিদের কিছু বাড়াবাড়ি দেখে, যেমন ভ্রান্ত হাদীস বর্ণনা, গান-বাজনা প্রভৃতি, যা সাধারণ লোকদের মজলিসে হয়ে থাকে, সবার ক্ষেত্রে একই রায় দিয়ে দেয়। এটা ন্যায় সঙ্গত আচরণ নয়। কোন কোন ওয়ায়েজীন (বক্তা) মওজু রেওয়ায়েত বর্ণনা করে এবং কোন কোন সময় তাদের ওয়াজ মজলিসে নারী-পুরুষ একসঙ্গে একত্র হওয়ার কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই বলে কি সকল ওয়াজ মাহফিল নিষেধ হয়ে যাবে? তা হবে কীটের জন্য কম্বল পুড়ে ফেলার নামান্তর।

এবার আলোচনা করা যাক মাহফিলে মিলাদে হুযুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাজির হওয়ার আকিদা প্রসঙ্গে। এ ধরনের আকিদাকে কুফর ও শিরক আখ্যা দেওয়া বাড়াবাড়ি মাত্র। এটা কুরআন-হাদীস ও যুক্তি উভয় মতে সম্ভব। এবং অনেক জায়গায় এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দলিল রয়েছে। যদি কেউ সন্দেহ করে যে হুযুর সাল্লাহল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে অবগত হবেন এবং একই সাথে কিভাবে কয়েক স্থানে তাশরীফ নিয়ে যাবেন, তলে এটাকে খুবই দুর্বল সন্দেহ বলে ধরে নিতে হবে। হুযুরের ইলম ও রূহানিয়াতের বিস্তৃতি সম্পর্কে বিশুদ্ধ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রেওয়ায়েত ও আহলে কাশফের প্রত্যেক্ষ দর্শন দ্বারা যা প্রমাণিত, এর সামনে এরূপ ধারণা বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া আল্লাহর কুদরতীর বেলায় কারো নাক গলানোর সুযোগ নেই। এটাও হতে পারে যে তিনি (আলাইহিস সালাম) আপন স্থানে অবস্থান করবেন এবং মধ্যবর্তী পর্দাটা অপসারিত হয়ে যাবে। যে কোন অবস্থায় এটা সম্ভব। এর দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে সত্তাগত অদৃশ্য জ্ঞান, যা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত, প্রতিভাত হয় না। স্বত্তাগত ইলমে গায়ব বা অদৃশ্য জ্ঞান তাকে বলা হয়, যা অদৃশ্য জ্ঞানীর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত।

অর্থাৎ যে সত্তাগতভাবে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, যাকে কারো বলে দেওয়ার দরকার হয় না। এ ধরনের অদৃশ্য জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস। আর যে জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত, ওটা সত্তাগত নয়। এ ধরনের জ্ঞান মকলুকের বেলায় শুধু সম্ভব নয় বরং এর অর্জনের ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে। ইলকা, ইলহাম ও ওহী এ ধরনের জ্ঞানেরই পর্যায়ভুক্ত। তাই সম্ভবপর কোন বিষয়ের আকিদা কিভাবে কুফর কিংবা শিরক হতে পারে? যে জিনিসটা হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়, সেটা যে হতে হবে এমন নয়। তবে বাস্তবায়িত হলে এর জন্য দলিলের প্রয়োজন। যদি কারো প্রমাণ মিলে যায়, যেমন নিজের কাছে কাশফ হলো বা কোন কাশফধারী বান্দা বললেন, তবে তার উপর আস্থা রাখা জায়েয। অন্যথায় দলিল বিহীন ভ্রান্ত ধারণার পর্যবসিত হবে। এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করা বাঞ্চনীয়। তবে কোন অবস্থাতেই তা শিরক বা কুফরী হতে পারে না। উপরোক্ত বর্ণনা হলো এ মাসআলার সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ।

আমার নীতি হলো 'আমি মিলাদ মাহফিলে যোগদান করি এবং একে বরকতের ওসিলা জেনে আমি নিজেই প্রতিবছর এক আয়োজন করে থাকি এবং কিয়াসে আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে থাকি।' ওটা যেহেতু বিতর্কিত বিষয় এবং প্রত্যেক দলের কাছে শক্তিশালী বা দুর্বল হোক প্রমাণও মওজুদ আছে, সেহেতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উচিত যা তাঁদের বিচার বিশ্লেষণে সঠিক বিবেচিত হবে, সে মোতাবেক আমল করা। কিন্তু অন্য দলের সাথে যেন কোন

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হিংসা-বিদ্বেষ না রাখে, ওদের যেন ঘৃণার চোখে না দেখে এবং তাদের যেন ফাসিক গুমরাহ ইত্যাদি না বলে বরং এ মতভেদকে হানাফী-শাফেয়ীর পার্থক্যের মত মনে করে। অবশ্য উভয় দল যেন পরস্পর মুলাকাত, চিঠিপত্র আদান-প্রদান, সালাম-কালাম এবং সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে, একে অন্যের বক্তব্য খণ্ডন এবং পরস্পর বাক বিতণ্ডা থেকে বিরত থাকে। বিশেষ করে অহেতুক লোকদের ফালতু কথার প্রতি যেন কর্ণপাত না করে, যা জ্ঞানীদের জন্য শোভা পায় না। আর এ ধরণের মাসআলার জন্য যেন ফত্‌ওয়া না লিখে বা সীল দস্তখত প্রদান না দেয়। কেননা এগুলো অর্থহীন। বরং পরস্পরের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করা কর্তব্য যেমন বে-কিয়ামীরা যদি কিয়ামকারীদের মাহফিলে উপস্থিত হয়, তখন তাদের উচিত কিয়ামকারীদের সাথে কিয়াম করা। সাধারণ মানুষেরা যেসব কাজ অতিরিত করে, ওইগুলো যেন শান্তভাবে বারণ করে। আর তা ওই প্রকারের লোক কর্তৃক করা উচিত, যারা মিলাদ-ক্বিয়ামে শরীক হন। কিন্তু যারা মূল মিলাদ শরীফকে নিষেধ করে, তাদের নিশ্চুপ থাকা উচিত। এসব কাজ যেখানে চালু হয়েছে তার বিরোধিতা না করা আর যেখানে চালু হয় নি, সেখানে নতুনভাবে চালু করা অনুচিত। মোট কথা যেন ফিতনা ফ্যাসাদ থেকে বিরত থাকে। হাতিমের ঘটনাই এর জন্য যথার্থ প্রমাণ। জায়েয দাবিদারগণ নিষেধকারীদের নিষেধাজ্ঞার পিছনে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা মনে মনে করে নিবেন যেন হয়তো তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাদের ধারণাটা সঠিক বিবেচিত মনে হয়েছে কিংবা এ জন্যই নিষেধ করে যে, লোকেরা যেন সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকে।

তদ্রূপ নিষেধকারীরা জায়েয দাবিদারদের অভিমতের ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করবেন– হয়তো ওদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ওদের আমলটা সঠিক বিবেচিত হয়েছে কিংবা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামের প্রতি মুহাব্বতের আধিক্যের কারণে এ আমলটি করেন এবং মুসলমানদের প্রতি সুধারণা পোষণ করে তাদের এটা পালন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপরোক্ত নীতির অনুসরণ কর্তব্য। সাধারণ লোকদের উচিত যে তারা যে আলেমকে দীনদার এবং দক্ষ মনে করে, তাঁদের অভিমত অনুযায়ী

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমল করা এবং ভিন্নমত পোষণকারী লোকদের সাথে তর্কবিতর্ক না করা। বিশেষ করে ভিন্নমত পোষণকারী ওলামায়ে কিরামের শানে বেআদবী না করা। কারণ ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না।

স্মরণ রাখবেন, গীবত এবং হিংসার দ্বারা আমল বিনষ্ট হয়। এসব কাজ থেকে বিরত থাকবেন, ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থাকবেন এবং এ জাতীয় বিষয়বস্তু সংবলিত পুস্তক পুস্তিকা পাঠ করবেন না। কেননা এগুলো হচ্ছে আলেমদের কাজ। এ সব বিষয় পাঠ করলে সাধারণ লোকের মনে আলেমদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা এবং শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলের প্রতি বিরূপ ভাব সৃষ্টি হয়। এ মাসআলা সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ এবং পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, তা শুধু এ মাসআলার জন্য নির্দিষ্ট নয়, অন্যান্য মাসআলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং শুভ ফলদায়ক। প্রায় বিতর্কিত মাসআলার ক্ষেত্রে উপারোক্ত পথনির্দেশনার অনুসরণ চলবে। কারণ সেটা সেভাবেই করা হয়েছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(۲) فاتحہ مروجہ:

اس میں بھی وہی گفتگو ہے جو اوپرمیلاد شریف کے سلسلہ میں گزر چکی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میت کی روح کو ثواب پہنچا نے میں اصولی طور پرکسی کوکلام نہیں لیکن یہاں بھی اگرکوئی اس ثواب کو مخصوص باتوں پر موقوف سمجھے جوآج کل کی مجالس فاتحہ میں رائج ہیں یا ان باتوں کو واجب ۔ یافرض تصورکر لے تو یہ ممنوع ہو جا ئیں گی اور اگر یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس خاص شکل کو محض مصلحت سے اختیار کیاجا ئے تو کچھ حرج نہیں اسی طرح فقہائے کرام نے نماز میں کسی مصلحت سے خاص سورتیں مقررکرنا جائز رکھاہے ، اورتہجد میں اکثر مشائخ کا یہی معمول ہے اگر اس سوال پر غور کیاجا ئے کہ یہ فاتحہ کی شکل جس کا اس زما نے میں رواج ہے کس طرح وجود میں آئی تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ عادت تھی کہ مثلا کھانا پکا کر مسکینوں کوکھلا دیا اور دل میں نیت کی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے بعد کے لوگوں میں کسی کوخیال ہوا کہ جیسے نماز میں دل سے نیت کرنا کافی ہے عوام کے لئے دل اور زبان کی موافقت کے لحاظ سے زبان سے بھی کہنا اچھی بات ہے اسی طرح اگر یہاں بھی زبان سے کہ دیا جا ئے کہ یا اللہ اس کھا نے کاثواب فلان

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

شخص کو پہنچ جا ئے تو بہتر ہے پھرکسی کوخیال ہوا کہ اگر وہ کھانا سامنے ہو جس کی طرف اس دعا میں اشارہ کیا جا رہا ہے تو نیت میں یکسوئی زیادہ ہوگی تو کھانا سامنے رکھاجا نے لگا کسی کو یہ خیال ہوا کہ یہ دعا ہے اگر کچھ کلام الہی بھی پڑہا جا ئے تو دعاء قبول ہو نے کی زیادہ امید ہے اوراس کلام کا ثواب بھی پہنچ جا ئے گا کہ جمع بین العبادتین ہے یعنی دوعبادتیں ہوجا ئیں گی چہ خوش بود کہ برآ ید بیک کرشمہ دوکار ۔

قرآن شریف کی بعض سورتیں جو لفظوں میں مختصر اور ثواب میں بہت زیادہ ہیں پڑہی جا نے لگیں، کسی کوخیال ہوا کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا سنت ہاتھ اٹھا نے کا بھی دستور ہوگیا، کسی نے خیال کیا کہ کھا نے کے ساتھ جو مسکیں کوکھلایا جا ئے گا پانی دینابھی بڑا ثواب کاکام ہے تو کھانے کے ساتھ پانی بھی رکھا جا نے لگا، اسی طرح فاتحہ کی خاص شکل پیدا ہوگئی، اب رہا تار یخ مقرر کرنا تو یہ بات تجر بہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جوکام کسی خاص وقت میں کیا جاتا ہے وہ اس وقت یاد بھی آ جاتا ہے اورضر ور انجام پا جا تا ہے نہیں تو سالہاسال گزر جا تے ہیں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آ تا ہے اس قسم کی مصلحتیں ہر

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بات میں ہیں جن کی تفصیل بہت لمبی ہے محض بطور نمو نے کے تھوڑ اسا بیان کیا گیا اور باقی ذہین آ دمی خود غورکر کے سمجھ سکتا ہے قطع نظر ان مصلحتوں کے ان باتوں میں بعض روحانی اسرار بھی ہیں بہرحال اگر ایسی مصلحتین ایك خاص شکل اختیار کر نے کا باعث ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں، اب جہاں تك عوام کے غلوکا تعلق ہے تو اس کی اصلاح کر نی چاہئے، اصل عمل کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر عوام کسی بات میں غلو کر یں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ اہل فہم کا عمل غلط ہوگیا۔

لنا اعمالنا ولکم اعمالکم

(ہمارے لئے ہمارے اعمال اور تمہارے لئے تمہارے اعمال)

بعض لوگ فاتحہ کی موجودہ شکل کو تشبہ بتا تے ہیں تشبہ کے بحث بہت لمبی ہے بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ تشبہ اس وقت تك رہتا ہے جب تك وہ عادات اس قوم کے ساتھ ایسی مخصوص ہوں کہ جو شخص یہ کام کرے اس پر لوگ حیرت کریں یا اسی قوم میں سے سمجھاجا ئے جب وہ عادات دوسری قو موں میں پھیل کر عام ہوجا ئیں تو تشبہ جاتا رہتا ہے ورنہ بہت سی عادات ورسوم غیر قوموں سے لئے گئے ہیں اور مسلمانوں میں اس کثرت سے پھیل گئے ہیں کہ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

کسی عالم درویش کا گھر بھی ان سے خالی نہیں ہے یہ سب باتیں بری نہیں سمجھی جا سکتیں اہل قیا کی طہارت کاقصہ اس کے لئے کافی حجت ہے ہاں اگرکوئی بات عام نہیں ہوئی اوراس ۔

غیرقوم کی خصوصیت ہے تو تشبہ ہو جاتا ہے جو منع ہے چنانچہ ثواب پہنچا نے کی شکل جو اس زما نے میں رائج ہیں کسی ایك قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے حضرت غوث پاك قدس سرہ کی گیارہویں رسوم، دسواں، بیسواں، چہلم، ششما ہی، برسی وغیرہ اورتوشہ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سہ منی حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ شب برات کا حلوہ اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقے اسی قاعدے پر بنی ہیں فقیرکا مشرب اس سلسلہ میں یہ ہے کہ میں ان خاص شکلوں کا پابند نہیں ہوں مگر کرنے والوں پر انکار بھی نہیں کرتا اس مسئلہ میں عمل درآ مد وہی رکھنا چاہے ، جو اوپر میلاد شریف کے بارے میں بیان ہو چکا ہے یعنی ۔ دونوں فریق آپس میں مل جل کر رہیں، بحث ومباحثہ نہ کریں ایك دوسرے کو وہابی بدعتی نہ کہیں اورعوام کو غلو اور جھگڑا کر نے سے منع کریں ۔

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. প্রচলিত ফাতিহা

ফাতিহার ব্যাপারেও মিলাদ শরীফের মতো একই রকম বাকবিতণ্ডা রয়েছে। মূল কথা হলো মৃত ব্যক্তির রূহের প্রতি ঈসালে সওয়াব করার ব্যাপারে নীতিগতভাবে কারো দ্বীমত নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও কেউ নির্দিষ্ট দোয়া-দরুদ পাঠের উপর এর সওয়াব নিহীত মনে করে, যা আজকালকার ফাতিহার মজলিসে প্রচলিত আছে। ওসব দুআ-দরূদ পাঠকে ওয়াজিব বা ফরজ ধারণা করলে এটা নাজায়েয হয়ে যাবে। তবে যদি এ ধরণের আকিদা না থাকে বরং কোন অভিপ্রায়ে এ বিশিষ্ট পদ্ধতিটা গ্রহণ করা হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। ফকীহগণ কোন অভিপ্রায়ে নামাযে বিশেষ সূরাসমূহ নির্ধারিত করাকে জায়েয বলেছেন। তাহাজ্জুদ নামাযে প্রায় পীর মাশায়েখের এটাই অনুসৃত আমল। বর্তমান যুগে প্রচলিত ফাতিহার পদ্ধতি কিভাবে চালু হলো, তা নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয় যে আগের যুগে খাবার তৈরী করে মিসকীনদের খাওয়ানো হতো এবং মনে মনে এর সওয়াব অমুকের নিকট পৌঁছে যাবার নিয়ত করা হতো। পরবর্তী লোকদের কারো খেয়াল হলো যে নামাযে মনে মনে নিয়ত করা যথেষ্ট তবে সাধারণ লোকদের বেলায় মুখ ও অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মুখেও বলা ভাল। অনুরূপ ফাতিহায়ও যদি মুখে বলে দেয়া হয়, হে আল্লাহ! এ খাবারের সওয়াব অমুক ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যাক, তাহলে আরও ফলপ্রসূ হবে। পরে আবার কারো ধারণা হলো যে ফাতিহার জন্য নির্ধারিত খাবারটা সামনে নিয়ে ফতিহা দেয়া আরম্ভ হলো। এরপর কারো খেয়াল হলো যে ফাতিহা দোয়ার সাথে যদি কুরআন শরীফ থেকে কিছু পাঠ করা যায়, তবে দোয়া কবুল হওয়ার অধিক আশা রয়েছে এবং কুরআন পাঠের সওয়াবটাও পৌঁছে যাবে। তাই এর সাথে দুটা ইবাদতই হয়ে যাচ্ছে।

কুরআন শরীফে এমন কতেক সূরা রয়েছে, যেগুলো শাব্দিক দিক দিয়ে ছোট তবে সওয়াব অনেক বেশি। ফাতিহায় এগুলোই পড়া হয়। কারো ধারণা হলো যে দোয়ার জন্য হাত উঠানো সুন্নাত। ফলে ফাতিহার সময়ও হাত উঠানোর প্রচলন হয়ে গেল। কারো ধারণা হলো ফাতিহার পর মিসকীনকে

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খাবার দেয়ার সাথে পানি দেয়াটাও বড় পুণ্যের কাজ। ফলে খাবারের সাথে পানি দেয়ার প্রচলনটাও হয়ে গেল। এভাবে ফাতিহার এ বিশেষ পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো তারিখ নির্ধারণ করা নিয়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে এটা জানা যায় যে, যে কাজটা কোন নির্দিষ্ট সময়ে করা হয়, তা সেই নির্দিষ্ট সময় আসার সাথে সাথেই মনে হয় এবং কাজটাও যথাসময়ে আদায় হয়ে যায়। নতুবা বছরের পর বছর চলে গেলেও কোন খবর থাকে না। প্রত্যেক বিষয়ে এ ধরনের অভিপ্রায় থেকে থাকে। যার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া যায়। তবে এখানে উদাহরণ স্বরূপ যৎসামান্য বর্ণিত হলো। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেরাই বাদ বাকি সব বুঝে নিতে পারবে। বিশেষ অভিপ্রায় ছাড়াও এসব বিষয়ে রূহানী রহস্যাদিও আছে। যাহোক উল্লিখিত অভিপ্রায়ের দরুন ফাতিহার সময় বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণে কোন ক্ষতি নেই। অবশ্য অজ্ঞলোকেরা এ ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি করলে তা সংশোধনের চেষ্টা করা কর্তব্য কিন্তু মূল আমল নিষেধ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। অজ্ঞলোকের বাড়াবাড়ির অর্থ এ নয় যে বিজ্ঞ লোকের আমল ভুল হয়ে গেছে– لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ (আমাদের জন্য আমাদের আমল আর তোমাদের জন্য তোমাদের আমল)

কতেক লোক ফাতিহার বর্তমান পদ্ধতিকে বিধর্মীদের অনুসরণ বলে থাকে। এ অনুকরণের আলোচনাটি অত্যন্ত ব্যাপক। অবশ্য এতটুকু জেনে নিতে পারলে যথেষ্ট হবে যে অনুকরণটা তখন পর্যন্ত বজায় থাকে, যখন পর্যন্ত সে অভ্যাসটা সেই সম্প্রদায়ের সাথে এভাবে সংশ্লিষ্ট যে, যে ব্যক্তি এ কাজকে করে তার প্রতি লোকেরা সন্দেহ করে বা তাকে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করে। তবে যখন এ অভ্যাসটা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়, তখন আর অনুকরণ বলা হয় না। তা না হলে তো অনেক আচার আচরণ ভিন্ন সম্প্রদায় হতে নেয়া হয়েছে এবং যা মুসলমানদের মধ্যে এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে যে কোন আলেম দরবেশেরাও এর থেকে মুক্ত নেই এবং এগুলোকে খারাপও মনে করা হয় না। এখানে তাহলে কুবার পবিত্রতা অর্জনের কাহিনীটা প্রমান হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তবে যে কাজটা সার্বজনীন নয় এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের বলেই

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্বীকৃত, তাহলে সেটাকে অনুকরণেই বলা হবে। এ ধরণের অনুকরণ নিষেধ। অবশ্য সওয়াব পৌঁছানোর পদ্ধতিটা যেটা এ যুগে প্রচলিত, অন্য কোন সম্প্রদায়ের অভ্যাসের সাথে সাদৃশ্য নয়। হজরত গাওসে পাক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর গিয়ারবী শরীফ, দশভী, বিশভী চেহলাম, ছয়মাসিক বার্ষিক ফাতিহা ইত্যাদি, হজরত শায়খ আবদুল হক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এর তোশা শরীফ, হজরত বুআলী শাহ কলন্দর (রা) এর শবে বরাতের হালুয়া প্রভৃতি ঈসালে সওয়াবের ভিন্নরূপ। এ ব্যাপারে আমার নীতি হলো যে আমি এসব বিশেষ পদ্ধতির অনুসারী নই তবে যারা করে তাদে কারণও করি না। এ বিষয়ে সেই একই পন্থা অনুসরণ করা কর্তব্য, যা মিলাদ শরীফ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ উভয় দল যেন মিলেমিশে থাকে, তর্কবিতর্ক না করে, একে অন্যকে বিদআতী, ওহাবী না বলে এবং সাধারণ লোকদেরকে বাড়াবাড়ি ও ঝগড়াঝাটি করা থেকে নিষেধ করে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(۳) عرس اور سماع:

لفظ عرس اس حدیث سے لیا گیا ہے نم کنومۃ العروس یعنی مر نے کے بعد صالح بندے سے کہا جاتا ہے، سو جا دلہن کے نیند، اللہ کے مقبول بندوں کے حق میں موت محبوب حقیقی سے ملنے کا نام ہے اور اسی وجہ سے ان کی موت وصال کہی جاتی ہے یعنی ملاپ اپ جومحبوب حقیقی سے جا ملے اس سے بڑہ کرکیا شادی ہو سکتی ہے عرس کی رسم جاری کر نے کا یہ مقصد تہاکہ مرنے والوں کی روحوں کی ایصال ثواب کرنا ایك پسندیدہ فعل ہے اس سلسلہ میں جن بزرگوں سے ہم نے فیوض وبرکات حاصل کئے ہیں ان کا ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے پہرا پنے پیر بہائیوں سے ملنا محبت کو بڑھا تا ہے اور باعث برکت بہی ہے اس کے ساتہ طالبوں کایہ فائدہ ہے کہ پیرکا تلاش میں دقّت نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے مشائخ رونق افروز ہو تے ہیں ان میں جن سے عقیدت ہو ان کے مرید ہو سکتے ہیں اس طرح سے سلسلہ کے سب لوگ ایك تاریخ میں جمع ہوجا تے ہیں ایك دوسرے سے ملاقات ہوجاتی ہے اورصاحب مزارکی روح کو قرآن کی تلاوت اورکہانا تقسیم کر نے کاثواب بہی پنہچا جاتا ہے اس مصلحت سے ایك خاص تاریخ مقررکی جاتی ہے اب یہ تاریخ وفات کا دن کیوں ہے اس میں کچہ راز پوشیدہ ہیں جن

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

کے اظہار کی ضرورت نہیں چونکہ بعض سلسلوں میں سماع کا رواج ہے اس لئے حال کو تازہ کر نے اور ذوق اور شوق کو بڑھا نے کے لئے کچھ سماع بھی ہو نے لگا چنانچہ عرس کی اصلیت یہی ہے اور اس میں کوئی حرج نظر نہیں آ تا بلکہ بعض علماء نے احادیث سے اس کا جواز بھی نکلا ہے ایک شبہ اس حدیث سے پیدا ہوتا ہے لا تتخذوا قبری عیدا یعنی میری قبرکومیلہ مت بنا، اس حدیث کے صحیح معنی یہ ہیں کہ قبر پر میلہ لگانا خوشیاں کرنا زینت وآ رائش اوردھوم دھام کا اہتمام کرنا یہ سب منع ہے کیونکہ زیارت قبورعبرت اورآ خرت کویاددلا نے کے لئے ہے نہ کہ غفلت اورزینت کے لئے یہ معنی نہیی ہے کہ قبر پر جمع ہونا منع ہے ورنہ قافلوں کا روضئہ اقدس کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ جانا بھی منع ہوتا اورظاہر ہے کہ یہ غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ زیارت قبور اکیلے یاجماعت کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے اور ایصال ثواب بذریعہ تلاوت قرآن اور تقسیم طعام بھی جائز اور مصلحت سے خاص تاریخ کو مقر رکرنا بھی جائز اور یہ سب مل کر بھی جائز ۔

رہایہ شبہ کہ وہاں پکار کر سب پکار کر قرآن شریف پڑ ھتے ہیں اور اس میں ایت واذا قری القران فاستمعوا لہ وانصتوا (سورۃ الاعراف، آیت نمبر ۲۰٤)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ترجمة: اورمسلمانون! قرآن پڑھا جا ئے، تو جی لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ اللہ کی مہربانی کے مستحق ثابت ہو) کی مخالفت ہوتی ہے اور تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے باہرخاموشی سے قرآن شریف کوسننا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے فرض یا واجب نہیں ہے جنانچہ اگر کوئی کسی مستحب کو چھوڑدے تو اتنا سخت اعتراض مناسب نہیں ورنہ مکتبوں مین بچوّں کا پڑھنابھی منع ہوجا ئے گا دوسرے اگرکسی کی یہی تحقیق ہو کہ قرآن شریف کو سنتے وقت خاموش رہنا ہر حالت میں واجب ہے تو بجا ئے اس کے کہ پورے عرس ہی کو منع کرے بہتر یہی ہوگا کہ لو گوں کواس بات کی تعلیم کرے کہ قرآن مجید خاموشی سے پڑھیں۔

سو ئم کی رسم میں جو لوگ قرآن شریف بلند آواز سے پڑھتے ہیں اس کا بھی یہی جواب ہے البتہ جس مجلس میں ایسی قابل اعتراض با تیں ہوتے ہیں جیسے طوائفون کا ناچ اورقبور کوسجدہ وغیرہ اس میں شریك نہیں ہونا چا ہئے، سماع بذات خود ایك اختلافی مسئلہ ہے بغیرساز کے سماع میں بھی اختلاف ہے لیکن اسکے متعلق محققین کا قول ہے کہ اگر جواز کی شرطیں موجود ہوں اور فساد پیداکر نے والی با تیں موجود نہ ہوں تو درست ہے ورنہ نہیں جسے امام غزالی رحمة اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مفصل بیان کیا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ہے اورساز کے ساتھ سماع میں بھی اختلاف ہے بعض لوگوں نے ان حدیثوں کی تاویلیں کی ہیں جن میں ساز منع معلوم ہو تے ہیں اوراس سلسلہ میں فقہ سے دلائل پیش کئے ہیں چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ سماع میں اس کا ذکر فرمایا ہے لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ آداب وشرائط کا ہونا ضروری ہے جو آج کل اکثر مجالس میں مفقود ہو تے ہیں مگر تاہم ۔

خدا پنج انکشت یکسان نکرد

(اللہ تعالی نے پانچ انگلیاں ایک سی نہیں بنائیں)

بہر حال یہ احادیث خبر واحد ہیں اوران کی تاویل ممکن ہے خواہ ذرا مشکل ہے ، اس کے علاوہ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ اپنے حال کی وجہ سے مجبور ہیں، ایسی حالت میں کسی پر اعتراض کرنا بہت دشوار ہے ۔ اس مسئلہ میں فقیرکا مشرب یہ ہے کہ ہرسال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتاہوں اوّل قرآن خوانی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اگر وقت میں گنجائش ہوتو مولود پڑ ھا جاتا ہے پھرکھانا کھلایا جا تا ہے اور اس کا ثواب بخش دیا جاتا ہے اس سے زائد فقیر کی عادت نہیں ہے اورنہ کبھی سماع کا اتفاق ہوا نہ خالی نہ ساز کے ساتھ مگر دل میں اہل حال پرکبھی اعتراض نہیں کیا ہاں جو محض ریاکار وعویدار

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ہو وہ برا مگر بغیر شرعی دلیل کے اس کا فیصلہ کرنا کہ فلاں شخص ریاکار ہے درست نہیں اس میں کبھی دونوں فریق کاعملدرآمد یہی ہونا چا ہئے جو اوپر گز رچکا کہ جو لوگ نہ کریں تو اس بات کو ان کا کمال اتباع سنت کا شوق سمجھو اورجوکریں ان کو اہل محبت میں سے جانیں اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں اورعوام کی زیادتیون کو لطف ونرمی سے رو کنے کی کوشش کریں ۔

৩. উরস ও সামা

উরস শব্দটি এই হাদীছ হতে নেওয়া হয়েছে– نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوْسِ মৃত্যুর পর নেক বান্দাদেরকে বলা হবে বরের মত শুয়ে পড়। আল্লাহর মকবুল বান্দার বেলায় মৃত্যু হলো মাহবুবে হাকিকীর সাথে সাক্ষাতের নাম। এ জন্যই তাদের মৃত্যুকে বেসাল তথা মিলন বলা হয়। মাহবুবে হাকিকীর সাথে মিলনের চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে। উরসের প্রথা চালু করার উদ্দেশ্য ছিল যে মৃত্যু ব্যক্তিদের রূহের প্রতি ঈসালে সওয়ার করা, যা খুবই পছন্দনীয় কাজ। যে সব পীর বুযুর্গ থেকে আমরা ফয়েজ বরকত লাভ করেছি, এব্যাপারে আমাদের উপর তাদের অধিক হক রয়েছে। আর উরস উপলক্ষে পীর ভাইদের সাথে মেলা-মেশার দরুন পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব বৃদ্ধি পায় এবং তা বরকতময়ও। আবার এসব উরসে অনেক পীর মাশায়েখ একত্রিত হয় বলে পীর তালাশ করাও সহজ হয় এবং যাকে মনঃপূত হয়, তাঁর মুরিদ হওয়া যায়। এভাবে সিলসিলার সব লোক একই তারিখে একত্রিত হয়, একে অন্যের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে এবং সাহেবে মাযারের রূহের প্রতি কুরআন তিলাওয়াত, খাবার বণ্টন ইত্যাদির সওয়াবও পৌছানো হয়। এ মহৎ উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট তারিখ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নির্ধারিত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে মৃত্যুর দিনকে কেন উরসের জন্য নির্ধারণ করা হয়? এক পিছনে কিছু রহস্য লুকায়িত আছে, যার প্রকাশের দরকার নেই। কতেক সিলসিয়ায় সামার প্রচলন রয়েছে। তাই তাদের উরসে জওক-শওক বৃদ্ধি করার অভিপ্রায়ে সামা অনুষ্ঠার হয়ে থাকে। এতে মূল উরসের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কিছু দেখি না। বরং কতিপয় ওলামায়ে কিয়াম হাদীসের দ্বারা এর বৈধতা প্রমাণ করেছেন। একটি সন্দেহ এ হাদীস হতে সৃষ্টি হয় لَاتَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا অর্থাৎ আমার কবরকে মেলায় পরিণত কর না। এ হাদীছের সঠিক অর্থ হলো যে, কবরের কাছে মেলা বসানো, আনন্দ করা, সাজ-সজ্জা এবং ধুমধামের আয়োজন করা নিষেধ। কেননা কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৃত্যু ও পরকালকে স্মরণ করা, আনন্দ আহ্লাদ করা নয়। উপরোক্ত হাদীসের অর্থ এ নয় যে কবরের পাশে একত্রিত হওয়া নিষেধ। তাহলে তো রওজাপাক যিয়ারতের জন্য কাফেলাসমূহের মদিনা তৈয়্যবা যাওয়াও নিষেধ হতো। অতএব প্রমাণিত হলো যে উরস উপলক্ষে একত্রিত হওয়াকে নাজায়েয মনে মনে করাটা ভুল। সার কথা হলো– কবর যিয়ারত একাকী বা দলবদ্ধ উভয়ভাবে জায়েয এবং কোন অভিপ্রায়ে বিশেষ তারিখ নির্দিষ্ট করাও জায়েয।

আর একটি প্রশ্ন হলো উরসের সময় সবাই হই-হল্লা করে কুরআন শরীফ পাঠ করে কিন্তু তা কুরআনের আয়াত وَاِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا (মুসলমান! যখন কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়, তখন মনোযোগ সহকারে শুন এবং নিশ্চুপ থাক, যেন আল্লাহর করুণার ভাগী হও) এর বিপরীত প্রতিভাত হয়।

প্রথমতঃ ওলামায়ে কিরাম লিখেছেন যে নামাযের বাহিরে নিশ্চুপ ভাবে কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনা মুস্তাহাব, ফরজ কিংবা ওয়াজিব নয়। কাজেই যদি কেউ কোন মুস্তাহাব ছেড়ে দেয়, তার জন্য জোড়ালো আপত্তি করা সঙ্গত নয়। এ রকম হলেতো মকতবে শিশুদের কুরআন পড়াও নিষেধ হয়ে যাবে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয়তঃ যদি কারো মতে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করার সময় নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব, তবে সম্পূর্ণ উরসকে নিষেধ না করে জনগণকে চুপে চুপে কুরআন তিলাওয়াতের শিক্ষা দেওয়াই সমীচীন হবে। অন্যান্য যে সব তবে লোকেরা উচ্চ স্বরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করে, সব ক্ষেত্রে এ উত্তরটাই প্রযোজ্য। তবে যে সব মজলিসে এমন আপত্তিকর কিছু থাকে, যেমন লেটুর নাচ, কবরে সিজদা ইত্যাদি, সে সব মজলিসে শরীক না হওয়া বাঞ্চনীয়।

সামা স্বয়ং একটি বিতর্কিত মাসআলা। তালযন্ত্রবিহীন সামাও বিতর্কিত। তবে মুহাককিক ওলামায়ে কিরামের অভিমত হলো যদি জায়েযের শর্তসমূহ পাওয়া যায় এবং ফিতনা ফ্যাসাদমূলক কোন বক্তব্য না থাকে, তবে জায়েয। নতুবা না জায়েয। এ ব্যাপারে ইমাম গাযযালী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বাদ্যযন্ত্র সহকারে সামার ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। কতেক আলেম ওইসব হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন, যে গুলোতে বাদ্যযন্ত্র নিষেধ বুঝা যায় এবং এ ব্যাপারে ফিকাহের দলিল পেশ করেছেন। কজি সানাউল্লাহ পানিপতি (রহমতুল্লাহে আলাইহে) তাঁর 'সামা' পুস্তিকায় এর আলোচনা করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে সেমার আদব এবং শর্তসমূহ পাওয়া যাওয়াটা জরুরী। কিন্তু আজকাল অধিকাংশ মাহফিলে এসব নিয়ম কানুন দেখা যায় না। خدابنج انگشت یکساں نکرد (আল্লাহ তায়ালা পাঁচ আঙুলকে এক সমান করেন নি)।

যাহোক সামা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একক রেওয়ায়েত কৃত। ফলে এগুলোর তাবির সম্ভব। তাছাড়া এসব লোকেরা স্বীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সামা করতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় কারো প্রতি আপত্তি করাটা বড়ই দুস্কর।

এ বিষয়ে আমার নীতি হচ্ছে যে আমি প্রতি বছর আমার পীর মুর্শিদের রূহ মুবারকের প্রতি ঈসালে সওয়াব করে থাকি। প্রথমে কুরআন তিলাওয়াত হয় এবং সময় থাকলে মিলাদ শরীফও পড়া হয়। আর সর্বশেষে উপস্থিত সকলকে খাবার পরিবেশন করা হয় এবং এর সওয়াব পীর মুর্শিদের রূহের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতি বখ্‌শিশ করে দেয়া হয়। এর বেশি আমি অন্য কোন কিছু করি না। বাদ্য যন্ত্র সহকারে কিংবা বাদ্য যন্ত্রবিহীন কোন সামার অনুষ্ঠান আমার এখানে হয় না। তবে সামাকারীদের প্রতি আমার কোন আপত্তি নেই। তবে প্রদর্শনীমূলক সেমা দূষণীয় কিন্তু কোন শরয়ী দলিল বিহীন কাউকে তোষামোদকারী বলে ফেলা সঙ্গত নয়। এক্ষেত্রেও উভয় দলের তা-ই করা উচিত, যা আগে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যারা উরস কিংবা সেমা করে না, তাদের সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী মনে কর আর যারা উরস বা সামা করে, তাদের আহলে মুহাব্বত মনে কর। একে অন্যকে অস্বীকার কর না এবং সাধারণ লোকদের বাড়াবাড়িকে শান্ত এবং সহজভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা কর।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٤) غیر اللہ کو پکارنا:

اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ پکار نے سے مختلف مقاصد واغراض ہو تے ہیں کبھی اسکا مقصد محض اظہار شوق ہے کبھی حسرت کبھی کسی کو سنانا کبھی کسی کو پیام پہنچانا چنانچہ اگر کسی غائب مخلوق کو محض یاد کر نے کے لئے یا وصال کے شوق اور فراق کی حسرت سے پکارا جا ئے جیسے اپنے دل کوتسلی دینے کے لئے عاشق اپنے محبوب کا نام لیا کرتا ہے تو اس مین کوئی گناہ نہیں مجنون کا قصّہ مثنوی میں اتا ہے

دید مجنوں را یکے ضمر انورد
دربیا باں غمش نبشۃ فرد

ریگ کاغذ بود انگشتاں قلم
می نموردے بہرکس نامہ رقم

گفت اے مجنون شیدا چیست ایں
می نویسی نامہ بہرکیست ایں

گفت مشق نام لیلے می کنم
خاطر خودراتسلّی می دہم

ترجمۃ: کسی صحرا نورد نے مجنون کو دیکھا کہ اپنے غم وحزن کی ویران دنیا میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، ریت کاغذ

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ہے اور انگلیاں قلم ہے کسی کوخط لکھ رہا ہے ، پوچھا گیا کہ اے مجنون شیدایہ سب کیا ہے کس کے لئے یہ خط نویسی ہو رہی ہے کہنے لگا کہ میں تو لیلئے کے نام مشق کر رہاہوں اوراس طرح اپنے دل کوتسلی دے رہا ہوں اس قسم کاپکار ناصحابہ کرام رض سے بہت سی روایتوں میں پا یاجاتا ہے اور یہ بات ان لوگوں پر مخفی نہیں ہے جنہوں نے آ ثار صحابہ کا گہرا مطالعہ کیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مخاطب کو سنانا مقصود ہوتو اگر پکار نے والا باطنی صفائي سے اس ہستی کا روحانی مشاہدہ کر رہاہے جس کو پکارا جا رہا ہے تو بہی جائز ہے اور اگر مشاہدہ نہیں کر رہا لیکن سمجہتا ہے کہ فلاں ذریعہ سے اس کو خبر پہنچ جا ئے گي اوروہ ذریعہ دلیل سے ثابت ہوتوبہی جائز ہے مثلا یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ درود شریف کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تے ہیں اگر اسی اعتقاد سے کوئی الصلوۃ والسلام علیك یارسول اللہ کہے تو کچہ مضائقہ نہیں ہاں اگر نہ مشاہدہ ہو ر ہا ہو نہ پیغام پہنچانا مقصود ہو اور نہ کوئی پیغام پپہنجا نے کے ذریعہ کوئی دلیل ہوتو ایسا پکارنا منع ہے ، مثلا اگر کوئی کسی ولی کو دور سے پکارتا ہے اس طرح کہ ان کو سنانا منظور ہو اور ۔ نہ وہ روبرو ہیں اورنہ اس شخص کے پاس کوئی شرعی ثبوت ہے اورعلم غیب کادعو ئے بہی ہے بلکہ شرك

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

سے ملتا جاتا ہے مگر بے دھڑک اس کو شرک اورکفر کہ دینا جرآت کی بات ہے ، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالی ان بزرگوں کو خبر پہنچادے ، اور کسی ممکن بات کانا عتقاد شرک نہیں ہو سکتا ، لیکن جو بات ہو سکتی ہے اس کا ہوجانا ضروری نہیں اس لئے اس قسم کی بے معنی پکار کی اجازت نہیں ہو سکتا ، لیکن جو بات ہو سکتی ہے اس کا ہوجانا ضروری نہیں اس لئے اس قسم کی بے معنی پکار کی اجازت نہیں ہے البتہ وہ پکار جو حدیث میں آئی ہے مثلا یا عباد اللہ اعیونی (اے بندگان خدا میری مددکرو) وہ سب کے نزدیک جائز ہے ، یہ تفصیل جو اوپر گزری ہے عوام کے لئے ہے ، اہل خصوصیت کا حال بہی جدا اورحکم بہی جدا ان کی حق میں یہ فعل عبادت ہوجا تا ہے جو خواص میں سے ہوگا وہ خود سمجہ جا ئے گا ، بیان کر نے کی حاجت نہیں اس سے یاشیخ عبد القادر شیأ للہ کی وظیفہ کاحکم معلوم ہوگیا اگر شیخ کومتصرف حقیقی سمجہے تویہ شرک کی طرف لے جانیوالی بات ہے ، ہان اگر وسیلہ یا ذریعہ جا نے یا ان الفاظ کو بابرکت سمجہ کر خالی الذہن ہوکر پڑ ہے تو کچہ حرج نہیی یہ اس مسئلہ کی حقیقت ہے اب بعض علماء اس قسم کی پکارکو منع کر تے ہیں اس خیال سے کہ عوام فرق مراتب نہیں کر تے ان کی نیت بہی اچہی ہے انما الاعمال بالنیات ۔

(یقیناعمل کا مدا رنیتوں پر ہے)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مگرمصلحت یوں ہے کہ پکار نے والا سمجہ دار ہوتو اس پرحسن ظنّ کیا جا ئے اور محض عامل جاہل ہو تو اس سے دریافت کیاجا ئے اگر اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہوتو بالکل روك دیا جا ئے لیکن ہر موقع پر اصل عمل سے منع کرنا مفید نہیں ہوتا ایك بات یادر کہنے کے قابل ہے جو بہت کارآ مدہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرکوئی شخص کسی علط عمل میں متبلا ہو اور اس کے حالات کو دیکہ کر یہ یقین ہوجا ئے کہ یہ شخص اصل عمل کوترك نہ کرے گا تو اس موقع پرنہ تو اس کو اصل عمل کے چھوڑ نے پرمجبور کرے کیونکہ سوائے فساد اور د شمنی کے اورکوئی نتیجہ نہ ہوگا ورنہ اس کو بالکل آزاد اور بے لگام چھوڑ دے کیونکہ یہ شفقت اور اخوّت اسلامی کے خلاف ہے بلکہ اصل عمل کی اجازت دے کر اس میں جوخرابی ہو اس کی اصلاح کرے اس میں قبول ہونے کی امید زیادہ ہے حق سبحانہ تعالی کاحکم ادع الی سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة سورة النمل آیت ۱۲۵ ۔ اے پیغمبر! اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاو، اس طرح کہ حکمت کی باتیں بیان کرواور اچھے طر یقہ پر پندونصیحت کرو ۔

جاہلیت کی رسوم کے عام رواج کے وقت جو شریعت کے احکام مقرر ہو ئے تہے ان پر غور کر نے سے یہ قاعدہ صاف نظرآ ئے گا، اس فقیرکا مشرب یہ ہے کہ ایسی ٹپکا میرا

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

معمول نہیں، ہاں اشعار میں ذوق وشوق سے صیغہ ندا برتا گیا ہے عملدرآمد وہی رکھنا چاہئے جس کا ذکر اوپر کے تین مسئلوں میں گزر چکا ہے۔

৪. গায়রুল্লাহকে ডাকা

এ মাসআলার হাকিকত হলো ডাকার বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় থাকে। কোন সময় আনন্দ প্রকাশার্থে, কোন সময় অনুশোচনা জ্ঞাপকার্থে, কোন সময় কাউকে শুনানোর ইচ্ছায় এবং কোন সময় সংবাদ পৌঁছানোর জন্য ডাকা হয়। অনুরূপ যদি কোন অনুপস্থি ব্যক্তিকে শুধু স্মরণার্থে, বা মিলনের আনন্দে অথবা বিচ্ছেদের অনুশোচনায় ডাকা হয়, যেমন নিজের অন্তরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আশেক স্বীয় শাশুকের নাম নিয়ে থাকে। এতে কোন শুনাহ নেই।

মসনবী শরীফে মজনুর কাহিনি প্রসঙ্গে উল্লেখিত রয়েছে—

মরুভূমি অতিক্রমকারী কোন এক ব্যক্তি মজনুকে মরুভূমিতে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একাকী এরূপ অবস্থায় দেখেছে যে বালির কাগজে আঙ্গুলের কলম দিয়ে কাউকে চিঠি লিখছিল।

জিজ্ঞাসা করা হলো– "হে মজনু! এসব কী? কার জন্য এ চিঠি লিখা হচ্ছে?"

জবাবে বললো– "আমি লায়লার নাম লিখছি এবং এভাবে দিলকে সান্ত্বনা দিচ্ছি।"

সাহাবায়ে কিরাম থেকে এ ধরনের ডাকার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যারা গভীরভাবে সাহাবায়ে কিরামের জীবনী পর্যালোচনা করেছেন, তাদের কাছে এটা অজানা থাকার বিষয় নয়। ডাকার দ্বারা যদি কাউকে শুনানো উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং সম্বোধনকারী যদি বাতেনী শক্তি দ্বারা সেই মহান স্বত্তাকে প্রত্যক্ষ করে থাকে, তবে জায়েয আছে আর যদি না দেখে থাকে কিন্তু মনে করে যে ওমুকের মাধ্যমে খবর পৌঁছে যাবে এবং উক্ত মাধ্যমটা দলিলের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বারা প্রমাণিত হয়, তবে তখনও ডাকা জায়েয। যেমন হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে ফিরিশতাগণ হুযুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দরূদ শরীফ পৌঁছায়। যদি এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ যদি বলে–

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ـ

তবে কোন ক্ষতি নেই। তবে যদি রূহানীভাবে প্রত্যক্ষ না করে, পয়গাম পৌঁছানোও মকসুদ না হয় এবং পয়গম পৌঁছানোর মাধ্যমেরও কোন প্রমাণও না থাকে, তাহলে এ ধরনের সম্বোধন তথা ডাকা নিষেধ। যেমন কেউ কোন ওলীকে দূর থেকে কোন কিছু শুনানোর জন্য আহ্বান করছে। অথচ তিনি সামনাসামনি নয় এবং সেই ব্যক্তির কাছে এমন কোন শরয়ী প্রমাণও নেই যে কারো মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছে যাবে, তবে এ ধরনের বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ মাত্র, ইলমে গায়েবের দাবিও বটে। বরং শিরকের প্রায় কাছাকাছি। তবে বিনা দ্বিধায় এটাকে শিরক বা কুফর বলে ফেলা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ এটা সম্ভব যে আল্লাহ তাআলা ওই বুযুর্গকে খবর পৌঁছিয়ে দিতে পারে এবং কোন সম্ভাব্য বিষয়ের বিশ্বাস শিরক হতে পারে না। অবশ্য যে বিষয় হতে পারে বলে মনে করা হয় সেটা হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। এজন্য অহেতুক ডাকার অনুমতি নেই। অবশ্য সেই সম্বোধন তথা ডাকা, যেটা হাদীস শরীফে এসেছে–

يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْنُوْنِىْ ـ

"হে আল্লাহর বান্দা! আমায় সাহায্য কর", সেটা সকলের মতে জায়েয। উপরোক্ত বিবরণ সাধারণ মানুষের জন্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অবস্থাও ভিন্ন এবং হুকুমও ভিন্ন। তাদের ক্ষেত্রে এ কাজটা ইবাদত সমতুল্য। বিশিষ্ট ব্যক্তি নিজেই সব কিছু জ্ঞাত, কারো বর্ণনার প্রয়োজন হয় না। সে 'ইয়া শেখ আবদুল কাদির' বলে ওজিফা পাঠের হুকুম সম্বন্ধে অবগত। অর্থাৎ শেখকে যদি সর্বময় বাস্তব ক্ষমতার অধিকারী মনে করে ডাকা হয়, তবে এ ধরনের আহ্বান বা ওজিফা পাঠ শিরকের পর্যায়ে পড়ে। তবে যদি ওসীলা তথা মাধ্যম মনে করে বা ওসব সম্বোধনসূচক শব্দরাজিকে বরকতময় মনে করে অপর

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কোন ধ্যান ধারণা ছাড়া উচ্চারণ করে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। এটাই এ মাসআলার সঠিক বিশ্লেষণ। কতেক আলেম এ ধরনের আহ্বানকে নিষেধ করে। তারা মনে করে যে সাধারণ লোকেরা এ প্রকারের কোন পার্থক্য নিরূপণ করে না। তাদের নিয়তও ভাল। اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (নিশ্চয়ই নিয়তের উপর আলমসমূহ নির্ভরশীল) তবে উচিত যে, যদি আহ্বানকারী জ্ঞানী হয়, তবে তার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা আর যদি নিছক মূর্খ হয়, তাহলে ওর আকিদার মধ্যে খারাপ কোন কিছু দেখলে বাধা দেয়া। তবে সর্বক্ষেত্রে মূল আমল থেকে বারন করা ন্যায় সঙ্গত নয়।

একটি কথা স্মরণযোগ্য, যেটা খুবই কাজে লাগে। তা হলো যদি কোন ব্যক্তি ভুল কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং ওর কাজ দেখে এটা মনে হয় না যে, সে মূল কাজ বর্জন করবে, এমতাবস্থায় তাকে তার কাজে বাধা দেয়া উচিত নয়। কারণ এতে ঝগড়া বিবাদ এবং শত্রুতা ব্যতীত অন্য কোন ভাল ফল হবে না। আবার ওকে একেবারে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়াও উচিত হবে না। কারণ এ ধরনের উদারতা ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের বিপরীত। করণীয় হলো যে মূল আমলের অনুমতি দিয়ে এর সাথে সংশ্লিষ্ট মন্দ কাগুলোর সংশোধন করা। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ হচ্ছে—

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

অর্থাৎ হিকমত ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে লোকদের তোমার সৃষ্টিকর্তার রাস্তার প্রতি আহ্বান কর।

জাহেলিয়াত যুগে কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলনের সময় শরীয়তের উপরোক্ত নির্দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, এ নীতিটা সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হবে। আমার নীতি হলো আমি এ ধরনের আহবান বা সম্বোধন খোদা ভিন্ন অন্য কাউকে করি না। তবে কতেক শেরে (কবিতায়) অনুপ্রাণিত হয়ে আহবানসূচক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়েও ইতপূর্বে বর্ণিত তিন বিষয়ের অনুরূপ আচরণ করা বাঞ্চনীয়।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(۵) جماعت ثانیہ:

(یعنی مسجدوں میں ایك جماعت کے بعد
دوسری جماعتیں کرنا)

اس مسئلہ میں قدیم زما نے سے اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جماعت کو پسند نہیں فرما تے تھے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بعض شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں، دونوں طرف دلیلیں موجود ہیں اس سلسلہ میں گفتگوکو طول دینا مناسب نہیں ہے کیونکہ دونوں مسلکوں کو اختیارکر نے کی گنجائش ہے بہتر یہی ہے کہ دونوں قولوں کو یوں جمع کیاجا ئے کہ اگر پہلی جماعت کاہلی وستی کی وجہ سے چھوڑ گئی اور دوسری جماعت کی شرکت سے روکنے سے اس شخص کو تنبیہ ہو جائیگی تو اس کے لئے جماعت ثانیہ کے مکروہ ہو نے کا حکم دیا جا ئے اور مکروہ کہنے والوں کی دلیل بھی یہی ہے کہ اگر اجازت دی جا ئے تو پہلی جماعت کم ہو جا ئے گی، اگر کسی معقول عذرکی وجہ پہلی جماعت رہ گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ پڑ ھنا تنہا پڑ ھنے سے بہتر ہے اور اگر کوئی شخص ایسا لا ابالی ہے کہ دوسری جماعت سے منع کر نے سے اسکوتنبیہ نہ ہوگی بلکہ تنہاپڑ ھنے کو

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

غنیمت سمجھ کر جلدی سے چارٹکریں مارکر رخصت ہو جا ئے گا توا یسے شخص کو منع کر نے سے کیا فائدہ، بلکہ جماعت کے ساتھ نماز کسی قدر سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرے گا، اس مسئلہ میں عملدرآ مد ایسا رکھنا چا ہئے کہ ہرفریق دوسرے فریق سے محبت سے پیش آ ئے کیونکہ دونوں کے عمل کی ایک سند موجود ہے جہاں دوسری جماعت نہ ہوتی ہو وہاں تنہا پڑھ لے خواہ مخواہ جماعت نہ کرے اور جہاں ہوتی ہوئسریک ہوجا ئے اور مخالفت نہ کرے یہ پا نچ مسئلے عملی تھے آب دوعلمی مسئلے باقی رہ گئے جن کی تفصیل آگے اتی ہے ۔

৫. দ্বিতীয় জামাত

(মসজিদে প্রথম জামাত হয়ে যাবার পর দ্বিতীয় জামাত করা)

এ মাসআলার ব্যাপারে পূর্ব হতেই মতভেদ রয়েছে। এমাম আবু হানিফা (রহমতুল্লাহে আলাইহে) এ কাছে দ্বিতীয় জামাত অপছন্দনীয় ছিল। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) শর্তসাপেক্ষে জায়েয বলেছেন। উভয় পক্ষে যথেষ্ট দলিল আছে। তাই কথা না বাড়িয়ে উভয় পক্ষের মতকে কীভাবে সমন্বয় করা যায়, তা চিন্তা করা দরকার। উভয় মতকে এভাবে গ্রহণ করাটাই উত্তম হবে যে যদি প্রথম জামাত অলসতার দরুন বাদ পড়ে যায় এবং দ্বিতীয় জামাতে অংশ গ্রহণে বাধা দেয়ার দরুন সংশোধন হয়ে যায়, তবে এ ধরনের লোকের বেলায় দ্বিতীয় জামাত জামাত মাকরূহ হওয়ার হুকুম দেয়া উচিত। এর জন্য এ দলিলটা দেয়া যায় যে, যদি দ্বিতীয় জামাতের অনুমতি দেয়া হয়, তবে প্রথম জামাত ছোট হয়ে যাবে। যদি কোন যুক্তি

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সঙ্গত কারণে প্রথম জামাত বাদ পড়ে যায়, তাহলে একাকী পড়া অপেক্ষা দ্বিতীয় জামাত পড়া উত্তম। যদি এমন কোন উদাসীন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় জামাত থেকে নিষেধ করা হলে, সংশোধন হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না বরং একাকী পড়াকে সৌভাগ্য মনে করে চট্‌পট্ ২/৪ রাকাত পড়ে চলে যায়, তবে এ ধরনের লোককে দ্বিতীয় জামাত থেকে বারণ করাতে কোন লাভ নেই। বরং সে জামাতে ধীরস্থীর এ এতমিনানের সাথে নামায আদায় করবে। এ মাসআলার ক্ষেত্রেও একই নীতি অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ উভয় দল একে অপরের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। কারণ একই সনদে উভয় দলের আমল পাওয়া যায়। যে সব মসজিদে দ্বিতীয় জামাত হয় না সেখানে জামাত না পড়ে একাকী পড়ে নেওয়া উচিত এবং যে সব মসজিদে দ্বিতীয় জামাত হয়, তথায় বিরোধিতা না করে জামাতে শরীক হয়ে যাওয়া কর্তব্য। এ পর্যন্ত যে পাঁচটি বিতর্কিত মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে, এগুলো ছিল আমল সংক্রান্ত। ইলম সংক্রান্ত যে দু'টি মাসআলা অবশিষ্ট রয়ে গেল এর আলোচনা সামনে আসছে।

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(٦) امکان نظیر (٧) وامکان کذب

ان دومسئلوں کی اگرکوئی تفصیل کے ساتھ تحقیق کرنا چاہے تو حقائق کے عرفان کی تحقیق کے بغیر نہیں کر سکتا، یوں تو یہ مسئلے بہت بار یك ھیں مگر فی الجملہ دو چیزوں کا اعتقادرکھنا چاہئے إن اللہ علی کل شئ قدیر (سورۃ النمل آیت نمبر ٧٧) یعنی اللہ ہرشئ پرقادر ہے دوسرے سبحان اللہ عما یصیفون (سورۃ المؤمنون آیت نمبر ٩١) یعنی اللہ تعالی تمام عیوب ونقائض سے پاك ہے جیسے اپنے قول کی مخالفت کرنا، یا کسی ایسی بات کی خبر دینا جو حقیقت میں واقع نہ ہو وغیرہ، اب یہ تحقیق کرنا ہم پر لازم نہیں ہے کہ کونسی چیز مفہوم {شئ} (جو سابقہ آیت علی کل شئ میں مذکور ہے) میں داخل ہے کہ اللہ تعالی کو اس پر قادرکہاجائے اورکونسی چیز عیب ونقص کی تعریف میں ہے کہ اس سے اسکو پاك کہا جائے خاص طور سے جب دلیلیں ایك دوسرے سے مختلف ہوں بلکہ عیب نہیں کہ ان کی نزاکت کی وجہ سے ایسے مسائل میں زیادہ گفتگو اورتفتیش کرنا منع ہو ۔ تقدیر کے مسئلہ کو یئجے کیونکہ اس میں بہت سی دشواریاں تہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر گفتگو کر نے سے کس قدرسخت ممانعت فرمائی، اس ممانعت کی وجہ بہی بار

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

یکی اوردشواری تہی ۔ ان دو مسئلوں میں بہی جب کہ عقلی اورنقلی دلیلوں کے ظاہری اختلاف کی وجہ سے سخت دشواری ہے تو قیل وقال کر نے کی کیسے اجازت ہوگی اس مضمون کا ایك جواب فقیر کے احباب میں سے کسی ایك نے دیا جس کو فقیر نے بہت پسندکیا (جو اوپر بیان ہوا) اس سے بہتر کوئی عملدرآمد نہیں اور اگر از مانی کے لئے گفتگو ضرور ہی کرنا ہے تو تنہائی میں کریں اور اگر تحریر کی حاجت ہو خط کافی ہے نہ کہ رسا لے اورکتابیں اور اگرکسی کا شوق ہے تو عربی میں ہونا چا ہئے تاکہ عوام خراب نہ ہوں، عوام کے لئے خاموشی قطعی ضروری ہے ۔

৬. ইমকানে নজির ও ৭. ইমকানে কিজব

(নবি করিম ﷺ এর দৃষ্টান্ত এবং আল্লাহর পক্ষে মিথ্যা বলার সম্ভাব্যতা)

এ মাসআলা দু'টি সম্পর্কে কেউ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছুক হলে খোদার খোদায়িত্বের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ মাসআলা দু'টি খুবই সূক্ষ্ম। তবে সামগ্রিকভাবে দু'টি বিষয়ের উপর আকিদা রাখতে হবে। এক اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٍ অর্থাৎ আল্লাহ প্রত্যেক কিছুর উপর ক্ষমতাবান দুই سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا یُصِیْفُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সমস্ত আয়েব ও দুর্বলতা হতে পবিত্র। যেমন স্বীয় কথার বিপরীত করা বা অবাস্তব কোন কথা বলা ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রথম আয়াতে عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ বলতে কোন্ জিনিসগুলো উদ্দেশ্য, এর তাহকিক করা আমাদের উপর আবশ্যক নয় এবং দ্বিতীয় আয়াতে عَمَّا یُصِیْفُوْنَ বলতে কোন আয়েবের

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কথা বুঝানো হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন। যেহেতু দলিলদ্বয় একটি অন্যটির বিপরীত, সেহেতু এ ধরনের বিষয় নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। যেমন তকদীরের মাসআলা যার অধ্যে বহু জটিলতা রয়েছে। এ জন্য হুযুর আকদাস (আল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ প্রসঙ্গে বাদানুবাদ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

এ মাসআলাদ্বয়েও বাহ্যত আকলী ও নকলী দলিলের পার্থক্যের দরুন যে কঠিন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা নিয়ে বাদানুবাদ করার অনুমতি কিভাবে দেয়া যেতে সক্ষম? এরপরও কেউ যদি এ ব্যাপারে তর্কবিতর্ক করতে চায়, তাহলে নির্জন স্থানে করতে পারে। আর যদি কিছু লিখার দরকার মনে করে, তাহলে চিঠিই যথেষ্ট, পুস্তিকা বা পুস্তক লিখার আদৌ প্রয়োজন মনে করি না। অবশ্য কেউ যদি একান্ত আগ্রহী হয়, তাহলে আরবিতে লিখতে পারে, যাতে সাধারণ লোক বিভ্রান্ত না হয়। সাধারণ লোকদের বেলায় এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়।



Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

প্রণীত ও অনূদীত আরো কিছু মূল্যবান বই সংগ্রহ করুন:

- মা'রেফাতের গোপন ভেদ
- সিরাতুল মোস্তাকিম
- সিররুল আসরার –মূল: বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র)
- ক্বিসতাসুল মুসতাক্বীম –মূল ইমাম গাজ্জালী (র)
- মিশকাতুল আনওয়ার –মূল ইমাম গাজ্জালী (র)
- সৃষ্টির রহস্য –মূল ইমাম গাজ্জালী (র)
- দেওয়ানে শামসে তাবরীজ –মূল আল্লামা জালালউদ্দিন রূমী (র)

Bangladesh Anjumane Ashekaane Mostofa
\(Sallallaho Alayhi Wasallim\)
www.AmarIslam.com